ভীষ্মচরিত

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ।

Calcutta:
PRINTED BY JADU NATH SEAL,
HARE PRESS:
46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.
PUBLISHED BY GURUDAS CHATTERJEE,
BENGAL MEDICAL LIBRARY: 201, CORNWALLIS STREET.
1893.

বিজ্ঞাপন।

ভীষ্মের চরিত্রপাঠে যেরূপ নীতিজ্ঞানের উন্মেষ হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধ আমোদলাভ হইয়া থাকে। এক দিকে পিতৃভক্তির মহান্ ভাবে, অপর দিকে সত্য-প্রতিজ্ঞতা, পরার্থপরতা ও জিতেন্দ্রিয়তার অনন্ত মহিমায় ভীষ্মের চরিত্র অলঙ্কৃত হইয়াছে। ফলতঃ, অসামান্য বীরত্ববৈভবে ও লোকাতীত গুণগৌরবে ভীষ্মচরিত তুলনারহিত। মহাভারত হইতে এই মহাপুরুষের অতুল্য চরিত সঙ্কলিত হইল। স্থল-বিশেষে দুই একটি বিষয়ের বর্ণনা, মহাকবি কালি-দাসপ্রণীত রঘুবংশ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। ঈদৃশ নীতিপূর্ণ বিষয় যেরূপ লিখিত হওয়া উচিত, উপস্থিত গ্রন্থে সেরূপ হয় নাই। ভীষ্মের চরিত্র-গত সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিতে পারি, আমার সেরূপ ক্ষমতা নাই। ভীষ্মচরিত পাঠকবর্গের কিয়দংশেও প্রীতিপ্রদ ও নীতিজ্ঞানের উদ্দীপক হইলেই চরিতার্থ হইব।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।



ভীষ্মচরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুপ্রসিদ্ধ কুরুবংশে শান্তনুনামক এক পরম জ্ঞানী, পরম ধার্ম্মিক ও পরম ধীমান্ নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সর্ব্বসম্পত্তির অধিকারী ভূপতি কেহ ছিলেন না। মহারাজ শান্তনু হস্তিনার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, সুনিয়মে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে সমগ্র জনপদ অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিল, সর্ব্বত্র সাধুতার সম্মান ও সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি দেখা যাইতে লাগিল, প্রজালোক সদাচার ও সৎকার্য্য হইতে অণুমাত্র বিচ্যুত না হইয়া, সমস্ত রাজ্য শান্তিময় করিয়া তুলিল। শান্তনু এইরূপ সুখপূর্ণ, সমৃদ্ধিপূর্ণ ও

শান্তিপূর্ণ রাজ্যের অধিপতি হইয়া, অবহিতচিত্তে ধর্ম্মানুগত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

মহারাজ শান্তনুর দেবব্রতনামে একটি পুত্র ছিল। কুমার দেবব্রত ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষঃস্থল, সুগঠিত বাহুযুগল ও স্থূলোন্নত কলেবর দেখিয়া, পৌরগণ প্রীতিপ্রকাশ করিতে লাগিল। কুমার সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন। তাঁহার যেমন অসাধারণ বুদ্ধি. অপ্রমেয় শক্তি ও অবিচলিত অধ্যবসায় ছিল, তিনি বেদ ও বেদাঙ্গের সহিত ধনুর্ব্বেদেও তদনুরূপ পারদর্শিতালাভ করিলেন। কি শাস্ত্রজ্ঞান, কি শস্ত্রপ্রয়োগ, কি বিচারক্ষমতা, কুমার দেবব্রত সকল বিষয়েই সর্ব্বগুণান্বিত পিতাকেও অতিক্রম করিলেন।

শান্তনু দেবব্রতকে যৌবনদশায় উপনীত ও সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত দেখিয়া অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন. এবং পৌরগণ ও জানপদবর্গকে সমবেত করিয়া, তাহাদের সমক্ষে উপযুক্ত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুবরাজ দেবব্রত সদ্ব্যবহার ও সৎকার্য্যে প্রকৃতিবর্গের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যেরূপ অলৌকিক পিতৃভক্তি, সেইরূপ অসাধারণ লোকানুরাগ ও আত্মসংযম ছিল। তিনি প্রজালোকের মঙ্গলসাধনে যত্নশীল থাকিতেন, বয়োবৃদ্ধদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান

দেখাইতেন, এবং সর্ব্বদা সৌজন্যপ্রকাশে সমবয়স্ক-দিগকে সন্তোষিত করিতেন। যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও, তিনি আত্মসুখের প্রতি দৃক্‌পাত করিতেন না, অসামান্য-ক্ষমতাশালী হইয়াও, তিনি স্নেহদয়াপরিত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর কঠোরভাবের পরিচয় দিতেন না। অরাতিকুল তাঁহার তেজস্বিতাময় প্রচণ্ডভাবে ভীত হইত; আত্মীয়গণ তাঁহার প্রীতিময় সৌম্যভাবে সন্তোষপ্রকাশ করিত। পৌরবর্গ ও জানপদগণ একাধারে ঈদৃশ গুণসমূহের সমা-বেশ দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহাদের মুখে সর্ব্বদা যুবরাজের প্রশংসাবাদ শুনা যাইতে লাগিল। তাহারা দেবব্রতকে যেরূপ আর্ত্তের সহায় ও বিপন্নের বন্ধু ভাবিল, সেইরূপ ধর্ম্মের আশ্রয় ও সদাচারের অবলম্বন মনে করিয়া, তৎপ্রতি নিরতিশয় শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতে লাগিল। শান্তনু প্রজালোকের মুখে পুত্রের গুণকীর্ত্তন শুনিয়া, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন। এতদিনে তাঁহার দুর্বহ রাজ্যশাসনভার পূর্ব্বাপেক্ষা লঘুতর হইল। তিনি পুত্রের হস্তে রাজকীয় কার্য্যের ভারসমর্পণপূর্ব্বক নিশ্চিন্তমনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এই রূপে চারি বৎসর অতিবাহিত হইল। একদা শান্তনু প্রসন্নসলিলা যমুনার তটবর্ত্তী অটবীবিভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা অপূর্ব্ব সৌরভের আঘ্রাণ

পাইলেন। সেই সুগন্ধ কোথা হইতে বহির্গত হইয়া, কাননস্থলী আমোদিত করিতেছে, সবিশেষ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে দেবাঙ্গনার ন্যায় একটি রূপলাবণ্য-শালিনী নারী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তদীয় দেহনিঃসৃত গন্ধই সমীরণভরে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া, সমস্ত কানন সুরভি করিতেছিল। শান্তনু সেই কামিনীকে বিজন বনভূমিতে সমাগতা দেখিয়া, কৌতূহলী হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! তুমি কে? কাহার রমণী? কি নিমিত্ত এই আরণ্য প্রদেশে একাকিনী উপস্থিত হইয়াছ। সেই রমণী কহিল, মহাশয়! আমি ধীবরকন্যা। মহাত্মা দাশরাজ আমার পিতা। পিতৃনিদেশে আমি এই কালিন্দীজলে তরণীবাহন করিয়া থাকি। মহারাজ শান্তনু দাশরাজের নিকট গমনপূর্ব্বক পুত্রান্তরকামনায় ঐ কন্যাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিবার প্রার্থনা করিলেন।

শান্তনুর প্রার্থনা শুনিয়া, দাশরাজ কহিল, মহারাজ! আপনি ভুবনবিখ্যাত পবিত্র কুরুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ধনসম্পত্তিপূর্ণ এই বিপুল রাজ্যের আপনিই একমাত্র অধিপতি; আপনার ন্যায় শাস্ত্রবিশারদ, শস্ত্রদক্ষ নরপতি দৃষ্টিগোচর হয় না। অপরাপর রাজগণ আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, রাজ্যশাসন করিতেছেন।

আপনার যেরূপ অতুল্য ক্ষমতা ও অসাধারণ তেজস্বিতা, সেইরূপ সুদর্শন আকৃতি ও চিত্তচমৎকারিণী দেহপ্রভা। আপনার সদৃশ সৎপাত্র আর কোথাও নাই। আমার যখন কন্যা জন্মিয়াছে, তখন অবশ্যই উহাকে সৎপাত্রসাৎ করিতে হইবে। কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমার এই কন্যা সত্যবতীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইলে অগ্রে আমার প্রার্থনাপূরণে আপনাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। শান্তনু কহিলেন, দাশরাজ! তোমার প্রার্থনা না জানিয়া, কিরূপে তাহার পূরণে সম্মত হইতে পারি? যদি প্রার্থনীয় বিষয় দানযোগ্য হয়, অবশ্যই দান করিব, অদেয় হইলে কোনও ক্রমে দিতে পারিব না। শান্তনুর কথায় দাশরাজ কহিল, আমার এই কন্যার যে পুত্র জন্মিবে, সেই পুত্র আপনার পর রাজ্যাভিষিক্ত হইবে। আমার এই অভিলাষ পূর্ণ হইলেই, আপনার হস্তে কন্যারত্নসমর্পণ করিতে পারি।

মহারাজ শান্তনু দাশরাজের প্রার্থনীয় বিষয় শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। পৌরগণ ও জানপদবর্গ অনুক্ষণ যাঁহার গুণাবলীর ঘোষণা করে, ধর্ম্মপরায়ণ মনস্বিগণ যাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও সৎকার্য্যের প্রশংসা করেন, তেজস্বী বীর-পুরুষগণ যাঁহার মহীয়সী বীরত্বকীর্ত্তির জয়োৎকীর্ত্তনে ব্যাপৃত থাকেন, শান্তনু, সেই প্রাণাধিক দেবব্রতকে রাজ্যাধিকারে

বঞ্চিত করিতে পারিলেন না। তিনি ধীবরের প্রার্থনায় সম্মত না হইয়া, রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

যুবরাজ দেবব্রতব্যতীত মহারাজ শান্তনুর অন্য পুত্র ছিল না। কুলস্থিতির জন্য আর একটি পুত্র হয়, এই জন্য শান্তনু দারপরিগ্রহে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এখন সঙ্কল্পসিদ্ধির বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে, তিনি হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, উদ্বিগ্নচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রফুল্লতা অন্তর্হিত হইল। দুর্বিষহ চিন্তায় তাঁহার লোচনযুগল নিষ্প্রভ ও মুখমণ্ডল মলিন হইতে লাগিল। পিতৃভক্ত দেবব্রত পিতাকে এইরূপ বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল দেখিয়া, দুঃখিত হইলেন; অনন্তর একদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, বিনীতভাবে তদীয় চরণবন্দনাপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! রাজ্যের কোথাও কোনরূপ অমঙ্গলের চিহ্ন নাই; রাজমণ্ডল আপনার অধীন রহিয়াছেন; প্রজাকুল নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছে; চারি দিকেই সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে; তথাপি কি নিমিত্ত আপনাকে চিন্তাকুল ও বিষাদগ্রস্ত দেখিতেছি? আপনি সর্ব্বদাই যেন শূন্যহৃদয়ে রহিয়াছেন; পুত্র বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আহ্লাদিতচিত্তে আমায় সম্ভাষণ করিতেছেন না; অশ্বারোহণে আর পরিভ্রমণ করেন না। আপনার শরীর দিন দিন কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে;

কি রোগে আপনার এইরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে ? আজ্ঞা করুন, আমি সেই রোগশান্তির নিমিত্ত যথোচিত যত্ন করিব।

শান্তনু ধর্ম্মব্রত দেবব্রতের কথা শুনিয়া কহিলেন, বৎস! আমাদের বংশের তুমিই একমাত্র অবলম্বন। তুমি অস্ত্রপ্রয়োগে সুদক্ষ ও সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হইয়াছ। কিন্তু এই বিনশ্বর জগতে কিছুই অবিনশ্বর নহে। আমি মানুষের অনিত্যতা স্মরণ করিয়া, দুঃখিত হইতেছি। যদি কোন সময়ে তোমার কোনরূপ অনিষ্টসংঘটন হয়, তাহা হইলে আমাদের পবিত্র কুল নির্ম্মূল হইবে। ধর্ম্ম-বাদীরা কহিয়া থাকেন, যাহার এক পুত্র, সে অপুত্রকের মধ্যেই পরিগণিত। আমি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নিকট তোমার কুশলপ্রার্থনা করি। তুমি সর্ব্বদা শূরত্ব-প্রকাশে তৎপর রহিয়াছ। তোমার যেরূপ পরাক্রম, যেরূপ শস্ত্রসঞ্চালনদক্ষতা ও যেরূপ তেজস্বিতা, তাহাতে রণস্থলে তোমার নিধনসম্ভাবনা দেখিতেছি। তাহা হইলে এই কুলের গতি কি হইবে ? কে এই লোকবিশ্রুত কুরু-বংশের অবলম্বনস্বরূপ থাকিবে ? বৎস! "তুমি আমার প্রাণাধিক, তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন।" আমি তোমার নিমিত্ত যার পর নাই সংশয়াপন্ন হইয়াছি। অন্তঃকরণ কিছুতেই সুস্থির হইতেছে না। দুশ্চিন্তায় মানসিক

শান্তি তিরোহিত হইয়াছে। ঘোরতর বিষাদবিষে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। দেবব্রত পিতার বাক্যে কিয়ৎ-ক্ষণ অবনতমুখে চিন্তা করিলেন, অনন্তর পরমহিতৈষী বৃদ্ধ অমাত্যের নিকট গমন করিয়া, তাঁহাকে পিতার বিষাদের কথা জানাইলেন। মন্ত্রিবর দেবব্রতকে দুর্ম্মনায়মান দেখিয়া, তাঁহাকে কহিলেন, যুবরাজ! মহারাজের আর দুই একটি পুত্র হয়, ইহা তাঁহার একান্ত কামনা। এজন্য মহারাজ দাশরাজের কন্যা সত্যবতীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিতেছেন। কেবল আপনার জন্য তিনি এবিষয়ে নিরস্ত রহিয়াছেন। কৌরবশ্রেষ্ঠ দেবব্রত বিশ্বস্ত সচিবের মুখে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া, পিতার অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য যত্নশীল হইলেন। কায়মনোবাক্যে পিতার আজ্ঞাপালন ও পিতৃশুশ্রূষাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। পরমদেবতা পিতা বিষণ্ণভাবে কালাতিপাত করিবেন, সমস্ত কার্য্যে ঔদাস্য দেখাইবেন, এবং দুঃসহ মর্ম্মপীড়ায় দিন দিন অবসন্ন হইতে থাকিবেন, পিতৃভক্ত দেবব্রত ইহা সহিতে পারিলেন না। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া, বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণসমভিব্যাহারে দাশরাজের নিকট গমনপূর্ব্বক পিতার নিমিত্ত স্বয়ং তদীয় কন্যারত্নপ্রার্থনা করিলেন।

দাশরাজ কৌরবশ্রেষ্ঠ দেবব্রতের যথোচিত আদর

ও অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিল। দেবব্রত ক্ষত্রিয়গণের সহিত উপবিষ্ট হইলে দাশরাজ কহিল, যুবরাজ! আপনি মহারাজ শান্তনুর কুলপ্রদীপ। আপনার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে উপযুক্ত পুত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঈদৃশ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে কোন্ ব্যক্তি অনুতাপগ্রস্ত না হয়? দেবরাজও এসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমি কন্যার পিতা। অতএব কন্যার মঙ্গলেচ্ছু হইয়া, আপনাকে এক কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই পরিণয় সম্পন্ন হইলে আপনার সহিত শত্রুতা ঘটিবে। আপনি যেরূপ পরাক্রান্ত ও যেরূপ তেজস্বী, তাহাতে যে আপনার শত্রু হইবে, সে যত বড়ই হউক না কেন, কিছুতেই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিবে না। ফলতঃ, আপনি ক্রুদ্ধ হইলে কাহারও নিস্তার নাই। উপস্থিত বিষয়ে কেবল এই মাত্র দোষ দৃষ্ট হইতেছে। পিতৃভক্ত দেবব্রত দাশরাজের অভিপ্রায় বুঝিয়া, কিছুমাত্র চিন্তিত হইলেন না। তিনি প্রাণান্ত করিয়াও, পিতার পরিতোষসাধনে যত্নশীল ছিলেন। এখন দাশরাজের কঠোর কথায় তাঁহার কোনরূপ চিত্তবৈকল্য ঘটিল না, কোনরূপ দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইল না, কোনরূপ কাতরতায় দেহ শিথিল বা হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল না। তিনি পিতৃভক্তিতে

অটল হইয়া প্রশান্তভাবে জগতে মহান্ স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন। ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাঁহার হৃদয় দেবভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল, স্বার্থচিন্তা ও বিষয়-বাসনা দূরীভূত হইল। তিনি প্রশান্তভাবে সমাগত ক্ষত্রিয়গণসমক্ষে দাশরাজকে কহিলেন, সৌম্য! আমার সত্য প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। আমি নিশ্চিত বলিতেছি, যিনি তোমার এই কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই হস্তিনার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবেন। আমি তাঁহাকেই কুরুরাজ্যের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিব।

তখন দাশরাজ কহিল, সত্যব্রত! আপনি পিতৃপক্ষের কর্ত্তা হইয়া আসিয়াছেন, এখন আমার এই কন্যারদান-বিষয়েও কর্ত্তৃত্বগ্রহণ করুন। এ সম্বন্ধে আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে। আপনি সে বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখুন। তনয়ার প্রতি যাহাদের স্নেহ ও মমতা আছে, তাহারা কখনও ইহা না বলিয়া থাকিতে পারে না। আমি প্রগাঢ় সন্তানবাৎসল্যপ্রযুক্তই এই কথা বলিতেছি। সত্যবাদিন্! আপনি সত্যবতীর জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহা আপনার চরিত্রোচিতই হইয়াছে। আপনি যেরূপ মহানুভব ও যেরূপ সত্যব্রত, তাহাতে যে, কখনও ভবদীয় বাক্যের অন্যথা হইবে, আমার সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি

আপনার পুত্র হইবেন, তাঁহার প্রতি আমার সন্দেহ হইতেছে।

মনস্বী দেবব্রত ইহা শুনিয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্থিরভাবে ও পূর্ব্বের ন্যায় গম্ভীরস্বরে দাশরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি ইতঃপূর্ব্বেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি। এখন আমার পুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তির বিষয়ে যাহা পরিব্যক্ত হইল, তজ্জন্য এই শাস্ত্রদর্শী ক্ষত্রিয় রাজগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি কখনও দারপরিগ্রহ করিব না; অদ্য হইতে যাবজ্জীবন দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্যপালন করিব। পিতাই পরম গুরু, পিতাই পরম ধর্ম্ম, পিতাই পরম-তপস্যা। পিতার প্রীতিসাধন হইলেই সমস্ত দেবতা প্রীত হইয়া থাকেন। আমি পরম গুরু পিতার প্রীতি-সাধন জন্য এই কঠোর প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইলাম। ইহাতে অপুত্রক হইলেও অবশ্য আমার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে। যদি পৃথিবী প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্না হয়, এই বিশাল বিচিত্র বিশ্ব যদি মুহূর্ত্তের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়, অধিক কি অমরবাসভূমি পবিত্র স্বর্গও যদি বিচূর্ণিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও আমার প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইবে না। দাশরাজ দেবব্রতের এই প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক অতিমাত্র বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া কন্যাদানে সম্মত হইল। সমবেত ক্ষত্রিয়গণ দেব-

ব্রতের লোকাতীত স্বার্থত্যাগ ও পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। যে এই প্রতিজ্ঞার বিষয় শুনিতে লাগিল, সেই অপরিসীম প্রীতির সহিত দেবব্রতের প্রশংসা করিতে লাগিল। এইরূপ ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য যুবরাজ দেবব্রত ভীষ্মনামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

দাশরাজ কন্যাদানে সম্মত হইলে দেবব্রত সত্যবতীকে কহিলেন, মাতঃ! রথ প্রস্তুত রহিয়াছে, আরোহণ করুন। আমরা গৃহে গমন করি। দেবব্রতের বাক্যে সত্যবতী রথে আরোহণ করিলেন। দেবব্রত সত্যবতীর সহিত পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে সমস্ত বৃত্তান্তের নিবেদন করিলেন। এদিকে সমভিব্যাহারী ক্ষত্রিয়গণও হস্তিনাপুরে সমাগত হইয়া, সেই দুষ্কর কর্ম্মের নিমিত্ত দেবব্রতের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে কহিলেন, অতি ভীষণ কর্ম্ম করাতে ইঁহার নাম ভীষ্ম হইয়াছে। অনন্তর তাঁহারা সকলেই দেবব্রতকে ভীষ্ম বলিয়া আহ্বান করিলেন। মহারাজ শান্তনু তনয়ের অসাধারণ ক্ষমতা ও দুঃসাধ্য কার্য্যসাধনে অপূর্ব্ব অধ্যবসায় দেখিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে এই বর প্রদান করিলেন, বৎস! স্বেচ্ছাব্যতিরেকে তোমার মৃত্যু হইবে না। পিতৃভক্ত দেবব্রত এইরূপে পিতার নিকট ইচ্ছামৃত্যুরূপ বরলাভ করিয়া ভীষ্মনামে প্রসিদ্ধ হইলেন।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মহারাজ শান্তনু যথাবিধানে সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অমিতপরাক্রম, ভক্তিমান ভীষ্মের নিমিত্ত তাঁহার মনোবেদনার শান্তি হইল। শান্তশীল শান্তনু এখন সত্যবতীর সহিত প্রশান্তভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। মহামতি ভীষ্ম অনন্যকর্ম্মা হইয়া, অনুক্ষণ তাঁহাদের শুশ্রূষায় তৎপর রহিলেন। পিতার পরিতোষসাধনে তাঁহার যেরূপ যত্ন ও আগ্রহ ছিল, মাতার সন্তুষ্টিসম্পাদনেও তাঁহার সেইরূপ মনোযোগ ও একাগ্রতা পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। সত্যবতী ভীষ্মের সদাচরণে পরিতুষ্ট হইয়া, পরমসুখে হস্তিনায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে সত্যবতী একটি পরমসুন্দরকুমার প্রসব করিলেন। পুত্রমুখদর্শনে শান্তনুর আহ্লাদের অবধি রহিল

না। রাজ্যমধ্যে নানা উৎসবের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। কুরুরাজ নবজাত কুমারের নাম চিত্রাঙ্গদ রাখিলেন। চিত্রাঙ্গদ মহামতি ভীষ্মের মতানুবর্ত্তী হইয়া, ক্রমে নানাশাস্ত্রে পারদর্শিতালাভ করিলেন। অনন্তর তিনি পবিত্র মৃগচর্ম্ম-পরিধান করিয়া, শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শস্ত্রবিদ্যার অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। শস্ত্রবিদ্যাতেও তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা জন্মিল। শান্তনু পুত্রের ধীশক্তি ও অস্ত্রপ্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখিয়া, আহ্লাদিত হইলেন।

কতিপয় বৎসর পরে, সত্যবতীর আর একটি পুত্র জন্মিল। এই দ্বিতীয় কুমার বিচিত্রবীর্য্যনামে অভিহিত হইলেন। বিচিত্রবীর্য্য বয়ঃপ্রাপ্ত না হইতেই মহারাজ শান্তনুর পরলোকপ্রাপ্তি হইল। ভীষ্ম পিতৃদেবের লোকান্তরগমনে শোকে একান্ত অভিভূত হইলেন। পিতৃভক্তিতে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। পিতার শুশ্রূষায় তিনি সুখানুভব করিতেন, পিতার প্রিয়কার্য্য-সাধন করিতে পারিলে, তিনি চরিতার্থ হইতেন, পিতাকে নিরন্তর প্রফুল্ল দেখিলে, তিনি ভূলোকে থাকিয়াও, আপনাকে সুরলোকের অধিবাসী বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপ পরম দেবতা ও পরম ভক্তির পাত্র পিতার লোকান্তরপ্রাপ্তিতে তাঁহার হৃদয়ে নিদারুণ শোকশল্য বিদ্ধ হইল। তিনি প্রভূততেজস্বী, লোকাতীত বীরত্বসম্পন্ন,

ও অসাধারণ ক্ষমতাশালী হইয়াও, তরঙ্গমালাপরিবৃত জলধিতলে তরণীশূন্য ব্যক্তির ন্যায় পিতৃবিয়োগে আপনাকে এই সংসারসাগরে নিঃসহায় ও নিরবলম্ব ভাবিতে লাগিলেন। ফলতঃ, পিতৃবিয়োগজনিত দুঃখ বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় তাঁহাকে নিরন্তর নিপীড়িত করিতে লাগিল। ভীষ্ম পিতৃবিয়োগশোকে এইরূপ মর্ম্মাহত হইলেও, কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হইলেন না। তিনি দুঃসহ শোকাবেগের সংবরণপূর্ব্বক, পিতৃদেবের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

অনন্তর ভীষ্ম সত্যবতীকে কহিলেন, মাতঃ! চিত্রাঙ্গদ এখন সর্ব্বাংশে উপযুক্ত হইয়াছেন। তিনি যেরূপ ধীশক্তিসম্পন্ন, সেইরূপ প্রভূতপরাক্রমশালী। এই বিস্তৃত রাজ্যের শাসনে ও প্রকৃতিবর্গের পালনে তাঁহার ক্ষমতা আছে। আপনার অনুমতি হইলে তাঁহাকে পৌরগণ ও জানপদবর্গের সম্মুখে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পারি। সত্যবতী ভীষ্মকে অভীষ্টকার্য্যসম্পাদনে অনুমতি দিলেন। সত্যবতীর অনুজ্ঞা পাইয়া, ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে কহিলেন, বৎস! পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এখন তুমিই এই বিস্তৃত রাজ্যের বিধিসঙ্গত অধিপতি। শাস্ত্রানুশীলনে তোমার অন্তঃকরণ সংযত হইয়াছে, শস্ত্রশিক্ষায় তোমার তেজস্বিতাবিকাশ

হইয়াছে, সমরচাতুরীর অভ্যাসে তোমার শক্তি উপচিত হইয়া উঠিয়াছে। তুমি রাজনীতিতে পারদর্শিতালাভ করিয়াছ; এখন রাজপদগ্রহণ পূর্ব্বক, অপ্রমত্তচিত্তে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যাবজ্জীবন রাজসিংহাসনে উপবেশন বা রাজদণ্ডধারণ করিব না। অতএব বৎস! তুমি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, রাজকীয় কার্য্যের পর্য্যালোচনে তৎপর হও। সমরে পরাক্রমপ্রদর্শন ও সর্ব্বান্তঃকরণে প্রজারঞ্জন, আমাদের কুলোচিত ধর্ম্ম। তুমি সর্ব্বদা এই ধর্ম্মপালন করিবে; নিরন্নকে অন্ন, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় ও নিঃসম্বলকে অর্থ দিবে; দেবদ্বিজের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিবে; বয়োবৃদ্ধদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইবে, এবং প্রকৃতিবর্গকে পুত্র ভাবিয়া অনুক্ষণ তাহাদের সন্তোষসাধনে তৎপর রহিবে। তুমি যেরূপ তেজস্বী, সেইরূপ কোমলহৃদয়; তেজস্বিতা ও কোমলতা উপযুক্ত সময়ে দেখাইবে। শত্রুগণ যুদ্ধস্থলে তোমাকে দেখিয়া, যেরূপ ভীত হয়, প্রজালোকে তোমার উদারভাব, প্রশান্ত প্রকৃতি ও সদয় ব্যবহার দেখিয়া, সেইরূপ প্রীত ও পুলকিত হউক। তুমি জিগীষু প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নতপনের ন্যায় তেজঃপ্রকাশ কর, এবং আশ্রিত ও অনুগত লোকের

সম্মুখে সৌম্যদর্শন শীতরশ্মির ন্যায় স্নিগ্ধতার পরিচয় দাও।

ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে এইরূপ উপদেশ দিয়া রাজ্যে যথাবিধি অভিষিক্ত করিলেন। চিত্রাঙ্গদ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিপক্ষদিগের পরাজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সমরে অরাতিনিপাত ও আত্মপরাক্রমপ্রদর্শন, এখন তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইল। তাঁহার পরাক্রমে বিভিন্ন জনপদের অধিপতিগণ পরাজয়স্বীকার করিলেন। চিত্রাঙ্গদনামক এক গন্ধর্ব্বরাজ ছিলেন। তিনি সৈন্যসামন্ত লইয়া কুরুরাজ চিত্রাঙ্গদকে সমরে আহ্বান করিলেন। কুরুক্ষেত্রে, পবিত্রসলিলা সরস্বতীর তীরে উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। যুদ্ধে কুরুরাজ চিত্রাঙ্গদ নিহত হইলেন।

চিত্রাঙ্গদের নিধনসংবাদে ভীষ্ম নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি সত্যবতীর মতানুসারে বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এই সময়ে বিচিত্রবীর্য্য অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। ভীষ্ম অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, তাঁহার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এসময়ে তিনিই কৌরবদিগের অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। অপরিণত-বুদ্ধি কুরুরাজ তাঁহার নিকট রাজনীতির অনুশীলন করিতে লাগিলেন। বিচিত্রবীর্য্য ভীষ্মের প্রতি সমুচিত

সম্মানপ্রদর্শন করিতেন। তিনি যতদিন অপ্রাপ্তবয়স্ক ও রাজকার্য্যে অদূরদর্শী ছিলেন, ততদিন ভীষ্মের উপদেশানুসারে চলিতেন। ভীষ্মও তাঁহাকে যত্নসহকারে বিবিধ উপদেশ দিতেন। মহামতি ভীষ্মের উপদেশে বিচিত্রবীর্য্য নানাবিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন।

বিচিত্রবীর্য্য ক্রমে বাল্যাবস্থা অতিক্রমপূর্ব্বক যৌবনে পদার্পণ করিলেন। ভীষ্ম বিচিত্রবীর্য্যকে তরুণবয়স্ক দেখিয়া, তাঁহার বিবাহ দিবার মানস করিলেন। এই সময়ে কাশীপতির তিন কন্যার স্বয়ংবরের সংবাদ ভীষ্মের শ্রুতিগোচর হইল। কন্যাত্রয়ের রূপের যেরূপ মাধুরী, সেইরূপ পিতৃকুলের গৌরব ছিল। ভীষ্ম এজন্য ঐ তিন কন্যার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর তিনি সত্যবতীর অনুমতি লইয়া, সৈন্যসামন্তের সহিত রথারোহণে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে স্বয়ংবরের উদ্‌যোগ হইল। ভীষ্ম স্বয়ংবরসভায় সমাগত হইয়া দেখিলেন, সভার চারি দিকে উজ্জ্বল রত্নসিংহাসনসমূহ রহিয়াছে। বিভিন্ন জনপদের ক্ষত্রিয় রাজগণ উপযুক্ত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, ঐ সকল সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। অগুরুধূপে চারি দিক আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি হইতেছে। কন্যারা স্বয়ংবরোচিত বেশভূষায়

সজ্জিত হইয়া, সেই বিচিত্র সভামণ্ডপে সমাগত রাজগণের মধ্যে আসনপরিগ্রহ করিয়াছেন।

অনন্তর বন্দিগণ সমাগত রাজগণের কুলপরিচয় দিলে ভীষ্ম সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান হইয়া, গম্ভীরস্বরে কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, স্ত্রীপরিগ্রহ করিব না; যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিন কৌমারব্রতপালন করিব। কখনও আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে না। আমি এই কন্যাদিগের পাণিগ্রহণার্থী হইয়া, স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হই নাই; আমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য এখন সুবিস্তৃত কুরুরাজ্যের অধিপতি হইয়াছেন। যৌবনসমাগমে তাঁহার রূপ ও গুণ উভয়ই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি সেই রূপ-গুণসম্পন্ন কুরুরাজের সহিত এই লাবণ্যনিধান কন্যাত্রয়ের বিবাহ দিব। এই জন্য ইঁহাদিগকে লইতে আসিয়াছি। ইহা কহিয়া, ভীষ্ম কন্যাদিগকে আদরসহকারে স্বীয় রথে উঠাইয়া, সমবেত ভূপতিদিগকে কহিলেন, যাঁহারা ইঁহাদের পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছেন, ইচ্ছা করিলে, তাঁহারা আমাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া ইঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারেন। আমি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিয়াছি। এই বলিয়া, ভীষ্ম কন্যাদিগকে লইয়া রথারোহণে প্রস্থান করিলেন।

এই অতর্কিত ব্যাপারে সভামধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। রাজগণ ক্রুদ্ধ হইয়া, স্বয়ংবরসভার

উপযোগী বেশভূষাপরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। চারি দিকে অস্ত্রের শব্দে সভা-মণ্ডপ আকুল হইল। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যে স্থলে বিবাহ-কালীন শান্তভাব বিরাজ করিতেছিল, সুগন্ধ অগুরুধূপে, মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনিতে, যে স্থল পরিপূর্ণ ছিল, তাহা এখন রথের ঘর্ঘরশব্দে, অশ্বের হ্রেষাধ্বনিতে, যুদ্ধযাত্রী রাজন্য-কুলের ভৈরব রবে, ভীষণ হইয়া উঠিল। পরাক্রান্ত বীরপুরুষেরা ভীষ্মকে তাঁহাদের প্রার্থনীয় কন্যাত্রয় লইয়া যাইতে দেখিয়া, অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধসহকারে তর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহাদের জয়লাভ হইল না। ভীষ্মের পরাক্রমে তাঁহারা পরাজয়স্বীকার করিলেন। রাজগণ পরাজিত হইয়া ক্ষুব্ধহৃদয়ে স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। ভীষ্ম বিজয়ী হইয়া সেই কন্যাদিগকে দুহিতার ন্যায় যত্ন-পূর্ব্বক হস্তিনায় লইয়া আসিলেন।

ভীষ্ম এইরূপ দুষ্কর কার্য্যসাধনপূর্ব্বক হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, সত্যবতীর সহিত পরামর্শ করিয়া, ভ্রাতার বিবাহের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা, ভীষ্মকে অবনত-মুখে কহিলেন, আমি ইতঃপূর্ব্বে মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। শাল্বরাজও আমায় প্রার্থনা

করিয়াছেন, এবিষয়ে আমার পিতারও সম্পূর্ণ অভিমত আছে। এখন ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ আপনার যাহা কর্ত্তব্যবোধ হয়, করুন। ভীষ্ম অম্বার এই কথা শুনিয়া, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি মনে মনে যাঁহার করে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, তিনিই তোমার পতি। আমি তোমার ইচ্ছার প্রতিকূলে কোন কার্য্য করিতে চাহি না। তোমায় বলপূর্ব্বক এস্থানে রাখিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমি এরূপ কার্য্য সাতিশয় গর্হিত ও অবমাননাকর বলিয়া মনে করি। শাল্বরাজ স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হইয়া, আমার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে পরাজিত করিয়া, তোমায় আনিয়াছি। তথাপি তুমি যখন তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ, তখন তাঁহারই সহধর্ম্মিণী হইয়া পরমসুখে কালযাপন কর। আমি দয়াধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া, ক্ষমতা দেখাইতে ইচ্ছা করি না। নারীর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা কাপুরুষের কার্য্য। আমি কাপুরুষোচিত কার্য্য করিয়া, জীবিত থাকিতে চাহি না। ভীষ্ম ইহা কহিয়া, অম্বাকে যথোচিত আদর ও সম্মানের সহিত তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার অনুমতি দিলেন। অনন্তর বারাণসীপতির অপর দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের

আয়োজন হইল। ভীষ্ম শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণবর্গের সম্মুখে ঐ দুই কন্যার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিলেন। সত্যবতী পুত্রের অনুরূপ বধূদিগকে পাইয়া আহ্লাদ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পুরবাসীরা রাজযোগ্য রমণী-যুগলকে দেখিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। সমগ্র কুরুরাজ্যে কিছুদিন নিরন্তর উৎসব হইতে লাগিল।

বিচিত্রবীর্য্য পত্নীযুগলের সহিত পরমসুখে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। মহিষীদ্বয়ও, দেবসেনানী-সদৃশ রূপবান্, দেবরাজসদৃশ পরাক্রমশালী ও দেবগুরু-সদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত পতিলাভ করিয়া চরিতার্থ হইলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে সৌভাগ্যশালিনী মনে করিয়া প্রফুল্লচিত্তে পতিসেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে বিচিত্রবীর্য্য যৌবনেই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইলেন। ভীষ্ম ভ্রাতার রোগশান্তির নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ রোগের নানারূপ প্রতীকারে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু রোগের শান্তি হইল না। দুরন্ত ক্ষয়রোগে, বিচিত্রবীর্য্য ক্রমে ক্ষয়োন্মুখ হইলেন। তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল, পরিচ্ছদ ভার বোধ হইতে লাগিল, এবং দেহ ক্রমে শীর্ণ হইয়া পড়িল।

বিচিত্রবীর্য্য ক্ষয়াতুর ও ভীষ্ম অকৃতদার হওয়াতে,

কুরুবংশের সাতিশয় দুর্দ্দশা ঘটিল। পারদর্শী চিকিৎসকগণ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। বিচিত্রবীর্য্য তরুণবয়সেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সত্যবতী পুত্রশোকে অধৈর্য্য হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; অম্বিকা ও অম্বালিকা ভর্ত্তৃবিয়োগে ব্যাকুল হইয়া, শিরে করাঘাত ও কেবল হাহাকার করিতে লাগিলেন; ভীষ্ম ভ্রাতৃশোকে কাতর হইয়া, বাষ্পবিমোচন করিতে লাগিলেন। যে রাজভবন আহ্লাদময় ও উৎসবময় ছিল, তাহা এখন গভীর শোকান্ধকারে আচ্ছন্ন হইল।

সত্যবতী দুঃসহ শোকাবেগের কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া, একদা ভীষ্মকে কহিলেন, বৎস! জলপিণ্ডদানে তোমার পিতৃদেবের তৃপ্তিসাধন করে, এখন এমন ব্যক্তি তোমাব্যতীত আর নাই। বধূদিগের সন্তানসম্ভাবনা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের পুত্র কি কন্যা হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। এখন তোমার রাজপদগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তুমি ধর্ম্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ, বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী ও রাজনীতিতে কুশল হইয়াছ। তোমার যেরূপ বলবতী ধর্ম্মনিষ্ঠা, সেইরূপ কুলাচারে অভিজ্ঞতা ও দুষ্কর কার্য্যসাধনে মহীয়সী সহিষ্ণুতা আছে। আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এখন বিবাহ করিয়া রাজ্যে

অভিষিক্ত হও। সত্যবতীর কথা শুনিয়া, ভীষ্ম বিনীত-ভাবে উত্তর করিলেন, মাতঃ! আমি রাজদণ্ডধারণ ও স্ত্রীগ্রহণ বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিতেছেন, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিজ্ঞাপালন করিতেছি; পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলে আপনার অনুমতি লইয়া, চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি, চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্বযুদ্ধে নিহত হইলে অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচিত্রবীর্য্যকেই রাজপদ দিয়াছি, স্বয়ং রাজদণ্ডধারণ করি নাই; বিচিত্রবীর্য্য যৌবন দশায় উপনীত হইলে বারাণসীতে যাইয়া, রাজগণকে পরাভূত করিয়া, কাশীরাজের তিন কন্যাকে লইয়া আসিয়াছি, এবং প্রথমা কন্যাকে তাঁহার প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিতে আদেশপ্রদান করিয়া, অপর দুই কন্যার সহিত বিচিত্র-বীর্য্যের বিবাহ দিয়াছি; স্বয়ং স্ত্রীগ্রহণে উন্মুখ হই নাই। এখন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিলে, আমি ইহলোকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও লোকান্তরে নিরয়গামী হইব। আমি বিলাসী বা ভোগাভিলাষী নহি। অকিঞ্চিৎকর বিষয়ভোগের জন্য ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া জীবিত থাকিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। পিতার পরিতোষার্থে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করাতে আমি লোকসমাজে দেবব্রতের পরিবর্ত্তে ভীষ্মনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছি। এখন প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হইলে, আমার

সেই নামে কলঙ্কস্পর্শ হইবে, সেই দৃঢ়তার অবমাননা ঘটিবে, সেই পিতৃভক্তি অধর্ম্ম ও অপযশের পরিচয়স্থল হইয়া উঠিবে। মাতঃ! বলিব কি, আমি ত্রৈলোক্যের আধিপত্যপরিত্যাগ করিতে পারি, ইন্দ্রত্বপরিত্যাগ করিতে পারি, ইহা অপেক্ষাও যদি কিছু অভীষ্ট বিষয় থাকে, তাহারও পরিত্যাগে প্রস্তুত হইতে পারি, কিন্তু কখনও সত্যপরিত্যাগ করিতে পারিব না। যদি ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মচ্যুত হয়েন, দেবরাজ যদি পরাক্রমভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, তপন যদি তাপদানে বিরত থাকেন, চন্দ্রমা যদি স্নিগ্ধতা-প্রকাশে বিমুখ হয়েন, তাহা হইলেও, ভীষ্ম কখনও প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইবে না।

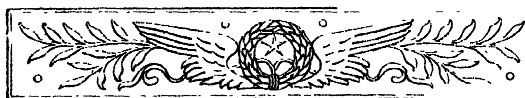
ভীষ্মের সত্যপালনে এইরূপ দৃঢ়তা, ভোগসুখে এইরূপ বীতস্পৃহতা ও রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্যে এইরূপ পরার্থপরতা দেখিয়া, সত্যবতী প্রীতিস্নিগ্ধনয়নে ও স্নেহমধুর-বচনে কহিলেন, বৎস! তোমার কথা শুনিলে শরীর শীতল হয়; হৃদয় ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হয়; ইন্দ্রিয়সমূহ পবিত্রতার সংযোগে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দরসে পরিষিক্ত হয়; অন্তঃকরণ বিষয়বাসনা ও স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া, ভোগাভিলাষশূন্য ও পরার্থপর হয়। পিতৃভক্তিতে ও প্রতিজ্ঞাপালনে, তুমি অমর লোকেরও বরণীয়। আমি তোমার প্রকৃতি জানি, সত্যপালনে

তোমার যে, অবিচলিত দৃঢ়তা আছে, তাহা আমার অবিদিত নাই। আমি রাজসিংহাসন শূন্য দেখিয়া, এবং প্রাণাধিক বিচিত্রবীর্য্যের বিয়োগে একান্ত অধীর ও পূর্ব্বাপর বিবেচনাশূন্য হইয়াই, তোমায় উক্তরূপ অনুরোধ করিয়াছি। চিত্রাঙ্গদের অভাবে আমি এতদিন বিচিত্রবীর্য্যের মুখ দেখিয়াই, আশ্বস্ত ছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, বিচিত্রবীর্য্য দীর্ঘকাল প্রজাপালনপূর্ব্বক উপযুক্ত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। আমি পুত্র ও পৌত্র রাখিয়া, দেহত্যাগ করিব। কিন্তু বিধাতা এ অভাগিনীর অদৃষ্টে সে সুখ লিখেন নাই। আমি দুঃসহ পতিবিয়োগদুঃখ সহিয়াছি, এখন পুত্রশোকও অনায়াসে সহিতেছি। আমার হৃদয় নিঃসন্দেহ পাষাণে নির্ম্মিত হইয়াছে। হায়! এখন কি করিয়া জীবনধারণ করিব, কি করিয়া বধূদিগের বৈধব্যযন্ত্রণা দেখিব, কি করিয়া শূন্য রাজভবনে পতিবিয়োগবিধুরা, ব্রহ্মচর্য্যবেশধারিণী বধূদিগকে লইয়া থাকিব। ইহা অপেক্ষা মৃত্যু আমার পক্ষে সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর ছিল। আমি এখন কেবল দুর্ব্বহ দুঃখভারের বহন জন্যই, জীবনধারণ করিতেছি। আমার হৃদয় কি কঠিন! দুঃখের এরূপ নিপীড়নে, শোকের এরূপ নিষ্পেষণেও, ইহা বিদীর্ণ হইতেছে না! এই বলিয়া, সত্যবতী পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম, সত্যবতীর কাতরতাদর্শনে কহিলেন, মাতঃ! সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, উৎপত্তি হইলেই বিনাশ হয়, সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটে। বিধিনির্ব্বন্ধের খণ্ডন কিছুতেই হয় না। অপ্রতিবিধেয় বিষয়ে কাতর হওয়া উচিত নহে। আমিওত আপনার পুত্র। এই পুত্র আপনার সেবার নিমিত্ত, প্রস্তুত রহিয়াছে। এই আজ্ঞাবহ সেবক বর্ত্তমান থাকিতে কোনও বিষয়ে আপনার কোনরূপ অসুবিধা ঘটিবে না। এখন এই পুত্রের মুখ দেখিয়া, মন স্থির করুন। রাজসিংহাসন আপাততঃ শূন্য থাকিলেও, আমার পরাক্রমে, কেহ ঐ সিংহাসনের অবমাননা করিতে সাহসী হইবে না, এবং রাজ্য আপাততঃ অরাজক হইলেও, আমার বাহুবলে ও মন্ত্রণাকৌশলে, উহা কোনও রূপে উচ্ছৃঙ্খল বা উপদ্রবগ্রস্ত হইয়া উঠিবে না। আমাদের জগদ্‌বিশ্রুত বংশের বিলোপাশঙ্কা এখনও আমার মনে উদিত হয় নাই। যাঁহারা আর্ত্তের পরিরক্ষণে সতত উদ্যত রহিয়াছেন, ধরিত্রীর পালনে নিয়ত শ্রমশীলতার একশেষ দেখাইতেছেন, এবং নিরন্তর নিখিল পৃথ্বী-মণ্ডলের উৎপাতদমন ও শান্তিসম্পাদন করিতেছেন, বিধাতার বিশ্বপালনী শক্তি সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে সর্ব্ব-ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবে। বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীযুগলের

যখন সন্তানসম্ভাবনা হইয়াছে, তখন আপনি স্থিরচিত্তে সুসময়ের প্রতীক্ষায় থাকুন, এবং মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, যেন বধূদিগের বংশানুরূপপুত্র-লাভ হয়। ভীষ্ম এইরূপ প্রবোধবাক্যে সত্যবতীর শোকশান্তি করিয়া, বিচিত্রবীর্য্যের গর্ভবতী পত্নীদিগের সন্তানপ্রসবের প্রতীক্ষায় রহিলেন।





তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীদ্বয়ের এক একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। ভীষ্ম যথাবিধানে কুমারযুগলের জাত-কর্ম্মাদিসম্পাদন করিয়া, অম্বিকার পুত্রের নাম ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার পুত্রের নাম পাণ্ডু রাখিলেন। দৈববশতঃ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইলেন। যাহা হউক, ভীষ্ম পুত্র-নির্ব্বিশেষে কুমারযুগলের পালন করিতে লাগিলেন। তিনি বিচিত্রবীর্য্যের প্রতি যেরূপ স্নেহপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, এখন তৎপুত্রদ্বয়ের প্রতিও সেইরূপ স্নেহপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইলেও, ভীষ্ম তাঁহাকে রাজকুলোচিত শিক্ষা দিতে ক্রটি করিলেন না। কুমারেরা যথাসময়ে উপনীত হইয়া, ভীষ্মের নিয়োজিত শিক্ষকের সন্নিধানে বেদাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বেদশাস্ত্রে পারদর্শী হইলে, তাঁহারা অস্ত্রাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষ্মের তত্ত্বাবধানে তাঁহাদের অস্ত্রশিক্ষাতেও

কোন ত্রুটি হইল না। তাঁহারা অল্প সময়ের মধ্যেই ধনুর্ব্বেদ, গদাযুদ্ধপ্রণালী, অসিচর্ম্মপ্রয়োগপ্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতালাভ করিলেন। কুমারযুগলের মধ্যে পাণ্ডু অদ্বিতীয় ধানুষ্ক এবং ধৃতরাষ্ট্র অসাধারণ বাহুবলশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন।

কুমারেরা এইরূপে নানাবিষয়ে পারদর্শিতালাভ করিলে ভীষ্ম অপরিসীম সন্তোষলাভ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র যদিও দর্শনশক্তিরহিত ছিলেন, তথাপি পাণ্ডুর নিমিত্ত কুরুরাজ্য দীর্ঘকাল অরাজক অবস্থায় রহিল না, এবং হস্তিনার সিংহাসনও দীর্ঘকাল শূন্য থাকিল না। ভীষ্ম সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুকেই রাজ্যশাসনের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে করিলেন। সত্যবতী ও তদীয় বধূদ্বয়ও পাণ্ডুর যোগ্যতা দেখিয়া, প্রফুল্লভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এখন রাজ্যমধ্যে আবার আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল। পুরবাসিগণ আবার উৎসবে মত্ত হইল। হস্তিনাপুরী আবার যেন অভিনব উৎসাহ ও অভিনব শক্তিতে সজীব হইয়া উঠিল।

মহামতি ভীষ্ম একদা পাণ্ডুকে আপনার নিকটে আনাইয়া কহিলেন, বৎস! বিধাতার নির্ব্বন্ধক্রমে তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জন্মান্ধ হইয়াছেন। এজন্য, অস্মৎকুলে তুমি রাজসিংহাসনের অধিকারী হইতেছ।

অধুনা তোমাকে কুরুরাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে হইবে। সর্ব্বান্তঃকরণে প্রজাপালন করা অস্মৎকুলের পবিত্র ধর্ম্ম। আপনার ন্যায়পরতা ও বিবেকশক্তি দ্বারা রাজ্যস্থিত সমস্ত লোকের সুখবর্দ্ধন হইবে, রাজা এই জন্যই রাজদণ্ডধারণ করিয়া থাকেন। প্রজালোককে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও নিপীড়িত করিয়া, ভোগাভিলাষ পূর্ণ করা, রাজার উচিত নহে। ইহাতে রাজকীয় শক্তির অবমাননা হয়। ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি হইলেই, রাজা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়েন না, অবিচলিত ন্যায়পরতা, দীর্ঘস্থায়িনী অবদানপরম্পরা ও মহীয়সী কীর্ত্তির দ্বারাই তিনি শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সর্ব্বক্ষণেই তাঁহার আত্ম-সংযম ও প্রশান্তভাব থাকা উচিত। তিনি যেমন স্বীয় বাহুবলে দেশান্তরে আধিপত্যস্থাপন ও শত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবেন, সেইরূপ স্বীয় উদারতাগুণে প্রজালোকের চরিত্রসংশোধন ও সুখ-সংবর্দ্ধনে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবেন। প্রজারঞ্জনই তাঁহার রাজপদগ্রহণের উদ্দেশ্য। তিনি প্রজারঞ্জনে ব্যাপৃত থাকিবেন, প্রজারঞ্জনজন্য আত্মসুখেও উপেক্ষা দেখাইবেন, প্রজারঞ্জনেই পরমপ্রীতিলাভ করি-বেন। প্রকৃতিবর্গকে সুখে ও শান্তিতে রাখিবার নিমিত্তই বিধাতা তাঁহাকে তাদৃশ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতিবর্গের সুখবর্দ্ধনে যে পরিমাণে কষ্টস্বীকার করিবেন, সেই পরিমাণেই রাজসিংহাসনের যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন। তুমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সুনিয়মে রাজ্যশাসন করিবে, আত্মসুখের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া প্রজালোকের সুখবর্দ্ধনে সচেষ্ট থাকিবে। উৎসাহ, অধ্যবসায় ও ধীশক্তিতে তোমার সকল কার্য্যই যেন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। তুমি প্রকৃতিবর্গের হিতসাধন জন্য, করগ্রহণ ও লোকস্থিতির জন্য দণ্ডবিধান করিবে। শরণাগত দুর্ব্বলের প্রতি কখনও বলপ্রকাশ করিবে না। ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মানুসারে, সমরে পরাক্রমপ্রকাশ করিবে। অরাতিনিপাতে আত্মবলের বিকাশ হইলেও, তোমার মনে যেন আত্মশ্লাঘার উদয় না হয়। তুমি অনর্থকর রিপুবর্গকে আত্মবশে রাখিয়া, বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইবে। তোমার রাজ্যে যেন নারীজাতির সম্মান, বৃদ্ধ ও গুরুজনের আদর এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মর্য্যাদালাভ হয়। তুমি অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন হইলেও ক্ষমাপ্রদর্শনে বিমুখ হইবে না। দুর্দ্দান্ত অশ্ব যেমন রশ্মির আকর্ষণেও সংযত না হইয়া, অপথে ধাবমান হয়, তোমার শাসনাধীন জনগণ যেন সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, বিধিবহির্ভূত পথ অবলম্বন না করে। দেবতাদিগের প্রতি অচলা ভক্তি ও তত্ত্বদর্শী

ঋষিদিগের প্রতি অটল বিশ্বাস মানুষকে সর্ব্বদা মঙ্গলের পথে লইয়া যায়। তুমি দেবভক্তিতে পরিপূর্ণ ও ঋষিদিগের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ থাকিবে। ভীষ্ম পাণ্ডুকে এইরূপ উপদেশ দিয়া, তাঁহার অভিষেকের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, শুভক্ষণে তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ এবং পৌরগণ ও জানপদবর্গের সমক্ষে, পাণ্ডুর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল। পাণ্ডু রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভীষ্মের উপদেশানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে হস্তিনাপুরী শ্রীসম্পন্ন হইল; জনপদ সকল ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; প্রকৃতিবর্গ সৌরাজ্যসুখে তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিল। ভীষ্ম রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি দেখিয়া, সন্তোষলাভ করিলেন। তিনি যে উদ্দেশ্যে পাণ্ডুকে বিবিধ শাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, যে উদ্দেশ্যে তাঁহাকে রাজধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশে সিদ্ধ হইল দেখিয়া, প্রীতিলাভ করিলেন।

একদা ভীষ্ম বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! পাণ্ডু এখন যথানিয়মে রাজ্যশাসন করিতেছেন। তাঁহার প্রভাবে জনপদসমূহ সুরক্ষিত হইয়াছে। ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় রাজকুল অপেক্ষা আমাদের কুল, ধনে, মানে ও প্রতিপত্তিতে শ্রেষ্ঠ। যাহাতে কুলানুরূপ

কামিনীদিগের সহিত ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বিবাহ হয়, তাহার উপায়বিধান করা আমাদের সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য। শুনিয়াছি, গান্ধাররাজের একটি সুন্দরী কন্যা ও মদ্রেশ্বরের একটি রূপবতী ভগিনী আছে। কুমারীযুগল আমাদের বংশের অনুরূপ। আমি সেই কুমারীদ্বয়ের সহিত ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পরিণয়সম্বন্ধ স্থির করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। এ বিষয়ে তোমার অভিপ্রায় কি, বল। দাসীপুত্র হইলেও বিদুর নিরতিশয় ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। উদারতাসুলভ প্রশান্তভাবে ও অসামান্য ধর্ম্মানুরাগে তিনি সকলের বরণীয় হইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনপূর্ব্বক তদীয় উপদেশ গ্রহণ করিত। ভীষ্ম বা পাণ্ডু, দাসীতনয় বলিয়া বিদুরের প্রতি কখনও অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিতেন না। তাঁহারা বিদুরের বুদ্ধিকৌশল, নীতিজ্ঞান ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া পুলকিত হইতেন, এবং বিদুরকে বিশ্বস্ত আত্মীয়, হিতৈষী মন্ত্রী ও প্রীতিভাজন পরিজন ভাবিয়া তৎসহবাসে সুখানুভব করিতেন। ধর্ম্মানুরক্ত দাসীতনয়, পবিত্র কুরু-কুলে এইরূপ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন; কুরুবংশীয় রাজন্য-গণ দাসীতনয়ের প্রতি এইরূপ প্রীতিপ্রকাশ করিতেন।

বিদুর ভীষ্মের কথা শুনিয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, আর্য্য! আপনার আদেশ আমাদের শিরো-

ধার্য্য। আপনি মাতার ন্যায় আমাদের পালন করিয়াছেন, পিতার ন্যায় আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, গুরুর ন্যায় আমাদিগকে সদুপদেশদান ও সৎপথপ্রদর্শন করিতেছেন। আপনার নিমিত্ত কুরুকুলের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আপনি বিষয়ভোগে বীতস্পৃহ হইয়াও. বংশের গৌরব-রক্ষার্থে বৈষয়িক কার্য্যে নিবিষ্ট রহিয়াছেন, দারপরিগ্রহে বিমুখ হইয়াও, ভ্রাতার বিবাহে যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছেন, রাজদণ্ডপরিত্যাগ করিয়াও, রাজ্যের মঙ্গল-সাধনার্থ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে নানা উপদেশ দিয়া, রাজ্যাভিষিক্ত করিতেছেন। আপনাকে আর কি বলিব, আপনার বিবেচনায়, যাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া স্থির হয়, তাহাই করুন। ধীরপ্রকৃতি বিদুর এই বলিয়া নিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর, ভীষ্ম সত্যবতীর অনুমতি লইয়া, গান্ধার-রাজের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। গান্ধাররাজ সুবল ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া, প্রথমে কন্যাদানে দোলায়মানচিত্ত হইলেন। পরে কৌরবদিগের কুল, খ্যাতি ও সদাচারের পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক কন্যারত্নসমর্পণে সম্মতিপ্রকাশ করিলেন। তিনি দূতকে যথোচিত সম্মানের সহিত বিদায় দিয়া, দুহিতার বিবাহের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সমস্ত আয়োজন

হইল। গান্ধাররাজকুমার শকুনি পিতার আদেশে ভগিনীকে লইয়া হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইলেন, ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সুবলনন্দিনী গান্ধারীর পরিণয় সম্পন্ন হইল। গান্ধাররাজকুমার, যথাবিধানে ভগিনীসম্প্রদান পূর্ব্বক ভীষ্মকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া, স্বরাজ্যে গমন করিলেন। গান্ধারী যেরূপ রূপলাবণ্যবতী, সেইরূপ পতিপ্রাণা ছিলেন। বাগ্‌দত্তা হইবার পর, যখন তিনি ভাবী স্বামীকে অন্ধ বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখনই প্রতিজ্ঞা করিলেন, স্বামী অন্ধ হইলেও, কখনও তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ করিবেন না। গান্ধারী এখন প্রতিজ্ঞাপালনে যত্নবতী হইলেন। তিনি প্রগাঢ় ভক্তিযোগসহকারে অন্ধ স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, সদাচারে গুরুজনের পরিতোষ জন্মাইতে লাগিলেন, বিনয় ও সুশীলতায় সকলের প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই কুরুকুলে পতিপ্রাণা গান্ধারীর প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হইল।

ভীষ্মের এক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। সত্যবতী গুণবতী বধূ পাইয়া প্রীতিলাভ করিলেন, ধৃতরাষ্ট্র পতিপ্রাণা পত্নীলাভে সন্তুষ্ট হইলেন, কৌরবগণ কুলানুরূপা কামিনী দেখিয়া, ভীষ্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম এইরূপে এক বিষয়ে পূর্ণমনোরথ হইয়া বিষয়ান্তরে

মনোনিবেশ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের পর, তিনি পাণ্ডুর পরিণয়কার্য্যসম্পাদনে যত্নবান্ হইলেন। এই সময়ে রাজা কুন্তিভোজের কন্যা কুন্তীর স্বয়ংবরের উদ্‌যোগ হইতেছিল। যদুবংশীয় শূরনামক নরপতির পৃথানামে একটি কন্যা ছিল। মহামতি শূর পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে, পরম মিত্র কুন্তিভোজের হস্তে স্বীয় কন্যারত্ন সমর্পণ করেন। কুন্তিভোজের পালিতা পৃথা অতঃপর কুন্তী নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধিসহকারে কুন্তীর রূপলাবণ্যের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কুন্তিভোজ কিছুদিন পরে কন্যার স্বয়ংবরের আয়োজন করিলেন। কুন্তিভোজের সাদর আহ্বানে বিভিন্ন জনপদের ভূপতিগণ স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এদিকে ভীষ্ম পাণ্ডুকে অনুচরগণের সহিত কুন্তিভোজের রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। পাণ্ডু স্বয়ংবরোচিত বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া, সেই সুন্দর সভামণ্ডপে সুসজ্জিত ভূপতিসমূহের মধ্যে আসনপরিগ্রহ করিলেন। সভাস্থিত ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রফুল্লশতদলসদৃশ যৌবনকান্তিতে মোহিত হইয়া, চিত্রার্পিতের ন্যায় তৎপ্রতি দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিল। সমাগত রাজগণ পাণ্ডুর সেই চিত্তবিমোহিনী আকৃতিদর্শনে রূপলাবণ্যনিধানকামিনীরত্নলাভের আশায় বিসর্জ্জন দিলেন।

নিমন্ত্রিতবর্গ একে একে যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলে কুন্তী সময়োচিতবেশপরিগ্রহ পূর্ব্বক হস্তে বরমাল্য লইয়া, প্রতিহারীসমভিব্যাহারে সভাগৃহে সমাগতা হইলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে সহসা সেই লোকারণ্যময়ী সভা নিস্তব্ধ হইল; সহসা ভূপতিবৃন্দের নয়ন বিস্ফারিত এবং মুখমণ্ডল গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বন্দিগণ একে একে উপস্থিত নৃপতিগণের বংশপরিচয় দিল। অনন্তর কুন্তী সেই নৃপতিমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ক্রমে পাণ্ডুর সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। নবযৌবনসম্পন্ন কুরুরাজের প্রফুল্ল মুখকমল, বিশাল বক্ষঃস্থল, আকর্ণবিস্তৃত লোচনযুগল ও লোকাতিশায়িনী মাধুরীদর্শনে, তাঁহার হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হইল। তিনি মহারাজ পাণ্ডুকেই বরমাল্য দিতে ইচ্ছা করিলেন। কুন্তী আর কোন নরপতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, ক্রমে কুরুরাজের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং লজ্জানম্রমুখে তাঁহার গলদেশে স্বীয় কমনীয় করপল্লবস্থিত মাল্যসমর্পণ করিলেন। সেই মঙ্গলপুষ্পময়ী মালা কুরুরাজের বিশাল বক্ষোদেশে বিলম্বিত হইয়া, তাঁহার দেহের অপূর্ব্ব শোভাসম্পাদন করিল। এদিকে পাণ্ডুর সহচরেরা আহ্লাদপ্রকাশ করিতে লাগিল। বাদ্যকরেরা উৎসাহসহকারে বাদ্য-

ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজা কুন্তিভোজও উপযুক্ত জামাতা পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। সভাস্থিত নৃপতিবর্গ রূপনিধান কামিনীরত্নলাভে হতাশ হইয়া, বিষণ্ণহৃদয়ে স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন।

কুরুরাজ পাণ্ডুর গলে বরমাল্য সমর্পিত হইয়াছে দেখিয়া, পুরবাসিগণ আহ্লাদপ্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা কুন্তিভোজ প্রফুল্লহৃদয়ে বরকন্যা লইয়া, সভামণ্ডপ হইতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় বেদবিধানানুসারে উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। অতঃপর কুন্তিভোজ বহুমূল্য যৌতুক দিয়া, জামাতাকে কন্যার সহিত হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

পাণ্ডু স্বয়ংবরসভায় সমাগত নরপতিগণের মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন, এবং সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অধিকারী হইয়া, লক্ষ্মীস্বরূপা পত্নীর সহিত রাজধানীতে আসিতেছেন শুনিয়া, ভীষ্ম যার পর নাই সন্তোষলাভ করিলেন। তিনি নবদম্পতিকে যথোচিত আদরসহকারে গৃহে লইয়া গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় পাণ্ডুও মনোমত স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়াছেন দেখিয়া, সত্যবতী ও অম্বিকা পরিতুষ্ট হইলেন। সর্ব্বগুণবতী বধূ পাইয়া, অম্বালিকা আহ্লাদপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। পুরবাসিনীগণ অভিনব বধূর প্রশংসাবাদে তাঁহার

আহ্লাদবৃদ্ধি করিতে লাগিল। রাজভবন উৎসববেশ ধারণ করিল। পুরবাসীরা বিবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। তাহাদের গৃহাবলীর পুরোভাগে আম্রপল্লবসমন্বিত, সলিলপূর্ণ মঙ্গলকলসসমূহ স্থাপিত, সপত্রকদলীবৃক্ষ রোপিত ও মঙ্গলময়ী পতাকাসমূহ বায়ুভরে প্রকম্পিত হইতে লাগিল, যেন হস্তিনাপুরী হর্ষসহকারে স্বীয় রূপগুণবান্ অধিপতির সহিত রূপগুণবতী কামিনীর সম্মিলনের নিদানভূত প্রজাপতির সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। জনপদে জনপদে এইরূপ আমোদের অনুষ্ঠান হইল। পাণ্ডুর বিবাহোৎসবে পুরনিবাসী ও জনপদবাসী সমভাবে পরিতোষলাভ করিল।

কিয়ৎকাল পরে ভীষ্ম পাণ্ডুর আর এক বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলেন। মদ্রাধিপতি শল্যের একটি সুন্দরী ভগিনী ছিল। ভীষ্ম সর্ব্বপ্রথম তাঁহার সহিত পাণ্ডুর বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এখন তিনি সেই সঙ্কল্পসিদ্ধির মানসে মদ্ররাজ্যে যাত্রা করিলেন। কর্ত্তব্য কার্য্যের সাধন জন্য প্রধান অমাত্য, ব্রাহ্মণবর্গ ও মহর্ষিগণ তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন। মদ্ররাজ শল্য ভীষ্মের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ মাত্র সত্বর হইয়া, প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে আদর-

সহকারে গৃহে আনিলেন এবং পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন দিয়া বিনীতভাবে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শল্যকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া, সকলে আসনপরিগ্রহ করিলে, ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! আমি কন্যার্থী হইয়া, এই স্থানে আসিয়াছি। শুনিয়াছি, মাদ্রী-নামে আপনার একটি অনূঢ়া ভগিনী আছেন। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুর সহিত সেই কুমারীর পরিণয় সম্পন্ন হয়, ইহাই প্রার্থনা। বৈবাহিকসম্বন্ধ স্থাপনে আপনি আমাদের যোগ্যপাত্র। আপনার ও আমাদের বংশ দুইই তুল্যরূপ পবিত্র ও গুণাংশে শ্রেষ্ঠ। আপনি পাণ্ডুকে ভগিনী দান করিয়া, আমাদের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিলে, সাতিশয় সুখী হইব। মদ্ররাজ সন্তোষসহকারে এই প্রস্তাবে সম্মতিপ্রকাশপূর্ব্বক ভীষ্মের হস্তে ভগিনী-সমর্পণ করিলেন। ভীষ্মও শল্যকে উপহার-স্বরূপ মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও মণিমুক্তাপ্রবালাদি দিয়া যত্নসহকারে মাদ্রীকে লইয়া হস্তিনাপুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর ভীষ্ম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণবর্গ ও সত্যবতীপ্রভৃতির মতানুসারে শুভদিন স্থির করিয়া, সেই দিনে পাণ্ডুর পরিণয়কার্য্যসম্পাদন করিলেন। পাণ্ডু মাদ্রীর পাণি-গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার বাসের জন্য সুরম্য হর্ম্ম্য নির্দ্দিষ্ট

করিয়া দিলেন। কুন্তিভোজদুহিতার সহিত পাণ্ডুর পরিণয়ে যেরূপ উৎসব হইয়াছিল, এ বিবাহেও সেইরূপ উৎসব হইল। কুন্তী ও মাদ্রী, পরস্পর সপত্নী হইলেও, উভয়ের মধ্যে অল্প সময়েই অকৃত্রিম সৌহৃদ্য জন্মিল। উভয়েই সাপত্ন্যদোষপরিহার পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে স্বামিসেবায় মনোনিবেশ করিলেন। মহারাজ পাণ্ডু পরস্পরপ্রণয়বদ্ধ পত্নীযুগলের শুশ্রূষায় পরিতোষলাভ পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু, একে একে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। সমদর্শী ভীষ্মের জন্য, কাহারও মনে কোনরূপ কষ্টের আবির্ভাব হইল না। ধৃতরাষ্ট্র পতিপ্রাণা পত্নীর শুশ্রূষায় যেরূপ সন্তুষ্ট হইলেন, পাণ্ডুও কুলানুরূপ কুমারীযুগলের সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সেইরূপ প্রীতিলাভ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হইলেও, ভীষ্মের নিকটে চক্ষুষ্মান্ ও পরম রূপবান্ বলিয়াই পরিগণিত ছিলেন। ভীষ্ম উভয় ভ্রাতাকেই সমভাবে থাকিতেন, উভয়ের প্রতিই সমভাবে প্রীতিপ্রকাশ করিতেন, এবং উভয়েরই পরিতোষসাধনে সমভাবে যত্নশীল হইতেন। আচারে, সৌন্দর্য্যে ও কুলগৌরবে, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পত্নীদিগের মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য ছিল না। ভীষ্মের সদ্‌ব্যবহারে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু, উভয়েই অপরিসীম সন্তো-

ষের অধিকারী হইলেন, এবং উভয়েই সৌভ্রাত্রসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বিবাহোৎসবের অবসানে, ভীষ্ম বিদুরের পরিণয়সম্পাদানে উদ্যত হইলেন। একার্য্যেও ভীষ্মের স্নেহ ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া গেল। দাসীতনয় হইলেও বিদুর দাসের ন্যায় অবজ্ঞেয় ছিলেন না। ভীষ্ম বিদুরকে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর মতই দেখিতেন। ধর্ম্মানুগত প্রশান্তভাবে, বিদুর যেমন সৌম্যদর্শন ও সর্ব্বজনের আদরণীয় ছিলেন, ভীষ্মও সেইরূপ ধর্ম্মানুরাগিণী, সুলক্ষণবতী ও সৌন্দর্য্যশালিনী কুমারী আনিয়া, বিদুরের বিবাহ দিলেন।

ঋতুপর্য্যায়ক্রমে শরৎকাল সমাগত হইল। জলদমণ্ডল তিরোহিত হওয়াতে, তপনের রশ্মি প্রখর ও চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণজাল উজ্জ্বল হইতে লাগিল। প্রফুল্ল কমলদলে সরোবরের অনির্ব্বচনীয় শোভা হইল। মরালকুল, সেই সরসীসলিলে সুমন্দসমীরসঞ্চালিত তরঙ্গাবলীর সহিত উৎফুল্লভাবে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। চারি দিকে কাশকুসুম বিকশিত হইল, যেন ধরিত্রী আপনাকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত বক্ষঃস্থলে মহামতি ভীষ্মের অবদাত যশোরাশি গুচ্ছে গুচ্ছে সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। নভোমণ্ডল জলদজালবিমুক্ত, পথসকল

কর্দ্দমবিমুক্ত ও নদী সকল প্রখরস্রোতোবেগবিমুক্ত হওয়াতে সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধা হইল। ক্ষেত্রসমূহ শস্যসম্পত্তিতে শোভিত হইয়া, কৃষীবলদিগের হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিতে লাগিল। দিক্‌সমূহ প্রসন্ন, মারুতহিল্লোল সুখস্পর্শ, পৃথ্বীতল বারিসম্পাতশূন্য ও সুনীল গগনতলে জ্যোতিষ্কমণ্ডল পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতর হইল।

শরৎসমাগমে পাণ্ডু দিগ্বিজয়যাত্রায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ভীষ্মের নিকটে আপনার অভিপ্রায় জানাইলে ভীষ্ম প্রশস্তহৃদয়ে অনুমোদন করিলেন। অবিলম্বে নানাস্থান হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। সামন্তবর্গ স্ব স্ব সৈনিকদলসহ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি বিচিত্রবেশে সজ্জিত হইল। পাণ্ডু স্বাধিকার সুরক্ষিত ও সৈনিক পুরুষদিগকে অগ্রিম বেতন দিয়া বশীভূত করিলেন, অনন্তর ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের এবং সত্যবতীপ্রভৃতি মাতৃদেবীদিগের চরণবন্দনা করিয়া, শুভক্ষণে চতুরঙ্গ সৈন্যসমভিব্যাহারে নগর হইতে বহির্গত হইলেন।

পাণ্ডু প্রথমতঃ দশার্ণজনপদে উপনীত হইলেন। দশার্ণরাজ পাণ্ডুর পরাক্রমে পরাজিত হইলেন, এবং বিবিধ বহুমূল্য উপায়ন দিয়া, বিজেতার পরিতোষসাধন করিলেন। পাণ্ডু বিজয়শ্রীর অধিকারী হইয়া দশার্ণ হইতে মগধ

রাজ্যে যাত্রা করিলেন। মগধরাজ সাতিশয় বলগর্ব্বিত ছিলেন। তিনি পাণ্ডুর নিকটে অবনতমস্তক হইলেন না। তাঁহার বলদর্প পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর হইল, আত্মপ্রাধান্য-স্থাপন ও আত্মগৌরবরক্ষার বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি পাণ্ডুর সেই বিজয়িনী শক্তি, সেই বলশালিনী বাহিনীর প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভ হইল না। পাণ্ডুর পরাক্রমে তদীয় পতনকাল আসন্ন হইল। মগধেশ্বর সমরে নিহত হইলেন। পাণ্ডু তাঁহার ধনরত্নগ্রহণপূর্ব্বক মিথিলায় গমন করিলেন। বিদেহবাসীরা পাণ্ডুর পরাক্রমে পরাভূত হইয়া, অধীনতাস্বীকার করিল। পাণ্ডু যেরূপ উদ্ধত লোকের শাসনকর্ত্তা, সেইরূপ শরণাগতবৎসল ছিলেন। তিনি বশংবদ বিদেহবাসীদিগকে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বারাণসীতে গমন করিলেন। এস্থানেও তাঁহার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিল। অনন্তর তিনি সুহ্মপ্রভৃতি জনপদে যাইয়া, আত্মপ্রাধান্যস্থাপন করিলেন।

অমিতবিক্রম পাণ্ডু এইরূপে যে যে জনপদে উপনীত হইতে লাগিলেন, সেই সেই জনপদেই, তাঁহার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ও আধিপত্য অব্যাহত হইতে লাগিল। যে স্থলে দুস্তর তরঙ্গিণী তরঙ্গবিস্তার করিয়া, তাঁহার গমনে বাধা জন্মাইল, তিনি সেই স্থলে সুদৃঢ় সেতুনির্ম্মাণ করাইলেন;

যে স্থলে পানীয় দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল তাঁহার আদেশে খনকেরা সেই স্থলে সরোবরখনন করিল; যে স্থলে অন্ধকারময় নিবিড় অরণ্য তাঁহার গমনপথ নিরুদ্ধ করিল, তিনি সেই স্থলে জঙ্গল পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত পথ নির্ম্মিত করাইলেন। সর্ব্বত্র তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার চিহ্নসকল পরিব্যক্ত হইতে লাগিল। বিভিন্ন রাজ্যের অধিপতিগণ তাঁহার অধীনতাস্বীকারপূর্ব্বক মূল্যবান্ উপায়নরাশি-সমর্পণ করিলেন। এইরূপে কুরুরাজ পাণ্ডু স্বীয় অসাধারণ বীরত্বে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা করতলগত করিয়া, সেই বহুমূল্য দ্রব্যজাত লইয়া, হৃষ্টচিত্তে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডু হস্তিনানগরীর সমীপবর্ত্তী হইলে ভীষ্ম তদীয় আগমনবার্ত্তা পাইয়া আহ্লাদসহকারে অমাত্যগণ সমাভব্যাহারে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, পাণ্ডু ভূপালদিগের অধীনতাস্বীকারের চিহ্ন স্বরূপ বহুমূল্য সম্পত্তি লইয়া আসিতেছেন. চতুরঙ্গ কৌরবসৈন্য, বিজয়শ্রীতে গৌরবান্বিত হইয়া, তাঁহার অনুগমন করিতেছে, তখন তাঁহার আহ্লাদের অবধি রহিল না। তিনি অগ্রসর হইয়া, ভুবনবিজয়ী পাণ্ডুর কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। পাণ্ডু বিজয়গৌরবে উন্নত হইলেও

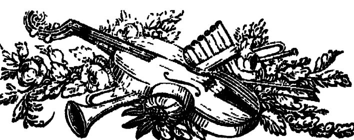
বিনম্রভাবে ভীষ্মের চরণবন্দনা ও তৎসমভিব্যাহারী অমাত্যপ্রভৃতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মানপ্রদর্শন করিলেন। চারি দিকে তূর্য্য, শঙ্খ, দুন্দুভিপ্রভৃতির মঙ্গলবাদ্য হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পুরাঙ্গনারা নানাবিধ মঙ্গলাচরণ করিয়া, দিগ্‌বিজয়ী পাণ্ডুর প্রতি প্রীতিপ্রকাশ করিতে লাগিল। পৌরবর্গ ও জানপদগণ সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল, যে সকল ভূপতি পূর্ব্বে কুরুকুলের সম্পত্তিহরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই মহারাজ পাণ্ডুর করপ্রদ হইলেন। মহাত্মা ভীষ্মের যত্নে পাণ্ডু যদি ধনুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত ও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত না হইতেন, তাহা হইলে অদ্যকার এই আনন্দোৎসব আমাদের নেত্রপথবর্ত্তী হইত না। ভীষ্ম পবিত্র কুরুকুলে, মঙ্গলবিধাত্রী এর নাম ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। ইঁহার অনন্যসাএবং মাদ্রীর পরম্পরায় অনুক্ষণ ভরতবংশের মঙ্গল সাধি ও কনিষ্ঠের এই পরার্থপর ও বিষয়বাসনাশূন্য মহাপুরু ক্রমানুসারে অদ্য দিগ্‌বিজয়ী পাণ্ডুর বিজয়িনী কীর্ত্তি প্রসিদ্ধিলাভ হইল। এইরূপ আমোদ ও আহ্লাদে

পাণ্ডুকে লইয়া, নগরে প্রবেশ করিলেন। য় উপনীত না

আনন্দকোলাহলময় রাজভবনে প্রবেশ পাণ্ডুর দেহা-

যথাক্রমে সত্যবতী, অম্বিকা, অম্বালিকা। সত্যবতী-

চরণে প্রণাম করিলেন। সত্যবতী প্রিয়তম পৌত্রের জয়লাভে আহ্লাদসাগরে নিমগ্না হইলেন। অম্বিকা হৃষ্টচিত্তে দেবতাদিগের নিকটে পুত্রের কুশল-প্রার্থনা করিলেন। অবিরত আনন্দাশ্রুপাতে অম্বালিকার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। অম্বালিকা আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে ও প্রগাঢ়স্নেহসহকারে, আলিঙ্গনপূর্ব্বক তনয়ের কুশল-জিজ্ঞাসা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অনুজের অসাধারণ কার্য্যের বিবরণ শুনিয়া, যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন। কুন্তী ও মাদ্রীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাঁহারা পতির বীরত্বগৌরবে আপনাদিগকে ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। বিজয়ী পাণ্ডুর প্রত্যা-বর্ত্তনে সকলের হৃদয়ই এইরূপ প্রফুল্ল হইল। সকলেই আগমনজর বীরত্বকীর্ত্তির উদ্ঘোষণে ও পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের ব্যাহারে তঁ চরিতের গুণোৎকীর্ত্তনে কিয়দ্দিনযাপন দেখিলেন, প।
স্বরূপ বহুমূল
কৌরবসৈন্য,
অনুগমন করি
রহিল না।
কুশলজিজ্ঞাস
ন্দাশ্রু প্রবা





চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কালক্রমে কুরুবংশ বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া উঠিল। পাণ্ডুমহিষী কুন্তী যথাক্রমে তিনটি পুত্র ও মাদ্রী যমল কুমারপ্রসব করিলেন। এদিকে ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারীর শতপুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পাণ্ডু পঞ্চকুমারলাভে সন্তুষ্ট হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রও বহু পুত্র পাইয়া, আহ্লাদ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যথাবিধানে কুমারদিগের জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন হইল। কুন্তীর তনয়ত্রয়ের নাম যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুন, এবং মাদ্রীর কুমারযুগলের মধ্যে, জ্যেষ্ঠের নাম নকুল ও কনিষ্ঠের নাম সহদেব হইল। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ক্রমানুসারে দুর্য্যোধন দুঃশাসনপ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিল।

কুমারেরা সুশিক্ষিত ও যৌবনসীমায় উপনীত না হইতেই, পাণ্ডু কলেবরত্যাগ করিলেন। পাণ্ডুর দেহা-ত্যয়ে সমগ্র কুরুরাজ্য শোকাচ্ছন্ন হইল। সত্যবতী-

ভীষ্মপ্রভৃতির শোকসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। কুন্তী ও মাদ্রী হায়! কি হইল বলিয়া, শিরে করাঘাত করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে চেতনার সঞ্চার হইলে কুন্তী মাদ্রীকে কহিলেন, শুভে! আমি আর্য্যপুত্রের জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী। সুতরাং ধর্ম্মানুসারে সমস্ত কার্য্য অগ্রে আমারই করা কর্ত্তব্য। এখন আর্য্য-পুত্র যে পথে গিয়াছেন, আমিও সেই পথে যাইব। তোমার হস্তে আমার সন্তানগুলির পালনভারসমর্পণ করিলাম। তুমি শোকাবেগের সংবরণ করিয়া, ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর থাকিবে, এবং লোকান্তরে আর্য্য-পুত্রের মঙ্গলকামনায় ধর্ম্মাচরণ করিবে; আমি আর্য্য-পুত্রের সহগমন করিতেছি; তুমি আমায় বাধা দিওনা। শোকাকুলা কুন্তীর কথা শুনিয়া, মাদ্রী কহিলেন, আর্য্যে! আমি সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞা; বয়সের অল্পতায়, আমার বিবেচনাশক্তি পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। সন্তান-পালনরূপ দুঃসাধ্য কার্য্যসম্পাদনে আমার সামর্থ্য নাই। বিশেষতঃ আমি যদি বুদ্ধিদোষে আমার সন্তানের ন্যায় আপনার সন্তানগণের প্রতি স্নেহপ্রকাশ না করি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ নিরয়গামিনী হইব। আমাদের সন্তানগুলি এখনও শৈশবসীমার অতিক্রম করে নাই। আপনি জীবিত না থাকিলে, কে ইহাদের অবলম্বন স্বরূপ

হইবে? কে স্নেহসহকারে ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে? ইহারা কাহার মুখ চাহিয়া থাকিবে! হয় ত ইহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া, আমাকে অধিকতর শোকাকুল করিবে। ইহাদের জীবনরক্ষার নিমিত্ত আপনারই জীবিত থাকা আবশ্যক। ইহারা জীবিত না থাকিলে, উদকদানে কে আর্য্যপুত্রের তৃপ্তিসাধন করিবে? অতএব ইহাদের জীবনরক্ষা ও পরলোকে আর্য্যপুত্রের পরিতৃপ্তিসাধন জন্য, আপনি সহগমন হইতে নিবৃত্তা হউন। আমি আর্য্যপুত্রের সহগমন করিব। আমার পুত্র দুইটি যেন কোন কষ্ট না পায়। আপনি যুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় ইহাদেরও প্রযত্নসহকারে পালন করিবেন। ইহারা যেন কখনও আপনার স্নেহে বঞ্চিত না হয়। এই বলিয়া, পতিপ্রাণা মাদ্রী মৃত পতির সহগমন করিলেন। কুন্তী শিশু সন্তানগুলির জন্য নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে সহগমনে বিরতা থাকিলেন।

পাণ্ডু লোকান্তরিত হইলে ভীষ্ম প্রকৃতিসিদ্ধ উদারতা ও সমদর্শিতার সহিত যুধিষ্ঠিরাদি কুমারগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি যেরূপ স্নেহ সহকারে বিচিত্রবীর্য্যের মঙ্গলসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন, যেরূপ স্নেহের সহিত ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এখন যুধিষ্ঠিরাদির প্রতিও সেইরূপ স্নেহ

দেখাইতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ বিপৎপাতেও তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি তিরোহিত বা বিচারশক্তি ক্ষীণতর হইল না। তিনি গিরিবরের ন্যায় অটলভাবে থাকিয়া, আপনার কর্ত্তব্যপালন করিতে লাগিলেন। চিত্রাঙ্গদের নিধনে তিনি যেরূপ কুরুরাজ্যের মঙ্গলবিধানে যত্নশীল ছিলেন, বিচিত্রবীর্য্যের লোকান্তরগমনে তিনি বংশের গৌরব-রক্ষার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এখন পাণ্ডুর বিয়োগেও তিনি কুরুকুলের প্রতিপত্তিবিস্তারে সেইরূপ যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে লাগি-লেন। তাঁহার যত্নপরতাও শ্রমশীলতা দেখিয়া সকলে অবাক্ ও হতবুদ্ধি হইল। তিনি রাজদণ্ডগ্রহণ ও স্ত্রীপরিগ্রহ না করিয়া, রাজভক্ত প্রজার ন্যায় নিঃস্বার্থ-ভাবে যেরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন, তাহাতে পৌরবর্গ ও জানপদগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ভক্তি-রসার্দ্রহৃদয়ে, তাঁহার অসামান্য চরিতের নিকটে মস্তক অবনত করিতে লাগিল। ভীষ্ম কুমারগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেও কোনও বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিবার ইচ্ছা করিলেন না। রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে নিষ্পন্ন হইতে লাগিল।

পাণ্ডুর বিয়োগে সত্যবতীর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। সত্যবতী সমস্ত কার্য্যে সাতিশয় ঔদাস্য দেখা-

ইতে লাগিলেন। একদা তিনি ভীষ্মকে কহিলেন, বৎস! পাণ্ডুর শোকে আমার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, কিছুই ভাল লাগিতেছে না; রাজভবন শূন্য ও সংসার দাবদগ্ধ অরণ্যের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমি এতদিন পাণ্ডুর মুখ দেখিয়াই, প্রাণাধিক বিচিত্রবীর্য্যের শোক ভুলিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম পাণ্ডুদ্বারা আমাদের পবিত্র কুল উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু এখন আমার সে আশা নির্ম্মূল হইয়াছে। অল্প বয়সেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগের যেরূপ প্রকৃতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমি সাতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়াছি। কুলক্ষয়কর দুর্নিবার ভ্রাতৃবিরোধাশঙ্কা আমার হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। আমি প্রিয়বিয়োগে ও অপ্রিয়সংযোগে একান্ত অভিভূত হইয়াছি। আমার জীবিতপ্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে, পূর্ব্বতন শোক অনুক্ষণ পূর্ব্বাপেক্ষা নবীনতর হইয়া উঠিতেছে, এবং সর্ব্বদাই যেন সর্ব্বসংহারক কালের ভয়ঙ্করী ছায়া প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। সংসারে থাকিতে আমার প্রবৃত্তি নাই; বৈষয়িক কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইতে আমার উৎসাহ নাই; রাজভবনে রাজভোগ্য দ্রব্যজাতের সৌন্দর্য্য দেখিতেও আমার লালসা নাই; আমি বধূদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া বনে প্রবেশ করিব, এবং তথায় অন্তিমে অনন্তপদপ্রাপ্তির নিমিত্ত গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিব।

সত্যবতীর এইরূপ নির্ব্বেদকর বাক্য শুনিয়া, ভীষ্ম কহিলেন, মাতঃ! আপনি উপযুক্ত পথেরই অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ধর্ম্মের অনুশাসন এখন অবজ্ঞাত হইতেছে; পৃথিবীতে পাপপ্রবাহ এখন প্রসারিত হইতেছে; জীবসকল এখন অসঙ্কোচে দুষ্পরিহর কলঙ্ক-পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে। এসময়ে তপোমার্গের আশ্রয়গ্রহণই কর্ত্তব্য। আমি কঠোর প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া, যেরূপ দারপরিগ্রহে বিমুখ রহিয়াছি, সেইরূপ রাজ সিংহাসনও পরিত্যাগ করিয়াছি। এই বিস্তৃত কুরুরাজ্যে এখন আমি এক জন সামান্য প্রজা। রাজ্যের সম্পত্তিতে আমার কোন অধিকার নাই; রাজকীয় আদেশের অন্যথাচরণেও আমার কোন ক্ষমতা নাই। আমি কুরুরাজের অন্নে প্রতিপালিত হইতেছি, সুতরাং সর্ব্বান্তঃকরণে রাজভক্ত প্রজার ধর্ম্মপালন করিব। অন্নদাতা কুরুরাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধনই এখন আমার কর্ত্তব্য হইতেছে। আমি কুরুকুলের হিতকামনায় যুধিষ্ঠিরাদি কুমারগণের পালন করিব। এই নিমিত্ত তপস্যায় মনোনিবেশ না করিলেও, বোধ হয়, আমায় পাপস্পর্শ হইবে না। আমি পিতৃপরিতোষের নিমিত্ত যে সত্যে নিবদ্ধ হইয়াছি, এ পর্য্যন্ত সেই সত্যানুসারেই সমস্ত কার্য্য করিয়া আসিতেছি। কায়মনোবাক্যে সত্য-

পালন করিলেই, আমার পরমধর্ম্মলাভ হইবে। আমি সেই ধর্ম্মবলেই অক্ষয় স্বর্গে যাইয়া, অক্ষয়সিদ্ধিদাতা পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে উপনীত হইতে পারিব।

ভীষ্ম এইরূপ কহিলে, সত্যবতী বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া, বধূযুগলকে আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। অম্বিকা ও অম্বালিকাও উহাতে সম্মতিপ্রকাশ করিলেন। অনন্তর সত্যবতী সকলের নিকটে বিদায় লইয়া, অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত পবিত্রসলিলা ভাগীরথীর তটবর্ত্তী অরণ্যে গমন করিলেন। এখন পর্ণকুটীর তাঁহাদের শয়নগৃহ, কুশাসন তাঁহাদের শয্যা ও অরণ্যজাত ফলমূল তাঁহাদের খাদ্য হইল। তাঁহারা এই সকল পবিত্র পদার্থ দ্বারা হস্তিনার সেই মনোহর প্রাসাদ, সেই সুদৃশ্য দ্রব্যজাত বিস্মৃত হইলেন। অরণ্যচারিণী কুরঙ্গী ও বনান্তবাসিনী ঋষিপত্নীদিগের সহিত তাঁহাদের সদ্ভাব জন্মিল। তাঁহারা সেই পবিত্রসলিলা ভাগীরথীর তটবিভাগে, সেই শান্তরসাস্পদ পবিত্র নিকেতনে, যোগমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক তনুত্যাগ করিলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ হস্তিনার রাজভবনে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কুমারেরা যখন ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত থাকিত, যখন কোমলকণ্ঠে, অস্ফুট মধুর স্বরে মা মা বলিয়া ডাকিত, তখন কুন্তী সমুদয়

শোকদুঃখ বিস্মৃত হইয়া, প্রফুল্লহৃদয়ে তাহাদের মুখ-চুম্বন করিতেন। যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের ন্যায় নকুল ও সহদেবও তাঁহার নিরতিশয় স্নেহের পাত্র ছিল। সকলের কোমল কথাই তাঁহার শ্রোত্রযুগলে অমৃতধারা-বর্ষণ করিত, সকলের প্রফুল্ল মুখারবিন্দই তাঁহার হৃদয় অনির্ব্বচনীয় সন্তোষরসে প্লাবিত করিত, সকলের সারল্য-ময় সদাচারই তাঁহার সমস্ত যাতনা দূর করিত।

কুমারেরা পঞ্চমবর্ষীয় হইলে ভীষ্ম যথাক্রমে সকলের চূড়াকর্ম্মসম্পাদন করিয়া, শিক্ষাদানার্থ উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। একাদশবর্ষে উপনয়নসংস্কার হইলে সকলে যথাক্রমে বেদাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কুমারদিগের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রকৃতি নিরতিশয় উদার, ধর্ম্মপ্রবণ ও সারল্যপূর্ণ ছিল। তাঁহার প্রশান্তভাব, সরলতাময় সদাচার, বলবতী ধর্ম্মনিষ্ঠা ও প্রগাঢ় সত্য-পরায়ণতা দেখিলে বোধ হইত, যেন ধর্ম্মরাজ মানবমূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া, ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এদিকে ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তনয় দুর্য্যোধন সাতিশয় ক্রূর, পাপাচাররত ও ঐশ্বর্য্যলুব্ধ হইয়া উঠিল। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ একান্তমনে বেদাদিশাস্ত্রের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হইল। দুর্য্যোধন শাস্ত্রাভ্যাসে তাদৃশ মনোনিবেশ করিল

না, শাস্ত্রীয় তত্ত্ব তাহার হৃদয়ে স্থানপরিগ্রহ করিতে পারিল না। দুর্য্যোধন ঐশ্বর্য্যমদে প্রমত্ত হইয়া অসঙ্কোচে গুরুজনেরও অসম্মান করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির উপর তাহার মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষের সঞ্চার হইল। যে কোন প্রকারে হউক, পাণ্ডবদিগকে নিপীড়িত ও নিগৃহীত করিতে পারিলেই, তাহার অপরিসীম আনন্দ হইত। ভীষ্ম ধীরভাবে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইল না। কুন্তী এজন্য ক্ষুব্ধ হইয়া, বিদুরের নিকটে অনেক পরিতাপ করিলেন। মহামতি বিদুর তাঁহাকে সাবধানে তনয়দিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কহিলেন এবং প্রকাশ্যে দুর্য্যোধনের নিন্দা করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন, যেহেতু দুরাত্মা আত্মনিন্দাশ্রবণে উত্তেজিত হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপদ্রব করিতে পারে। এদিকে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণও প্রকাশ্যে দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে কোন কথা না বলিয়া, পরস্পরের রক্ষার জন্য যত্নশীল হইলেন।

দুর্য্যোধনের ঔদ্ধত্যে ও অশিষ্টাচারে ভীষ্ম সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। যুধিষ্ঠিরাদির ধর্ম্মভাবে ও সদ্‌ব্যবহারে তিনি যেমন প্রীতিলাভ করিলেন, দুর্য্যোধনাদির ঔদ্ধত্যে ও পাপাচারে সেই রূপ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ভীষ্ম সকলকেই সমভাবে ধর্ম্মশাস্ত্র, রাজনীতি, লৌকিক তত্ত্ব-

প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ কোন স্থলে কার্য্যকর হইল, কোন স্থলে অকার্য্যকর হইয়া পড়িল। সংযতচিত্ত ও বুদ্ধিমান কুমারেরাই সেই উপদেশের ফলভোগী হইল, অসংযতচিত্ত, নির্ব্বোধদিগের হৃদয়ে তাদৃশ উপদেশ কার্য্যকর হইল না। গুরু সকল শিষ্যকে সমভাবে উপদেশ দিলেও, পাত্রভেদে উপদেশের ফলভেদ হয়। ময়ূখমালা সমুজ্জ্বল মণিনিচয়েই প্রতিফলিত হইয়া থাকে; মৃত্তিকাস্তূপে প্রতিবিম্বিত হয় না। শাস্ত্রীয় উপদেশে যুধিষ্ঠিরাদির প্রকৃতি, যেরূপ প্রসন্ন, প্রশান্ত ও প্রবুদ্ধ হইল, দুর্য্যোধনাদির প্রকৃতি সেরূপ হইল না।

একদা কুমারগণ নগরের বহির্ভাগে লৌহকন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন, সহসা ক্রীড়াকন্দুক একটি জলশূন্য কূপে নিপতিত হইল। কুমারেরা কন্দুকের উদ্ধারজন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এই সময়ে এক জন বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণ সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণের অঙ্গসৌষ্ঠব বা বর্ণগৌরব ছিল না। ব্রাহ্মণ কৃশ, শ্যামবর্ণ ও সাতিশয় দীনভাবাপন্ন ছিলেন। বয়সের আধিক্যে তদীয় সমস্ত কেশ শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কুমারেরা কন্দুকের উদ্ধারে বিফলপ্রযত্ন হইয়া, ব্রাহ্মণের চতুর্দ্দিকে

দণ্ডায়মান হইলেন। কৃশকায়, বর্ষীয়ান্ পুরুষ, ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, বালকগণ! তোমরা মহাপ্রভাব ভরতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, এই সামান্য, জলশূন্য কূপ হইতে কন্দুক তুলিতে পারিলে না। ইহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, তোমাদের অস্ত্রশিক্ষা, কিছুই হয় নাই, আমি ঐ কন্দুক ও এই অঙ্গুরীয়ক, উভয়েরই উদ্ধার করিব। এই বলিয়া, ব্রাহ্মণ স্বীয় অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয়কের উন্মোচন পূর্ব্বক উহা নিরুদক কূপে ফেলিয়া দিলেন; অনন্তর অপূর্ব্ব কৌশলে কুশ-গুচ্ছদ্বারা প্রথমে ক্রীড়াকন্দুকটি তুলিলেন; শেষে শরাসনে শরসন্ধান পূর্ব্বক, কূপমধ্যে সেই সংহিত শর নিক্ষেপ করিলেন। ব্রাহ্মণের অব্যর্থসন্ধানে অঙ্গুরীয়ক শরবিদ্ধ হইল। ব্রাহ্মণ শরবিদ্ধ অঙ্গুরীয়ক তুলিয়া, বালকদিগের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। কুমারেরা শীর্ণ-কায়, মলিনবেশ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই অসাধারণ কার্য্যে একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া, পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, ব্রাহ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি যেরূপ ক্ষমতা-প্রদর্শন করিলেন, তাহা অপরের সাধ্য নহে। আপনার অস্ত্রপ্রয়োগকৌশলে, আমরা একান্ত বিস্মিত হইয়াছি। যদি কোন বাধা না থাকে, পরিচয় দিয়া, আমাদিগকে

চরিতার্থ করুন। বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণ প্রথমেই আত্মপরিচয় না দিয়া, কৌশলসহকারে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! তোমরা ভীষ্মের নিকটে যাইয়া, আমার আকার প্রকার ও গুণের বর্ণনা করিয়া কহিবে, সেই বৃদ্ধ পুরুষ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের কথায়, যুধিষ্ঠির অনুজদিগের সহিত ভীষ্মের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আর্য্য! আমরা নগরের বহির্ভাগে কন্দুকক্রীড়া করিতেছিলাম, সহসা কন্দুক একটি নিরুদক কূপে পতিত হইল; সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও, উহা তুলিতে পারিলাম না। সেই স্থান দিয়া এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাইতেছিলেন; তিনি আমাদের কথায়, অসামান্য কৌশলসহকারে একমুষ্টি কুশদ্বারা কন্দুকটি তুলিয়া দিলেন, পরে কূপমধ্যে নিপতিত স্বায় অঙ্গুরীয়ক শরবিদ্ধ করিয়া তুলিলেন। আমরা তাঁহার কার্য্যে একান্ত বিস্মিত হইয়া, তদীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পরিচয় না দিয়া, ভবৎসকাশে, তাঁহার আকার প্রকার ও গুণের বর্ণনা করিতে কহিলেন। আমরা তদনুসারে ভবদীয় চরণসমীপে উপস্থিত হইয়াছি। ব্রাহ্মণ শ্যামবর্ণ কৃশকায় ও পলিতকেশ; তাঁহার মলিন বেশ দেখিলে, তাঁহাকে নিরতিশয় দরিদ্র বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার আকারদর্শনমাত্র তদীয় অমানুষী ক্ষমতার উদ্বোধ হয় না। সেই তেজস্বী, বর্ষীয়ান্ পুরুষ নগরপ্রান্তে রহিয়াছেন।

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া, ভীষ্ম বুঝিতে পারিলেন, ধনুর্ব্বেদবিশারদ, দ্রোণ আগমন করিয়াছেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বেই কুমারদিগের অস্ত্রশিক্ষার্থ একজন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এখন সহসা দ্রোণের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, আহ্লাদ-সহকারে তাঁহার নিকটে গমন করিলেন, এবং সাদর-সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজভবনে আনিয়া, যথোচিত বিনয়সহকারে কহিলেন, ভগবন্! আমি কুমার-দিগকে ধনুর্বেদকুশল শিক্ষকের সন্নিধানে পাঠাইবার ইচ্ছা করিতেছিলাম, এমন সময়ে, সৌভাগ্যক্রমে আপনার দর্শনলাভ হইল। আপনি যদৃচ্ছাক্রমে এস্থানে আসিয়া, আমায় চরিতার্থ করিয়াছেন; এখন অনুগ্রহপূর্ব্বক কুমারদিগের অস্ত্রশিক্ষার ভার গ্রহণপূর্ব্বক ভরতকুলের মঙ্গলসাধন করুন। কুমারেরা নিরন্তর আপনার আজ্ঞা-বহ হইয়া থাকিবে। কৌরবগণ আপনার সন্তোষবিধানার্থ নিরন্তর যত্ন করিবেন। রাজকিঙ্করগণ আপনার অভীষ্ট-বিষয়সংগ্রহে নিরন্তর তৎপর রহিবে। আপনি যখন যাহা চাহিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইয়া, সুখানুভব করিবেন।' ভীষ্মের সৌজন্যে ও শিষ্টাচারে পরিতুষ্ট হইয়া, দ্রোণ কুমারদিগের শিক্ষার ভারগ্রহণে সম্মত হইলেন। তিনি কিছু দিন হস্তিনাপুরীতে বিশ্রাম

করিলেন। অনন্তর ভীষ্ম, শুভক্ষণে প্রচুর অর্থের সহিত তাঁহার হস্তে কুমারদিগের শিক্ষার ভার সমর্পণ করিলেন। আচার্য্য দ্রোণও তাঁহাদিগকে অন্তেবাসী বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধানে অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন।

আচার্য্য দ্রোণ হস্তিনায় থাকিয়া কুরুবংশীয় কুমারদিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিতেছেন, এই সংবাদ শুনিয়া সূতপুত্র কর্ণ ও অন্যান্য রাজকুমার অস্ত্রশিক্ষার্থে, তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। দ্রোণের শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইল, শিক্ষাদান প্রণালীর সুখ্যাতি লোকমুখে পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিল, এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত বিপুল সম্পত্তির সমাগম হইল। যিনি এক সময়ে অর্থাভাবপ্রযুক্ত অনশনে কালযাপন করিয়াছিলেন, গুণগ্রাহী ভীষ্মের প্রসাদে তিনি এখন অর্থশালী হইয়া রাজভোগ্য বিষয়াদির উপভোগ করিতে লাগিলেন। যে চিরদীপ্তিময় মণি সম্রাটের স্বর্ণকিরীটের অপূর্ব্ব শোভাসম্পাদন করে, রত্নপরীক্ষকের হস্তগত না হইলে, তাহার দীপ্তি হয় না, পৃথ্বীপতির ললাটদেশেও তাহা স্থানপরিগ্রহ করে না; গুণগ্রাহী লোকের অভাবে, হয় ত তাহা চিরকাল অনাদরে, খনির তিমিরময় গর্ভেই পড়িয়া থাকে। ভীষ্ম গুণের মর্য্যাদারক্ষায় অগ্রসর না হইলে, দারিদ্র্যসহচর আচার্য্যও হয় ত, দুশ্চিন্তা ও দুর্দ্দশায় একান্ত মর্ম্মাহত

হইয়া, নির্জ্জন স্থানে আত্মগোপন করিতেন। তাঁহার অপূর্ব্ব অস্ত্রপ্রয়োগকৌশল হয়ত, তাঁহার সহিতই তিরোহিত হইত। লোকে তাঁহার অনন্যসাধারণ তেজস্বিতায় বিস্মিত হইত না, লোকাতিশায়িনী অস্ত্রচালনাশক্তিতে আহ্লাদপ্রকাশ করিত না, অতুল্য শিক্ষাপদ্ধতিরও প্রশংসাবাদকীর্ত্তনে অগ্রসর হইত না। ভীষ্মের গুণগ্রাহিতার নিমিত্ত আচার্য্যের যেমন অভাবপূরণ হইল, সেইরূপ তদীয় বীরত্বকীর্ত্তি দিগন্তপ্রসারিণী হইয়া উঠিল। চিরদরিদ্র আচার্য্য অবস্থার পরিবর্ত্তনে সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সন্তুষ্টচিত্তে অনুপমনৈপুণ্যসহকারে শিষ্যদিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন।

ধনুর্ব্বেদশিক্ষায় শিষ্যগণের মধ্যে অর্জ্জুনের ক্রমশঃ প্রতিপত্তিলাভ হইতে লাগিল। সূততনয় কর্ণ দুর্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়া, পাণ্ডবদিগের অবমাননা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি ধনুর্ব্বেদে অর্জ্জুনকে কিছুতেই পরাস্ত করিতে পারিলেন না। আচার্য্য দ্রোণ অর্জ্জুনের শরসন্ধানকৌশল ও হস্তলাঘবদর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া, তাঁহাকে আগ্রহসহকারে উপদেশ দিতে লাগিলেম। আচার্য্যের উপদেশ সৎপাত্রে সমাহিত হওয়াতে সর্ব্বাংশে কার্য্যকর হইল। অর্জ্জুন অস্ত্রের সন্ধান, প্রয়োগ ও সংহারে গুরুর সমকক্ষ হইয়া উঠি-

লেন। তিনি যখন অপূর্ব্ব কৌশলে শরাসনে শরযোজনা করিতেন, যখন অসাধারণ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত শরপ্রয়োগে নৈপুণ্য দেখাইতেন, যখন অব্যর্থসন্ধানে লক্ষ্য ভেদে কৃতকার্য্য হইতেন, যখন নিমিষমধ্যে সংহিত শরের সংহার করিতেন, তখন সতীর্থগণ বিস্ময়সহকারে তাঁহার অসাধারণ কার্য্যনিরীক্ষণ করিত। আচার্য্য শিষ্যের অসামান্য ক্ষিপ্রকারিতা, লক্ষ্যভেদক্ষমতা ও সন্ধানকৌশল দেখিয়া, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন।

একদা দ্রোণাচার্য্য শিষ্যদিগের লক্ষ্যভেদকৌশলের পরীক্ষার্থে, কোন এক উচ্চ বৃক্ষের শাখায় একটি কৃত্রিম নীলপক্ষী স্থাপন করিলেন; পরে সমবেত কুমারদিগকে কহিলেন, বৎসগণ! তোমরা শরাসনে শরসন্ধান করিয়া, আমার আদেশের অপেক্ষায় থাক। আমি তোমাদিগকে একে একে লক্ষ্যভেদে নিযুক্ত করিতেছি। আমার বাক্যের অবসান হইতে না হইতেই, বৃক্ষশাখাস্থিত ঐ লক্ষ্যের শিরশ্ছেদ করিতে হইবে। আচার্য্যের আদেশে যুধিষ্ঠির সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্যের দিকে শরযোজনা করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে আচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! বৃক্ষের শিখরস্থিত শকুন্তকে দেখিতেছ? যুধিষ্ঠির উত্তর

করিলেন, ভগবন্! শকুন্ত আমার স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছে। দ্রোণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! এই বৃক্ষকে, আমাকে বা আপন ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছ? যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আমি এই বৃক্ষকে, আপনাকে, ভ্রাতৃগণকে ও বৃক্ষস্থিত পক্ষীকে দেখিতেছি। তখন আচার্য্য অপ্রসন্নবদনে কহিলেন, বৎস! তুমি লক্ষ্যভেদ করিতে পারিবে না; এস্থান হইতে অপসৃত হও। অনন্তর দুর্য্যোধনপ্রভৃতি কুমারগণ একে একে নির্দ্দিষ্ট স্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। আচার্য্য শকুন্ত-সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই আচার্য্যের মনোমত উত্তরদানে সমর্থ হইলেন না।

সর্ব্বশেষে আচার্য্য সহাস্যমুখে অর্জ্জুনকে কহিলেন, বৎস! এইবার তোমাকে লক্ষ্যভেদ করিতে হইবে। অতএব শরাসনে শরসন্ধান করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থলে দণ্ডায়মান হও। অর্জ্জুন গুরুর আদেশানুসারে শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক বৃক্ষের শাখাগ্রস্থিত শকুন্তকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। তখন দ্রোণ পূর্ব্বের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! বৃক্ষকে, বৃক্ষস্থ পক্ষীকে, আমাকে বা ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছ? অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, ভগবন্! আমি বৃক্ষ দেখিতে পাইতেছি না, আপনিও আমার নয়নপথে পতিত হইতেছেন না, ভ্রাতৃগণও আমার

দৃষ্টিবিষয়ের বহির্ভূত রহিয়াছেন। আমি কেবল শকুন্তকেই দেখিতেছি। অর্জ্জুনের সদুত্তরে আচার্য্যের মুখ প্রসন্ন হইল। আচার্য্য প্রীতিবিস্ফারিতনেত্রে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস! শকুন্তের কি সর্ব্বাবয়ব দেখিতেছ? অর্জ্জুন মুহূর্ত্তমধ্যেই উত্তর করিলেন, ভগবন্! আমি শকুন্তের সর্ব্বাবয়ব দেখিতেছি না, কেবল উহার মস্তকটিই দেখিতেছি। অর্জ্জুনের সদুত্তর শেষ হইল। আচার্য্য প্রসন্নবদনে কহিলেন, বৎস! এখন লক্ষ্য বিদ্ধ কর। আচার্য্যের বাক্যের অবসান হইতে না হইতেই, অর্জ্জুন কিছুমাত্র বিতর্ক না করিয়া, লক্ষ্যে শরক্ষেপ করিলেন। তরুশাখাস্থিত কৃত্রিম বিহঙ্গ অর্জ্জুনের নিশিত শায়কে ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। সতীর্থগণ অর্জ্জুনের অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য দেখিয়া বিস্ময়-প্রকাশ করিতে লাগিল। আচার্য্য প্রসন্নবদনে ও প্রগাঢ় প্রীতিসহকারে অর্জ্জুনের প্রশংসা করিলেন।

অস্ত্রপরীক্ষায় অর্জ্জুনের জয়লাভ হওয়াতে, আচার্য্য দ্রোণ তাঁহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধনুর্দ্ধর বলিয়া মনে করিলেন। দ্রোণের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অর্জ্জুন যেরূপ ধনুর্দ্ধর হইলেন, সেইরূপ অসিপ্রয়োগে ও রথযুদ্ধেও পারদর্শিতালাভ করিলেন। যুধিষ্ঠির উৎকৃষ্ট রথী হইলেন। লোকাতীতবাহুবলশালী ভীমসেন গদাযুদ্ধপ্রণালী

শিক্ষা করিয়া. উহাতে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিলেন। নকুল ও সহদেব, অসিচর্য্যায় কুশলী হইলেন, এবং দুর্য্যোধন গদাচালনায় নিপুণ হইয়া উঠিলেন। বুদ্ধি, উৎসাহ ও তেজস্বিতায়, অর্জ্জুনই শ্রেষ্ঠপদলাভ করিলেন। অস্ত্রপ্রয়োগে, সসাগরা পৃথিবীতে কেহই তাঁহার ক্ষমতা-স্পর্দ্ধী হইতে পারিলেন না। আচার্য্য অর্জ্জুনের অসাধারণ গুরুভক্তি ও অস্ত্রবিদ্যায় অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়া. প্রসন্নবদনে কহিলেন, বৎস! এই জীবলোকে কেহই তোমার তুল্য ধনুর্দ্ধর হইবে না।

আচার্য্য দ্রোণ এইরূপে কুমারদিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়া, ভীষ্মকে শিক্ষাসমাপ্তির কথা জানাইলেন। কুমারেরা যথাবিধি শিক্ষালাভ করিয়াছে, এবং অস্ত্রপ্রয়োগ নিপুণ হইয়া উঠিয়াছে, আচার্য্যের মুখে ইহা শুনিয়া, ভীষ্ম নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি যথোচিত বিনয়সহকারে আচার্য্যকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমি চরিতার্থ হইলাম। আপনি কুমারদিগকে শিক্ষা দিয়া অস্মৎকুলের যারপরনাই উপকারসাধন করিলেন। আপনার যেরূপ শিক্ষাদানকৌশল ও যেরূপ ধনুর্ব্বেদপারদর্শিতা, তাহাতে কুমারগণ যে, সমীচীনশিক্ষালাভ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আপনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এবিষয় জানাইয়া কুমারদিগের অস্ত্রক্রীড়াপ্রদর্শনের

অনুমতিপ্রার্থনা করুন। রাজকীয় আদেশ ব্যতিরেকে ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শিত হইবে না।

ভীষ্মের বাক্যানুসারে আচার্য্য দ্রোণ একদা ভীষ্ম-বিদুর প্রভৃতির সন্নিধানে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন রাজন্! কুমারেরা ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য হইয়াছেন; অনুমতি হইলে আপন আপন শিক্ষাকৌশলের পরিচয় দিতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্র বিনীতভাবে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদের এক মহৎ কার্য্যসাধন করিলেন। কুমারেরা আপনার প্রসাদেই অস্মৎসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠিল। এখন যেস্থলে ও যেরূপে অস্ত্রকৌশলদর্শন-বিধায়িনী রঙ্গভূমির নির্ম্মাণ আবশ্যক বোধ করেন, আজ্ঞা করুন! আপনার আদেশ প্রতিপালিত হইবে। আজ আমার অন্ধতানিবন্ধন পরিতাপের উদয় হইল। বিধাতা আমায় অন্ধ করিয়াছেন; কুমারদিগের অস্ত্রপ্রয়োগকৌশল আমার দৃষ্টিগোচর হইবে না। যাঁহারা কুমারদিগের অস্ত্রচালনাচাতুরী দেখিবেন, আমি তাঁহাদের নিকটে সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া, পরিতোষ-প্রাপ্ত হইব। এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মবৎসল বিদুরকে আচার্য্য দ্রোণের আদেশানুসারে রঙ্গভূমি নির্ম্মিত করাইতে কহিলেন। বিদুর রাজাজ্ঞা শিরো-ধার্য্য করিয়া, আচার্য্যের সঙ্কল্পক্রমে শিল্পিগণদ্বারা নির্দ্দিষ্ট

স্থানে সুবিস্তৃত রঙ্গভূমি প্রস্তুত করাইলেন। বিবিধ কারুকার্য্যে ও যথাস্থলে বিবিধবর্ণ মণির সন্নিবেশে রঙ্গভূমি অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিল। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দর্শকদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নিরূপিত হইল। অতঃপর আচার্য্য দ্রোণ দিন নির্দ্ধারিত করিয়া, সমগ্র বীরসমাজে এবং পৌরগণ ও জানপদবর্গের মধ্যে কুমারদিগের ক্রীড়াকৌশলপ্রদর্শনসম্বন্ধে ঘোষণা করিয়া দিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, মন্ত্রিগণসমভিব্যাহারে রঙ্গগৃহে উপস্থিত হইলেন। দেবী গান্ধারী ও কুন্তী পরিচারিকাগণে পরিবৃতা হইয়া, হর্ষোৎফুল্ললোচনে যথাস্থানে আসনপরিগ্রহ করিলেন। ক্রমে পৌরবর্গ ও জানপদগণ রাজকুমারদিগের অস্ত্রক্রীড়াদর্শনার্থী হইয়া, রঙ্গমণ্ডপে উপস্থিত হইল; ক্ষণকালমধ্যে সেই সুবিস্তৃত রঙ্গভূমি দর্শকগণে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এদিকে বাদ্যকরেরা মৃদুমধুররবে বাদ্য করিয়া, দর্শকমণ্ডলীর কৌতুক জন্মাইতে লাগিল; পতাকাসকল বায়ুভরে প্রকম্পিত হইয়া, রঙ্গমঞ্চের শোভাসম্পাদন করিতে লাগিল; সমাগত লোকের কোলাহলে, সমগ্র স্থান বায়ুসন্তাড়িত মহাসাগরের সাদৃশ্য লাভ করিল। এই অবসরে শ্বেতাম্বরধারী,

শ্বেতকেশ, সৌম্যমূর্ত্তি, আচার্য্য দ্রোণ স্বীয় পুত্র অশ্বত্থামার সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশমাত্র কোলাহলের শান্তি হইল। দর্শকগণ আচার্য্যের প্রশস্ত ললাট, দীপ্তিময় লোচনযুগল, অনুপম তেজস্বিতার আধার কলেবর চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্তব্ধভাবে নিরীক্ষণকরিতে লাগিল। বর্ষীয়ান্ আচার্য্য রঙ্গগৃহে সমাগত হইয়া, ব্রাহ্মণগণদ্বারা যথাবিধানে মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপবেশন করিলেন। পুণ্যকার্য্যের সমাপ্তি হইলে, অনুচরেরা বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, রঙ্গগৃহে প্রবেশ করিল।

অনন্তর কুমারগণ বদ্ধপরিকর হইয়া, জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠক্রমে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিত্র, পৃষ্ঠদেশে তূণীর ও হস্তে শরাসন শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহারা ভীষ্মপ্রভৃতি গুরুজনের চরণে প্রণাম করিয়া, ক্রীড়াভূমিতে সমবেত হইলেন। তাঁহাদের উপস্থিতিতে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। দর্শকগণের মধ্যে কেহ কেহ অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক সমীপোবিষ্ট ব্যক্তিকে যুধিষ্ঠিরের সৌম্যমূর্ত্তি, কেহ কেহ ভীমসেনের স্থূলোন্নত কলেবর ও আজানুলম্বিত বাহুযুগল কেহ কেহ বা অর্জ্জুনের উদ্ভিন্ন প্রভাতকমলের ন্যায় প্রফুল্ল মুখমণ্ডল ও নবকিশলয়দলসদৃশ দেহকান্তি

দেখাইয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। কুমারগণ কখন অশ্বে, কখন রথে আরোহণপূর্ব্বক রঙ্গভূমিতে অতিবেগে পরিভ্রমণ করিতে করিতে, স্ব স্ব নামাঙ্কিত বাণদ্বারা লক্ষ্যভেদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা অসি-চর্ম্মধারণপূর্ব্বক পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। খড়গ-মুষ্টি তাঁহাদের হস্ত হইতে একবারও স্খলিত হইল না। তাঁহারা অসিচালনাকৌশলের সহিত আপনাদের নির্ভীকতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। রঙ্গমণ্ডপস্থিত দর্শকগণ কুমারদিগের লক্ষ্যভেদকৌশলদর্শনে, অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন ও ভীমসেন গদা লইয়া পরস্পরকে রোষকষায়িতনেত্রে নিরীক্ষণকরিতেছিলেন। আচার্য্য দ্রোণ ইহা দেখিয়া, প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামাকে পাঠাইয়া, উভয়ের ক্রোধশান্তি করিলেন।

তৎপরে আচার্য্য দ্রোণ সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান হইয়া, জলদগম্ভীরস্বরে বাদ্যধ্বনিনিবারণ করিয়া কহিলেন, এই সুবিস্তৃত রঙ্গগৃহে নানাদেশের বীরেন্দ্রবৃন্দের সমাগম হইয়াছে। হস্তিনাপুরবাসী ও বিভিন্নজনপদবাসী বহু লোকও উপস্থিত রহিয়াছে। আমি সকলকে বলিতেছি যে, আমার পুত্র হইতেও প্রিয়তর শিষ্য অর্জ্জুন ধনুর্ব্বেদ বিশারদ হইয়াছেন। ইঁহার সমকক্ষ বীরপুরুষ ভূমণ্ডলে

দৃষ্টিগোচর হয় না। অসামান্য উৎসাহ ও বুদ্ধিকৌশলে ইনি আমার শিষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহার এমনই হস্তলাঘব, এমনই সন্ধান-নৈপুণ্য ও এমনই সংহারকৌশল যে ইনি কখন শর-সন্ধান, কখন শরমোচন ও কখন শরসংহার করেন, কিছুই জানিতে পারা যায় না। প্রাণাধিক অর্জ্জুন এখন রঙ্গভূমিতে অস্ত্রপ্রয়োগকৌশলের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, সকলে দর্শন কর। আচার্য্য এই বলিয়া, আসনপরিগ্রহ করিলে, অর্জ্জুন শরাসন হস্তে করিয়া, রঙ্গস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। অমনি আবার মহান্ কলরব সমুত্থিত হইল। তৎসঙ্গে শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। সুদূরব্যাপী জনকোলাহল বাদ্যধ্বনির সহিত সম্মিলিত হওয়াতে সমগ্র রঙ্গস্থল প্রতিমুহূর্ত্তে কম্পিত হইতে লাগিল। দর্শকগণ কুমারের নবদূর্ব্বা-দলশ্যাম দেহের কমনীয় মাধুরীর সহিত সুকঠিন বর্ম্ম, ভীষণ শরাসন, শাণিত অসি ও সুতীক্ষ্ণ শায়কের সম্মি-লন দেখিয়া, যুগপৎ বিস্ময় ও আহ্লাদের সহিত উচ্চৈঃ-স্বরে ইনি পাণ্ডবদিগের তৃতীয়, ইনিই কৌরবদিগের রক্ষক, ইনিই অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি প্রশংসা-বাক্যের বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিল। পুত্রবৎসলা কুন্তী প্রাণাধিক তনয়ের প্রশংসাবাদ শুনিয়া, আপনাকে

চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন, মহামতি ভীষ্ম সেই মহতী জনতার মধ্যে পরম স্নেহাস্পদ পাণ্ডবের সুখ্যাতি শুনিয়া, যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের মুখে তৃতীয় পাণ্ডবের উদ্দেশে এইরূপ প্রশংসাধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে শুনিয়া, সন্তোষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই কোলাহল নিবৃত্ত হইলে, অর্জ্জুন আচার্য্য দ্রোণের আদেশানুসারে অস্ত্রপ্রয়োগে বিবিধ কৌশলপ্রদর্শনে উদ্যত হইলেন। তিনি অপূর্ব্ব শিক্ষা-বলে, কখন আগ্নেয়াস্ত্র, কখন বারুণাস্ত্র, কখনও বা বায়ব্যাস্ত্রের প্রয়োগ করিয়া অগ্নিসৃষ্টি, বারিবৃষ্টি ও বাত্যাসৃষ্টি করিতে লাগিলেন; নিমেষমধ্যে কখন রথে আরোহণ, কখনও বা রথ হইতে অবতরণ করিয়া, অবলীলাক্রমে স্থূল ও সূক্ষ্ম লক্ষ্যসমূহ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; অনন্তর শরাসনে পঞ্চশরসন্ধানপূর্ব্বক দ্রুতগতিশীল, লৌহময় বরাহের মুখে এক শরের ন্যায় তৎসমুদয় নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে অসিচালনাপ্রভৃতিতেও তাঁহার সবিশেষ কৌশল প্রদর্শিত হইল। দর্শকগণ নিস্পন্দভাবে তাঁহার অনুপম অস্ত্রপ্রয়োগচাতুরী দেখিতে লাগিল। তদীয় সুকুমার দেহে অসাধারণ তেজস্বিতা ও কমনীয় করপল্লবে অপূর্ব্ব দৃঢ়তার সমাবেশ দেখিয়া, তাঁহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অতিমাত্র বিস্ময়ে

তাঁহাদের লোচন বিস্ফারিত ও দেহ পটসন্নিবেশিত চিত্রের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। অর্জ্জুন একে একে সমস্ত অস্ত্রের অদ্ভুতপ্রয়োগকৌশলপ্রদর্শন করিলেন। দর্শকেরা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার জয়োৎকীর্ত্তন করিতে লাগিল। বহুসহস্র লোকের একীভূত প্রশংসাধ্বনিতে, বাদ্যকোলাহল নিস্তব্ধ, রঙ্গমণ্ডপ বিকম্পিত বিদীর্ণ ও বিদলিত বোধ হইল।

অর্জ্জুনের অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য দেখিয়া, ভীষ্ম অপরিসীম সন্তোষলাভ করিলেন। তিনি আচার্য্য দ্রোণের নিকটে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে বিমুখ হইলেন না। যুধিষ্ঠির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি যথাবিধানে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন, করেন, এখন ভীষ্ম ইহারই কামনা করিতে লাগিলেন। এদিকে যাবতীয় পুরবাসী ও জনপদবাসী, কি সভামণ্ডপে, কি চত্বরে, কি বিপণিক্ষেত্রে, সর্ব্বত্র বলিতে লাগিল, যুধিষ্ঠির রাজা হইবার উপযুক্ত পাত্র। ভীষ্ম রাজ্যগ্রহণ করিবেন না বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়ব্রত; সর্ব্বান্তকরণে প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া আসিতেছেন। চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্তের বিপর্য্যয় ঘটিলেও, তাঁহার প্রতিজ্ঞা বিপর্য্যস্ত হইবে না। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হওয়াতে, পূর্ব্বে রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই; এখন

কি বলিয়া রাজপদ গ্রহণ করিবেন। যুধিষ্ঠির যেরূপ ধর্ম্মবৎসল, যেরূপ সত্যব্রত ও যেরূপ করুণাসম্পন্ন, তাহাতে তিনি ভীষ্ম ও সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি যথোচিত সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক বিবিধ ভোগ্যবস্তুতে তাঁহাদের পরিতোষসাধনে বিমুখ হইবেন না। আমরা যুধিষ্ঠিরকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিলে পরিতুষ্ট হইব।

পুরবাসীদিগের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া, ভীষ্ম নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। আহ্লাদে তাহার অপাঙ্গদেশ অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। ভীষ্ম আনন্দাশ্রুপাত করিয়া, পুরবাসীদিগকে কহিলেন, আমি সর্ব্বযত্নে কুমারদিগকে সুশিক্ষিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, এখন আমার সেই ইচ্ছা ফলবতী হইল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যেরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়াছেন, তাহাতে তিনি রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে যশস্বী হইতে পারিবেন। পাণ্ডু স্বর্গবাসী হইয়াছেন; মাতা সত্যবতী এবং ভাগ্যবতী অম্বা ও অম্বালিকা, যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন; আমি রাজপদ পরিত্যাপূর্ব্বক প্রজাশ্রেণীতে নিবেশিত হইয়াছি; প্রজাধর্ম্মের পালনজন্যই আমি যোগমার্গের আশ্রয়গ্রহণ করি নাই, শান্তরসাস্পদ তপোবনে থাকিয়া, তাপসবৃত্তির অনুসরণেও উদ্যত হই নাই। যৌবনের আমার বিষয়বাসনা অন্তর্হিত হইয়াছে,

এবং পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। আমার কেশ পলিত হইয়াছে, দেহও ক্রমে শিথিল হইতেছে। আমি কুরুরাজের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার হিতকর কার্য্য-সাধনজন্যই এখন জীবনধারণ করিতেছি। আমি যৌবনে পিতৃদেবের সমক্ষে যে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি, বার্দ্ধক্যেও সেই ধর্ম্মের পালন করিব। যুধিষ্ঠির রাজ্যে অভিষিক্ত হউন, বিভিন্ন রাজ্যের ভূপতিগণ তাঁহার নিকটে মস্তক অবনত করুন, প্রজালোকে দেবতাজ্ঞানে তাঁহার পূজা করুক, দেখিয়া আমি চরিতার্থ হই। আমি এক সময়ে যাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া, স্নেহ দেখাইয়াছি, যাঁহার আধ আধ কথায় মোহিত হইয়া, মুখচুম্বন করিয়াছি, যাঁহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে শিক্ষা দিয়াছি, অনুক্ষণ আত্মবশে রাখিয়া যাঁহাকে সৎপথপ্রদর্শন করিয়াছি, এখন তাঁহারই আজ্ঞাবহ হইয়া তদীয় প্রীতিকরকার্য্যসাধন করিব। ইহাই আমার পরম ধর্ম্ম, ইহাই আমার পরম কর্ম্ম, ইহাই আমার পরম তপের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

ভীষ্মের এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত ও উদারতাপূর্ণ বাক্যে পুরবাসীরা সন্তোষপ্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু দুর্য্যোধন এজন্য সাতিশয় অসূয়াপরতন্ত্র হইলেন। ষ্ঠিরের প্রশংসাবাদ যেন তাঁহার কর্ণে বিষদিগ্ধ শল্যের

ন্যায় প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি পৌরগণের প্রস্তাবে পরিতোষপ্রকাশ করিলেন না; ভীষ্মের সম্মতিতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। অপরিসীম বিদ্বেষে তাঁহার হৃদয় অধীর হইল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিন যুধিষ্ঠিরকে বা তদীয় ভ্রাতৃগণকে রাজ্যাধিকারী হইতে দিবেন না। এদিকে সর্ব্ববিষয়ে পাণ্ডবদিগের উৎকর্ষ ও স্বীয় তনয়গণের অপকর্ষ জানিয়া, ধৃতরাষ্ট্রও দুঃখিত হইলেন। বলবতী পরশ্রীকাতরতায় তাঁহার মানসিক শান্তি তিরোহিত হইল, তীব্র বিদ্বেষবিষে তাঁহার মনোগত সাধুভাব দূষিত হইতে লাগিল, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের আত্মদুর্গতিজ্ঞাপক বাক্যে তাঁহার হৃদয়গত প্রীতি ও স্নেহ বিলুপ্ত হইয়া গেল। যিনি পাণ্ডুর রাজ্যপ্রাপ্তিতে আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন, এখন তিনিই পাণ্ডবদিগের সৌভাগ্যে সদসৎপরিবেদনাবিহীন হইয়া, দয়াধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিলেন। অপত্যবাৎসল্য ন্যায়ানুগত না হইলে সাধুহৃদয়কেও এইরূপ কলুষিত করিয়া থাকে।





পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাবে দুঃখিত হইয়া, দুর্য্যোধন পিতৃসমীপে গমন করিলেন, এবং পিতাকে একান্তে উপবিষ্ট দেখিয়া, তদীয় পাদবন্দনা করিয়া কহিলেন, তাত! পৌরগণ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে চাহিতেছে। পিতামহ ভীষ্ম রাজ্যভোগে পরাঙ্মুখ হইয়া, এবিষয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মতিপ্রকাশ করিতেছেন। পৌরবর্গের মুখে এই অশ্রদ্ধেয় কথা শুনিয়া, আমি সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। আপনি জ্যেষ্ঠ হইয়াও অন্ধতাপ্রযুক্ত পূর্ব্বে রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই, আর্য্য পাণ্ডু বয়ঃকনিষ্ঠ হইয়াও, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এখন, যুধিষ্ঠির যদি পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে, তৎপরে তদীয় পুত্র, তদনন্তর তদীয় পৌত্র, এইরূপে পাণ্ডবেরাই পরম-সুখে এই সমৃদ্ধ রাজ্যভোগ করিতে থাকিবে। আমরা রাজবংশীয় হইয়াও প্রজালোকের সমক্ষে হীনভাবে থাকিব। পরপিণ্ডোপজীবী লোকের দুর্দ্দশার ইয়ত্তা

নাই। তাহারা ইহলোকে যেরূপ পরনিগৃহীত ও পরাবজ্ঞাত হয়, লোকান্তরেও সেইরূপ নিরয়গামী হইয়া, অনন্ত কষ্টভোগ করে। আমরা দুর্ব্বিষহ নরকযাতনা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, আপনি তদুপযুক্ত উপায়নির্দ্দেশ করুন।

দুর্য্যোধনের কথায়, ধৃতরাষ্ট্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, অধোবদনে রহিলেন। যুধিষ্ঠির রাজা হইবে, আর তিনি পুত্রগণের সহিত তাঁহার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকিবেন, ইহা ভাবিয়া, তিনি ম্রিয়মাণ হইলেন। তাঁহার অপ্রসন্ন মুখমণ্ডল, তদীয় গভীর দুশ্চিন্তার পরিচয় দিতে লাগিল। উপস্থিত বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, সহসা অবধারণ করিতে না পারিয়া. তিনি দোলায়মানচিত্ত হইলেন। দুঃশাসনপ্রভৃতি দুর্ম্মতি ভ্রাতৃগণ ও শকুনি-প্রভৃতি কুমন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে বারণাবত নগরে পাঠাইয়া, কৌশলক্রমে অগ্নিতে দগ্ধ করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে পিতাকে বিষণ্ণ দেখিয়া, প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, তাত! আপনি যদি কৌশলক্রমে পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের কথায় কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা কহিলে তাহা আমারও

অভিপ্রেত বটে, কিন্তু পাণ্ডু নিরতিশয় ধৰ্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি জ্ঞাতিবর্গের, বিশেষতঃ আমার সহিত সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করিতেন। এমন কি, স্বয়ং বিষয়ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া বিবিধ ভোগ্য বস্তুতে আমাদের তৃপ্তিসাধন করিতেন। তাঁহার এমনই সরলতা ও ভ্রাতৃবৎসলতা ছিল যে, আমার নিকটে রাজকীয় বৃত্তান্তের নিবেদন না করিয়া, কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। তৎপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁহার ন্যায় ধৰ্ম্মপরায়ণ, গুণবান্, এবং পৌরগণ ও জানপদবর্গের প্রিয় হইয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি তোমাদের সকলের বড়, এরাজ্যও তাঁহার পৈতৃক। এখন কি করিয়া, তাঁহাদিগকে এস্থান হইতে নির্ব্বাসিত করিব। এরূপ করিলে অমাত্যবর্গ ও সৈন্যসামন্ত পাণ্ডু-কৃত উপকার স্মরণ করিয়া, আমাদের বিনাশে উদ্যত হইবে। আর্য্য ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ ও ধৰ্ম্মবৎসল বিদুর, ইহাতে কদাচ সম্মত হইবেন না। কৌরবগণ, পাণ্ডু ও আমার সম্বন্ধে সমদর্শী। তাঁহারা তোমাদিগকে ও যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পাণ্ডবগণকে সমান জ্ঞান করেন। তাঁহাদের কেহই পাণ্ডবদিগের প্রতি অত্যাচার সহিতে পারিবেন না। সকলেই আমাদের প্রতিকূল পক্ষ অবলম্বন করিবেন। আমরা কৌরবগণ ও অমাত্যবর্গের বিরাগভাজন হইয়া, কষ্টের একশেষ ভোগ করিব।

পিতৃবাক্যে দুর্য্যোধন নিরস্ত হইলেন না; তাঁহার বলবতী হিংসা বিলুপ্ত বা প্রবল বিদ্বেষ দূর হইল না। দুর্য্যোধন পা বদিগের সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, পুনর্ব্বার কহিলেন, পিতঃ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, যথার্থ বটে, কিন্তু অর্থলাভে পরিতুষ্ট হইলে কৌরবসৈন্য অবশ্য আমাদের সহায় হইবে। এখন রাজ্যের সমগ্র সম্পত্তি আপনার হস্তগত রহিয়াছে; অমাত্যগণ আপনার অধীন রহিয়াছেন। পিতামহ ভীষ্ম উভয় পক্ষেই আছেন। অশ্বত্থামা আমার একান্ত অনুগত; আচার্য্য দ্রোণ কখনও পুত্রের বিপক্ষ হইতে পারিবেন না। বিদুর যদিও পাণ্ডবদিগের সপক্ষতা করিতেছেন, তথাপি তিনি একাকী আমাদের অনিষ্ট-সাধনে সমর্থ হইবেন না। অতএব তাত! আপনি কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া, পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে প্রেরণ করুন; সমগ্র সাম্রাজ্য আমার হস্তগত হইলে, তাঁহারা পুনর্ব্বার এস্থানে আগমন করিবেন।

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের বাক্যে সদসৎবিবেচনায় বিসর্জ্জন দিয়া, পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে পাঠাইতে উদ্যত হইলেন। এদিকে দুর্যোধন অর্থদ্বারা অমাত্যগণ ও সৈনিক পুরুষ-দিগকে বশীভূত করিলেন। কূটনীতিপরায়ণ অমাত্যেরা ধৃতরাষ্ট্রের নিদেশানুসারে পাণ্ডবদিগের সমক্ষে কহিতে

লাগিল, বারণাবত পরম রমণীয় স্থান। ভূমণ্ডলে তাদৃশ মনোহর নগর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সময়ে তথায় ভগবান্ ভূতভাবন উমাপতির উৎসব হইবে। এই উৎসবপ্রসঙ্গে বারণাবত বিবিধ রত্নে সমাকীর্ণ ও বিভিন্ন দেশাগত জনগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। তথায় আমোদের সীমা থাকিবে না; আহ্লাদেরও অন্ত হইবে না। বিবিধ দ্রব্যের সমবায়ে ও বিভিন্ন জনপদের জনসমাগমে সে স্থান সৌন্দর্য্যে ও বৈভবে জগতে অতুলনীয় হইবে। দৈবনির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়। অমাত্যদিগের মুখে বারণাবতের এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণে, পাণ্ডবদিগের তথায় যাইতে ইচ্ছা হইল। ধৃতরাষ্ট্র যখন জানিতে পারিলেন, পাণ্ডবগণ বারণাবত-দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, বৎসগণ! সকলে আমার নিকটে প্রত্যহ কহে, ভূমণ্ডলের মধ্যে বারণাবত সাতিশয় রমণীয়। যদি তথায় যাইয়া, তোমাদের উৎসবদর্শনে অভিলাষ থাকে, সপরিবারে গমন করিয়া, আমোদভোগ কর। তথায় কিছুদিন পরমসুখে বাস করিয়া, পুনর্ব্বার হস্তিনাপুরীতে আসিও।

যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় বুঝিলেন; কিন্তু কি করেন, আপনাকে নিতান্ত অসহায় ভাবিয়া, যে আজ্ঞা বলিয়া, তাঁহার আদেশপালনে সম্মত হইলেন; অনন্তর

ভীষ্মপ্রভৃতি গুরুজনের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, আমরা পরমপূজ্য পিতৃব্যের আদেশে বারণাবতে যাই-তেছি; আপনারা প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমাদের কোন অমঙ্গল না হয়, আমরা যেন কোনরূপে পাপস্পৃষ্ট না হই। যুধিষ্ঠির একে একে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও গান্ধারীর নিকটে বিদায়গ্রহণ করিলেন, সকলেই প্রগাঢ় স্নেহপ্রদর্শনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে গুরুজনের পাদবন্দনা করিয়া, যুধিষ্ঠির মাতা ও চারি ভ্রাতার সহিত বারণাবতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময়ে বিদুর অপরের অবোধ্য ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে দুর্য্যো-ধনের দুরভিসন্ধির বিষয় জানাইলে, যুধিষ্ঠির "বুঝিলাম" বলিয়া, বারণাবতে সাবধানে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন।

অতর্কিতভাবে দুর্নিবার আত্মবিরোধ উপস্থিত দেখিয়া, ভীষ্ম সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। দুর্য্যোধনের পাপাচার ও ধৃতরাষ্ট্রের পাপপ্রবৃত্তি তাঁহাকে যার পর নাই চিন্তা-কুল করিয়া তুলিল। অতীত সময়ের ঘটনাবলী একে একে তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। তিনি যেরূপ যত্নাতিশয়ে বিচিত্রবীর্য্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া-ছিলেন, যেরূপ স্নেহসহকারে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, যেরূপ প্রগাঢ়বাৎসল্যসহকৃত অধ্যবসায়ের সহিত যুধিষ্ঠিরাদি কুমারদিগের পালনে ব্যাপৃত ছিলেন,

তাহা ভাবিতে ভাবিতে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। যে পাণ্ডু আত্মসুখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের সন্তুষ্টিসাধনে যত্নশীল ছিলেন, যিনি রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও, রাজকার্য্যে সর্ব্বদা ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শগ্রহণ করিতেন, এখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁহারই সন্তানগণের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইয়াছেন, দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণায় তাহাদের জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছে, ইহা যখন মনে হইল, তখন তাঁহার যাতনার অবধি রহিল না! স্বহস্তরোপিত বৃক্ষের ফল বিষময় হইলে যেরূপ কষ্টের সঞ্চার হয়, দুর্য্যোধনের দুরাচারে তাঁহার সেইরূপ মনোবেদনার আবির্ভাব হইল। তিনি দুর্ব্বিষহ মনস্তাপে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। কেন আমি পাণ্ডুপ্রভৃতির পালনভার গ্রহণ করিলাম, কেন হস্তিনাপুরী পরিত্যাগ করিয়া, বনবাসী না হইলাম, কেন মাতা সত্যবতীর সহিত যোগমার্গের অবলম্বন না করিলাম, কেন কুরুকুলে প্রতিপালিত হইলাম, কেনই বা কুরুরাজের কার্য্যসাধনে ব্যাপৃত রহিলাম? এখন কি করিব? কি করিয়া হৃদয়বিদারক আত্মবিরোধ দেখিব? সর্ব্বথা আমার জীবন কষ্টময় হইয়াছে। দিবসে আমার শান্তি নাই; রাত্রিতে আমার নিদ্রা নাই। নিদারুণ তুষানল যেন অলক্ষ্যভাবে প্রতিশিরায় প্রসারিত হইয়া, নিরন্তর আমার হৃদয় দগ্ধ

করিতেছে। আমি রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়াছি। রাজকীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপে আমার কোন অধিকার নাই। বিধাতা এখন কেবল আমাকে আত্মবিগ্রহে আত্মকুলের বিধ্বংস দেখাইবার নিমিত্তই জীবিত রাখিয়াছেন। ভীষ্ম গভীর মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া, এইরূপ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম এইরূপ বিষণ্নভাবে হস্তিনাপুরীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ বারণাবতে উপস্থিত হইলে, নগরবাসিগণ আদরসহকারে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল। সমদর্শী যুধিষ্ঠিরের অহঙ্কার নাই; যুধিষ্ঠির যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের গৃহে গমন করিয়া, সকলকে সাদরসম্ভাষণে আপ্যায়িত করিলেন। পৌরগণ এইরূপ সদাচরণে প্রীত হইল। দুর্য্যোধন বারণাবতে জতুগৃহনির্ম্মাণজন্য পুরোচননামক একজন ক্রূরপ্রকৃতি পারিষদকে পাঠাইয়াছিলেন। দুর্য্যোধনের আদেশে পুরোচন কৃত্রিম সৌজন্যপ্রকাশপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে রমণীয় প্রাসাদে লইয়া গেল, এবং তথায় তাঁহাদের পরিতোষের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ও পানীয় দিল। যুধিষ্ঠির পুরোচনের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেও তাহাকে কিছুই বলিলেন না। তিনি সাবধানে মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত নির্দ্দিষ্ট প্রাসাদে

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দশ দিন অতীত হইলে, পুরোচন তাঁহাদিগকে নবনির্ম্মিত গৃহে যাইতে অনুরোধ করিল। যুধিষ্ঠির মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত পুরোচনের নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক ঘৃত ও জতুমিশ্রিত বসার গন্ধানুভব করিয়া, স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, উহা আগ্নেয় দ্রব্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা বুঝিয়াও পাণ্ডবেরা পুরোচনের সমক্ষে, এ বিষয়ে কোন কথা কহিলেন না। তাঁহারা বিশ্বাসশূন্য হইয়াও বিশ্বস্তের ন্যায়, নিরন্তর অসন্তুষ্ট হইয়াও সন্তুষ্টের ন্যায় এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়াও অবিস্মিতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোপনে তাঁহারা আত্মরক্ষার উপায় দেখিতে লাগিলেন। এক জন বিশ্বস্ত খনক হস্তিনাপুর হইতে আসিয়া, পুরোচনের অজ্ঞাতসারে যতুগৃহে মহাসুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়া, গোপনে বহির্গমনের পথ করিয়া দিল। এদিকে পুরোচন পাণ্ডবদিগকে হৃষ্ট ও অসন্দিগ্ধ দেখিয়া, সাতিশয় আহ্লাদসহকারে জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষায় রহিল। পাণ্ডবেরা সেই সময়ের পূর্ব্বেই সুরঙ্গদ্বার দিয়া পলায়নের পরামর্শ করিলেন।

একদা গভীর নিশীথে বারণাবতবাসিগণ নিদ্রাভিভূত রহিয়াছে, সমীরণ ক্বচিৎ বৃক্ষশাখা আন্দোলিত করিয়া,

ক্বচিৎ শাখাস্থিত সুষুপ্ত বিহঙ্গকুলের শান্তিসুখের ব্যাঘাত জন্মাইয়া, ক্বচিৎ জনকোলাহলশূন্য নগরের নিস্তব্ধতাভঙ্গ করিয়া, প্রবাহিত হইতেছে; পুরোচন সুকোমল শয্যায় নিদ্রিত রহিয়াছে, এমন সময়ে ভীমসেন পুরোচনের শয়নগৃহে ও জতুগৃহের দ্বারে, অগ্নি দিলেন। হুতাশন বায়ুবেগে মুহূর্ত্তমধ্যে গৃহের চতুর্দ্দিকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন পাণ্ডবেরা মাতার সহিত সুরঙ্গ দিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে প্রজ্বলিত পাবকের প্রচণ্ড শিখা গগনে উত্থিত হইল; বিকট শব্দে চারি দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল; অন্ধকারময় নিশীথে অনলস্তূপ দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া সমস্ত নগর আলোকিত করিল। পুরবাসিগণ সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিল,জতুগৃহ করাল হুতাশনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; অনল, অনিলের সাহায্যে বর্দ্ধিত হইয়া গৃহের পর গৃহ ভস্মসাৎ করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারদর্শনে, তাহাদের মনস্তাপের সীমা রহিল না। পাণ্ডবগণ যে. মাতার সহিত গৃহ হইতে নিরাপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই, সুতরাং সকলেই ভাবিল, সমাতৃক পাণ্ডবেরা জতুগৃহের সহিত ভস্মাবশেষ হইয়াছেন। এই ভাবিয়া, পৌরগণ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত হইলে তাহারা পাণ্ডবদিগের

অনুসন্ধানার্থ ভস্মস্তূপ আলোড়িত করিতে লাগিল। একটি নিষাদী পঞ্চপুত্রের সহিত সেই রাত্রিতে জতুগৃহে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার ও তদীয় পুত্রপঞ্চকের অঙ্গারময় কঙ্কাল পৌরগণের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল। সুতরাং সমাতৃক পাণ্ডবগণ যে, অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাহাদের অণুমাত্র সংশয় রহিল না। এই সময়ে সেই বিশ্বস্ত খনক স্থানপরিষ্কার করিবার ছলে, সুরঙ্গদ্বার ভস্মস্তূপে আচ্ছাদিত করিল। পৌরগণের কেহই তদ্বিষয় জানিতে পারিল না। পৌরগণ পুরোচনের দগ্ধাবশিষ্ট কঙ্কালও দেখিতে পাইল। অনন্তর সকলেই পাণ্ডবদিগের অকাল মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া, বিলাপ করিতে করিতে, জতুগৃহদাহ এবং তৎসঙ্গে পুরোচন ও মাতৃসমবেত পাণ্ডবদিগের ভস্মাবশেষের সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাঠাইল। ধৃতরাষ্ট্র কৃত্রিম শোকপ্রকাশ পূর্ব্বক জ্ঞাতিবর্গের সহিত পাণ্ডবদিগের উদকক্রিয়াসম্পাদন করিলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠির মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিতজতুগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, অলক্ষ্যভাবে ভাগীরথীতটে উপনীত হইলেন, অনন্তর তরণীসংযোগে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া তটবর্ত্তী নিবিড় বনপ্রদেশে প্রবেশ করিলেন। এখন অরণ্য তাঁহাদের রাজ্য, আরণ্য বৃক্ষের তল তাঁহাদের আশ্রয়স্থল ও আরণ্য ফল তাঁহাদের খাদ্য হইল।

যাঁহারা সুরম্য রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন, বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বিবিধ ভোগ্য বস্তুতে তৃপ্তিলাভ করিতেন, এখন তাঁহারা নিরতিশয় দীনভাবে বিজন অটবী-বিভাগে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আশ-ঙ্কার অবধি ছিল না, দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না, দুর্দ্দশারও ইয়ত্তা ছিল না। পাছে দুরাত্মা দুর্য্যোধন তাঁহাদের সন্ধান পায়, তাঁহারা এই আশঙ্কায় ছদ্মবেশে নানাস্থানে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভিক্ষালব্ধ অন্নে কোন প্রকারে তাঁহাদের উদরপূর্ত্তি হইতে লাগিল। এইরূপ ভিক্ষাজীবী হইয়া, তাঁহারা ব্রাহ্মণের বেশে এক-চক্রা নগরীতে এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে পাঞ্চালরাজ্যের অধিপতি দ্রুপদ স্বীয় তনয়া কৃষ্ণার স্বয়ংবরের উদ্‌যোগ করিতেছিলেন। তৎ-কালে কৃষ্ণার ন্যায় লাবণ্যবতী কুমারী দৃষ্টিগোচর হইত না। রূপমাধুরীতে কৃষ্ণা রমণীসমাজে অতুলনীয়া ছিলেন। অসামান্যরূপনিধান কন্যারত্ন, ধনুর্ব্বেদবিশারদ উপযুক্ত পাত্রে সমর্পিত হয়, এই নিমিত্ত দ্রুপদ নৃপতিসমাজে ঘোষণা করিয়াছিলেন, যিনি এককালে পঞ্চশরদ্বারা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যভেদে সমর্থ হইবেন, তিনিই পাঞ্চাললক্ষ্মী কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন। এই সংবাদ

পাইয়া, বিভিন্নরাজ্যের নরপতিগণ পাঞ্চালের স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণবেশধারী পাণ্ডবগণও ব্রাহ্মণগণের সহিত পাঞ্চালরাজ্যে যাইয়া স্বয়ংবরসভায় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে আসনপরিগ্রহ করিলেন।

পাঞ্চালরাজ নগরের প্রান্তভাগে সুবিস্তৃত সমতল-ক্ষেত্রে স্বসংবরসভামণ্ডপনির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সভাগৃহ প্রাকার ও পরিখাদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ ও সুগন্ধ কুসুমমালাবলীতে অলঙ্কৃত ছিল। স্থানে স্থানে সমুন্নত তোরণরাজিবিরাজ করিতেছিল; চারি দিকে সুধাধবলিত প্রাসাদাবলী তুষারজালসমাচ্ছন্ন হিমগিরির ন্যায় শোভা পাইতেছিল। সুবাসিত অগুরু-ধূপে, গন্ধবারির পরিষেকে ও মঙ্গলময় তূর্য্যনিনাদে সভা-ভূমি সকলের হৃদয়হারিণী হইয়াছিল। মণিময় মঞ্চে বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত, বিভিন্নদেশের ভূপালগণ উপ-বেশন করিয়াছিলেন; অপর দিকে পৌরবর্গ ও জানপদগণ উপবিষ্ট হইয়া স্বয়ংবরসভার শোভাসন্দর্শন করিতেছিল। ব্রাহ্মণগণ যথাস্থলে আসনপরিগ্রহপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিতেছিলেন। পাণ্ডবগণ দরিদ্র ব্রাহ্মণের বেশে ব্রাহ্মণ-সমাজে উপবিষ্ট ছিলেন। আর মহার্হ মঞ্চে সুসজ্জিত ভূপালশ্রেণীর মধ্যে দুর্য্যোধনপ্রভৃতি কৌরবগণ আসন-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

অনন্তর মন্ত্রবিৎ পুরোহিত যথাবিধানে মাঙ্গলিক কার্য্য-সম্পাদন করিলে, কৃষ্ণা সর্ব্বাভরণভূষিতা হইয়া, হস্তে কাঞ্চনময় বরণপাত্র লইয়া, ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সভামণ্ডপে সমাগতা হইলেন। সভাস্থিত জনগণ নরপতি-দিগের মধ্যে কাহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, দেখিতে সাতিশয় কৌতূহলী হইয়া উঠিল। পাঞ্চালরাজকুমার দ্রৌপদীর সহিত সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, জলদগম্ভীরস্বরে ভূপাল-দিগকে কহিলেন, রাজগণ! শ্রবণ করুন। এই শরাসন ও এই নিশিত শরপঞ্চক রহিয়াছে; ঐ আকাশস্থিত কৃত্রিম মৎস্য ও তন্নিম্নে যন্ত্রমধ্যস্থ ছিদ্র লক্ষিত হইতেছে। যিনি জলমধ্যে লক্ষ্যের প্রতিবিম্ব দেখিয়া, যন্ত্রস্থিত ছিদ্র দিয়া পঞ্চশরদ্বারা লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, মদীয় ভগিনী কৃষ্ণা অদ্য তাঁহারই গলদেশে বরমাল্যসমর্পণ করিবেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া নিবৃত্ত হইলে, সভামধ্যে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। সকলেই লক্ষ্যভেদ দেখিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। কলরবনিবৃত্তি হইলে নৃপতিবর্গ একে একে আসন পরিত্যাগ করিয়া, লক্ষ্যভেদে দণ্ডায়-মান হইলেন; কিন্তু কেহই দুরানম্য শরাসন আনত করিয়া, জ্যারোপণে সমর্থ হইলেন না। দুর্য্যোধনপ্রভৃতি কৌরবগণও শরসন্ধানে বিফলপ্রযত্ন হইলেন। মহামতি

ভীষ্ম দারপরিগ্রহে বিমুখ ছিলেন। পাঞ্চালের স্বয়ংবর সভায় তাঁহার অসামান্য বাহুবল ও অব্যর্থ সন্ধানকৌশল প্রদর্শিত হইল না। পাণ্ডবগণের বিয়োগদুঃখে তিনি অতিমাত্র কাতর হইয়াছিলেন; এজন্য স্বয়ংবরসভার সমৃদ্ধিদর্শনেও উৎসুক হইলেন না। পাঞ্চালের বীরত্ব-প্রদর্শনভূমি বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের সংস্রবশূন্য রহিল।

বাহুবলদৃপ্ত রাজগণ একে একে হতোদ্যম হইলে, অর্জ্জুন ব্রাহ্মণসমাজ হইতে উত্থিত হইলেন। অর্জ্জুনের তদানীন্তন ছদ্মবেশ দেখিয়া, দুর্য্যোধনপ্রভৃতি ভূপতিগণ কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। এদিকে ব্রাহ্মণ-বেশধারী অর্জ্জুনকে লক্ষ্যভেদে উদ্যত দেখিয়া, ব্রাহ্মণগণ কোলাহল করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, ধনুর্ব্বেদবিশারদ মহারথগণ যে শরা-সন আনত করিতে পারেন নাই, অস্ত্রবিদ্যায় অনভিজ্ঞ দুর্ব্বল ব্রাহ্মণতনয় কিরূপে তাহা সহ্য করিবে? এই বটু চাপল্যপ্রযুক্ত ঈদৃশ দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহার সিদ্ধিলাভ না হইলে, আমরা ভূপতিসমাজে উপ-হাসাস্পদ হইব। কেহ কেহ বা কহিতে লাগিলেন, এই ব্রাহ্মণযুবক যেরূপ শ্রীসম্পন্ন, সেইরূপ সুগঠিত কলেবর ও উৎসাহশীল। ইঁহার অধ্যবসায়দর্শনে বোধ হইতেছে, ইনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। ব্রাহ্মণগণ

যখন এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন অর্জ্জুন শরাসনসমীপে অটলভাবে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং উহা অবলীলাক্রমে গ্রহণপূর্ব্বক জ্যাযুক্ত করিলেন; অনন্তর সজ্য শরাসনে পঞ্চশরসন্ধান পূর্ব্বক দুর্ভেদ্য লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিয়া ফেলিলেন। তখন সভামধ্যে, মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ উত্তরীয়সঞ্চালন করিয়া, উল্লাসপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, বাদ্যকরেরা উৎসাহসহকারে তূর্য্যবাদন করিতে লাগিল, সুকণ্ঠ মাগধগণ মধুরস্বরে স্তুতিপাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইল; মঞ্চস্থিত ভূপালগণ লজ্জায় অধোবদন হইয়া আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন; কৃষ্ণা বরমাল্য লইয়া, লক্ষ্যভেদকারী পার্থের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইলেন।

পাঞ্চালরাজ, কন্যারত্ন কাহার হস্তগত হইল, প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই; পাছে অজ্ঞাতকুলশীল কোন ব্যক্তি প্রাণাধিক তনয়ার পাণিগ্রহণ করে, এই আশঙ্কায় তিনি ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন; শেষে যখন জানিতে পারিলেন, ধনুর্ব্বেদবিশারদ পার্থ লক্ষ্যভেদপূর্ব্বক কন্যারত্ন লাভ করিয়াছেন, তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি রাজ্যমধ্যে উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। পুরবাসিগণ নানারূপ আমোদ করিতে

লাগিল। রাজা দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে পঞ্চ-পাণ্ডবের সহিত কৃষ্ণার বিবাহ দিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ দ্রুপদভবনে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়া, পরম-সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ জীবিত রহিয়াছেন, অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া পঞ্চভ্রাতায় মিলিয়া, দ্রৌপদীর সহিত পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইয়াছেন, এই সংবাদ ক্রমে চারি দিকে প্রচারিত হইল। হস্তিনাপুরবাসিগণও লোকমুখে এই সংবাদ শুনিতে পাইল। ভীষ্ম ইহা শুনিয়া, যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। পাণ্ডবদিগের বিয়োগে তিনি এতদিন নিদারুণ অন্তর্দাহে নিপীড়িত হইতেছিলেন। তাঁহার প্রসন্নভাব বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে কালিমার সঞ্চার হইয়াছিল, তাঁহার সুখশান্তি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি আত্মকুলের অধোগতি দেখিয়া, দিন দিন ম্রিয়মাণ হইতেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্য্যোধনের আদেশের বিরুদ্ধাচরণে তাঁহার অধিকার ছিল না। তিনি অসামান্যক্ষমতাশালী হইয়াও, উদাসীনভাবে রাজকীয় গর্হিত কার্য্য দেখিতেছিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহার সৎপরামর্শের বশবর্ত্তী না হইলেও, তিনি তাঁহাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিতে উদ্যত হয়েন নাই। তিনি অন্নদাতা প্রতিপালক প্রভুর প্রতিকূলাচরণ মহাপাপ

বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার লোকোত্তর চরিত এই রূপ পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই তদীয় মহান্ স্বার্থত্যাগ ও মহীয়সী কর্ত্তব্যবুদ্ধির নিদর্শন লক্ষিত হইতেছিল। পাণ্ডবদিগের প্রতি অত্যাচারে তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুপম ধীরতা ও অলোকসাধারণ সহিষ্ণুতার বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয় নাই। এখন পাণ্ডবগণ মাতার সহিত নিরাপদে ও অক্ষতশরীরে রহিয়াছেন, অধিকন্তু অর্জ্জুন, সমাগত রাজমণ্ডলীর মধ্যে লক্ষ্যভেদ পূর্ব্বক দ্রুপদের কন্যারত্নলাভ করিয়াছেন, এই সংবাদে, বর্ষীয়ান্ মহাপুরুষের কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ ও লোচনযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। মহাপুরুষ গলদশ্রুলোচনে সিদ্ধিদাতা বিধাতার নিকট সমাতৃক পাণ্ডবদিগের কুশলকামনা করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ পাঞ্চালের স্বয়ম্বরসভায় বিজয়শ্রীর অধিকারী হইয়াছেন শুনিয়া, ভীষ্মবিদুরপ্রভৃতি যেরূপ সন্তোষলাভ করিলেন, ধৃতরাষ্ট্রদুর্য্যোধনপ্রভৃতি সেই রূপ ক্ষুব্ধ হইলেন। কুরুকুলে এক পক্ষ অস্তগমনোন্মুখ শশধরের ন্যায় পরিম্লান হইলেন, অপর পক্ষ উদ্ভিন্ন কমলের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পাণ্ডবদিগকে জতুগৃহে দগ্ধ করিবার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া, দুর্য্যোধন পিতৃসমীপে অন্যরূপ কৌশলের উদ্ভাবন করিতে

লাগিলেন। কর্ণ ষড়যন্ত্রের পরিবর্ত্তে. সম্মুখসমরে পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিতে কহিলেন। ধৃতরাষ্ট্র যদিও দুর্য্যোধনের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, তথাপি ভীষ্মের জন্য সহসা কিছু করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি ভীষ্ম, বিদুর ও দ্রোণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বপ্রথম ভীষ্মের নিকটে, পাণ্ডবদিগের সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে প্রশান্তভাবে ও গম্ভীরস্বরে কহিলেন, বৎস! আমার সমক্ষে তুমি ও পাণ্ডু উভয়ই তুল্য। আমি সমান স্নেহে উভয়েরই প্রতিপালন করিয়াছি, সমান যত্নে উভয়কেই শিক্ষা দিয়াছি। তোমার পুত্রেরা আমার যেরূপ স্নেহভাজন, পাণ্ডুর পুত্রেরাও আমার সেইরূপ স্নেহাস্পদ। পাণ্ডবদিগের প্রতিপালন ও পরিরক্ষণ আমার যেরূপ কর্ত্তব্য, তোমারও সেইরূপ কর্ত্তব্য। পাণ্ডবগণ ও দুর্য্যোধনপ্রভৃতি কৌরববর্গ সকলেই আমার তুল্যরূপ আত্মীয়। এরূপ স্থলে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে কিরূপে আমার অভিরুচি হইতে পারে? আত্মবিগ্রহ সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য। পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদানপূর্ব্বক আত্মীয়ভাবে কালযাপন করাই উচিত। অনন্তর ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে কহিলেন,

বৎস! তুমি যেমন মনে করিতেছ, এই বিস্তৃত জনপদ আমার পৈতৃক রাজ্য; পাণ্ডবগণও সেইরূপ মনে করিয়া থাকে। যদি পাণ্ডবেরা রাজ্য প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে তুমি কোন্ বিধি অনুসারে রাজ্যলাভ করিবে? আর তোমার পর ভরতবংশে যে সকল রাজকুমার জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাই বা কিরূপে রাজ্য প্রাপ্ত হইবে? আমার মত এই, প্রীতিপ্রকাশপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান কর। বিবাদে কোন প্রয়োজন নাই। আত্মবিগ্রহ অনন্ত অনর্থের মূল। রাজ্যার্দ্ধপ্রদান করিলে, উভয় পক্ষেরই মঙ্গল; ইহার অন্যথাচরণ করিলে কাহারও মঙ্গল হইবে না. তোমারও অতিমাত্র অপকীর্ত্তি ঘোষিত হইবে। অতএব বৎস! কীর্ত্তিরক্ষায় যত্নশীল হও। ভূমণ্ডলে কীর্ত্তিই মানবের পরম ধন। কীর্ত্তিবিহীন ব্যক্তির জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তি লোকান্তরগত হইলেও ইহলোকে জীবিত থাকেন; কীর্ত্তিহীন ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও মৃত বলিয়া কথিত হয়। তুমি এখন কীর্ত্তিরক্ষারূপ কুলোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের অবলম্বিত পথের অনুবর্ত্তী হও। আমাদের সৌভাগ্যক্রমেই সমাতৃক পাণ্ডবগণ জীবিত রহিয়াছেন। পাপাত্মা পুরোচন পূর্ণমনোরথ না হইতেই

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি যে দিন শুনিয়াছি, মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ দগ্ধ হইয়াছেন, সেই দিন হইতে লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারি নাই; দুর্ব্বিষহ মনস্তাপে সেই দিন হইতে জীবন্মৃত রহিয়াছি। লোকে, পুরোচন দোষী না বলিয়া, তোমাতেই দোষারোপ করিয়া থাকে। এক্ষণে পাণ্ডবদিগকে আনিয়া রাজ্যার্দ্ধসমর্পণ পূর্ব্বক আত্মকলঙ্কক্ষালন কর। পাণ্ডবগণ একহৃদয়, একমতাবলম্বী ও ধর্ম্মনিরত, তাঁহারা অধর্ম্মবলে তুল্যাধিকার রাজ্যে বঞ্চিত হইতেছেন। যদি ধর্ম্মরক্ষা কর্ত্তব্য.হয়, যদি আমার প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠানে অভিলাষ হয়, যদি অবিচ্ছিন্ন আত্মকুশলের কামনা থাকে, তাহা হইলে পাণ্ডবদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান কর।

ভীষ্ম এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মসঙ্গত উপদেশ ফলোন্মুখ হইল। আচার্য্য দ্রোণ ও ধর্ম্মবৎসল বিদুর, উভয়েই প্রশস্তমনে তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন। কর্ণ এজন্য তাঁহাদের নিন্দা করিলেন। কিন্তু অসামান্যগাম্ভীর্য্যশালী ভীষ্ম তাহাতে বিচলিত হইলেন না। বর্ষীয়ান আচার্য্য ও বিদুরও তাহাতে নিরতিশয় উপেক্ষাপ্রদর্শন করিলেন।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের উপদেশানুসারে পাণ্ডবদিগকে আনিবার নিমিত্ত বিদুরকে দ্রুপদরাজ্যে পাঠাইলেন।

বিদুর পাঞ্চালরাজ্যে উপস্থিত হইলে, যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ মাতা ও নবপরিণীতা পত্নীর সহিত হস্তিনাপুরীতে যাত্রা করিলেন। পাণ্ডবগণ সমাতৃক ও সস্ত্রীক আসিতেছেন শুনিয়া, ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমন জন্য আচার্য্য কৃপ, দ্রোণ ও কতিপয় কৌরবকে পাঠাইয়া দিলেন। পুরবাসিগণ পাণ্ডবদিগের আগমনে প্রীত হইয়া কহিতে লাগিল, যিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে আমাদের প্রতি স্নেহপ্রদর্শন করিতেন, আজ সেই ধর্ম্মাত্মা পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পিতৃ-রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতেছেন, ইঁহার আগমনে বোধ হইতেছে, যেন লোকপ্রিয় মহারাজ পাণ্ডু আমাদের হিতসাধনার্থ লোকান্তর হইতে প্রত্যাগত হইতেছেন। পাণ্ডবদিগের প্রত্যাগমনে আজ আমাদের কতই আহ্লাদ, কতই আমোদ হইতেছে। যদি আমরা কখন দান করিয়া থাকি, যদি কখন হোম করিয়া থাকি, যদি তপস্যা-দ্বারা কখন আমাদের পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সুকৃতির বলে যেন পাণ্ডুনন্দনগণ শতায়ুঃ হইয়া, এই নগরে অবস্থিতি করেন। পাণ্ডবগণ পৌরবর্গের মুখে এইরূপ প্রীতিকর বাক্য শুনিতে শুনিতে রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক ভীষ্মধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতি গুরুজনের পাদবন্দনা করিলেন। কৌরবগণ সমাগত হইয়া তাঁহাদেয় কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ভীষ্ম প্রগাঢ়স্নেহসহকারে

আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদের প্রীতিবর্দ্ধন করিলেন। তাঁহারাও সকলকে সাদরসম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ভীষ্ম তাঁহাদিগকে ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে আসিতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা বিনীতভাবে ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে উপনীত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিলেন, এবং তাঁহাদের বাসের জন্য, খাণ্ডবপ্রস্থনগর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে উদ্যত হইলেন। দুর্য্যোধনের সহিত পুনর্ব্বার বিবাদ না হয়, এই জন্যই তাঁহাদের স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্ধারিত হইল। এবিষয় ভীষ্মেরও অনুমোদিত হইল। পাণ্ডবেরা প্রসন্নহৃদয়ে অরণ্যপথে খাণ্ডবপ্রস্থে যাত্রা করিলেন।





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাণ্ডবদিগের আগমনে খাণ্ডবপ্রস্থ শ্রীসম্পন্ন হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির রাজধানীর রমণীয়তার পরিবর্দ্ধনে যত্নশীল হইলেন। উহার চতুর্দ্দিক পরিখায় পরিবেষ্টিত ও সমুন্নত প্রাচীরে পরিশোভিত হইল। উহার সুবিস্তৃত রাজপথের উভয় পার্শ্বে সুচ্ছায় বৃক্ষসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত হইয়া, শোভাসম্পাদন করিল। উহার পরমরমণীয় সৌধমালা বিচিত্র শিল্পচাতুরীর পরিচয় দিতে লাগিল। উহার স্থানে স্থানে উদ্যানসমূহ সুদৃশ্য পুষ্পরাজিতে অলঙ্কৃত ও সুরম্য লতাবিতানে সজ্জিত হইল। উহার স্বচ্ছসলিলপূর্ণ সরোবরসমূহ, হংসবকচক্রবাকপ্রভৃতি বারিবিহঙ্গকুলে শোভিত হইল। সর্ব্ববেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ, সর্ব্বভাষাবিৎ ব্যক্তিগণ, সর্ব্বস্থানগামী ধনাকাঙ্ক্ষী ব্যবসায়িগণ ও সর্ব্ববিধকারুকার্য্যনিপুণ শিল্পিগণে উহা ক্রমে পরিপূর্ণ হইল।

পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থের রমণীয়তা ও জনবহুলতা দেখিয়া, প্রীতিলাভ করিলেন। ভীষ্ম পরম স্নেহাস্পদ যুধিষ্ঠিরের নবীন রাজধানীর শোভাসম্পত্তির বিষয় অবগত হইয়া, সন্তোষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইলেও, হস্তিনাপুরীতে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সকলের প্রতিই তাঁহার সমান স্নেহ ছিল। তিনি যুধিষ্ঠিরের অভ্যুদয়ে যেরূপ সন্তুষ্ট হইতেন, দুর্য্যোধনের উন্নতিতেও সেইরূপ সন্তোষপ্রকাশ করিতেন। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মপ্রবণতা, ভীমের বলশালিতা ও অর্জ্জুনের অস্ত্রকুশলতাদর্শনে তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল যে, পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে থাকিয়া, সুনিয়মে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে পারিবেন। অধিকন্তু সর্ব্বনীতিবিশারদ বাসুদেব যাঁহাদিগকে সদুপদেশ দিতেছেন, কোন বিষয়ে তাঁহাদের কোনরূপ ত্রুটি হইবে না। এইরূপ বিশ্বাসপ্রযুক্ত ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের সহিত বাস করিলেন না। তিনি বাল্যে যে স্থানে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, যৌবনে যেস্থানে পরমারাধ্য পিতৃদেবের পরিতোষসাধনজন্য, সুবিস্তৃত রাজ্যপরিত্যাগ পূর্ব্বক কালযাপন করিয়াছিলেন, প্রৌঢ়াবস্থায় যে স্থানের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন না। ভীষ্ম পূর্ব্বের ন্যায় কুরুরাজের অধীনতা

স্বীকার করিয়া, কৌরবরাজধানীতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে খাণ্ডবপ্রস্থে রাজধানীস্থাপন করিয়া, অবহিতচিত্তে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজনীতির গুণে সমস্ত জনপদ সমৃদ্ধ হইল, অরাতিকুল নির্ম্মূল হইল, প্রকৃতিবর্গ কুপথগামী না হইয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হইল। বিভিন্ন রাজ্যের ভূপতিগণ জিগীষাশূন্য হইয়া, উপহারদানে ও প্রিয়কার্য্যসম্পাদনে, তাঁহার সন্তুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন। তদীয় ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পরাক্রমে সসাগরা পৃথিবী তাঁহার করতলগত হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠির নিখিল রাজমণ্ডলের অধিপতি ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া, কৃষ্ণের মতানুসারে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

অবিলম্বে মহাযজ্ঞের সমুচিত আয়োজন হইতে লাগিল। শিল্পকরেরা যুধিষ্ঠিরের আদেশে সুপ্রশস্ত যজ্ঞায়তন ও নিমন্ত্রিতদিগের পৃথক পৃথক বাসের জন্য সুদৃশ্য গৃহসমূহনির্ম্মাণ করিল। আচার্য্য ধৌম্যের নির্দ্দিষ্ট যজ্ঞসম্ভারের সংগ্রহ ও নিমন্ত্রণার্থ বিভিন্ন স্থানে দূতপ্রেরণের ভার, সহদেবের উপর সমর্পিত হইল। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উপস্থিত হইয়া, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে

যজ্ঞের পৃথক পৃথক কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রদ্রোণপ্রভৃতি গুরুজন ও দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণের নিমন্ত্রণার্থে,নকুল হস্তিনাপুরীতে প্রেরিত হইলেন।

নকুল হস্তিনায় যাইয়া, বিনয়নম্রবচনে ভীষ্মপ্রভৃতি গুরুজন ও আচার্য্যপ্রমুখ বিপ্রগণের নিমন্ত্রণ করিলেন। যুধিষ্ঠির রাজসূয় মহাযজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন শুনিয়া, ভীষ্ম সন্তোষসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার যত্নাতিশয়ে যিনি সুশিক্ষিত হইয়াছেন,তিনি আজ চক্রবর্ত্তীর সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করিতেছেন, নিখিল রাজমণ্ডল আজ তাঁহার চরণপ্রান্তে অবনত মস্তক হইতেছেন, ইহাতে বৃদ্ধ কৌরবশ্রেষ্ঠ আশ্বস্ত হইলেন। বহু দিনের পর, তাঁহার হৃদয়ানলে শান্তিসলিল প্রক্ষিপ্ত হইল। অভীষ্ট বিষয়লাভে বর্ষীয়ান পুরুষসিংহ আজ নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিলেন। হস্তিনাপুরবাসী কৌরবগণ প্রসন্নচিত্তে নিমন্ত্রণগ্রহণপূর্ব্বক খাণ্ডবপ্রস্থে সমাগত হইলেন। যুধিষ্ঠির যথোচিত বিনয়সহকারে পিতামহ ও অপরাপর গুরুজনের চরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহাদিগকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আমি রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি। আপনারা অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক আমার সহায় হউন। আমার প্রভূত সম্পত্তিতে আপনাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে, যাহাতে

আমার সর্ব্বাঙ্গীন শ্রেয়োলাভ ও আরব্ধ কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে আপনারা মনোযোগী হউন। যুধিষ্ঠির এই বলিয়া নিবৃত্ত হইলে তাঁহারা সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে যোগ্যতানুসারে পৃথক পৃথক কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। অজাতশত্রুর শত্রুতাবোধ নাই। দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন খাণ্ডবপ্রস্থে আদরসহকারে পরিগৃহীত হইলেন। যুধিষ্ঠির স্নেহসহকারে উভয়ের উপর উভয়বিধ কার্য্যের ভার দিলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার ভার গ্রহণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র গৃহপতির ন্যায় রহিলেন। আচার্য্য কৃপ ধনরত্নসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষিণাপ্রদানের ভার লইলেন। দুর্য্যোধনের প্রতি উপায়নপ্রতিগ্রহের ভার সমর্পিত হইল। দুঃশাসন ভোজ্য দ্রব্যাদির তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত হইলেন। অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণগণের ও সঞ্জয় রাজগণের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বযং ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনের ভার গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের কিঙ্করকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রমে যজ্ঞস্থলে নিমন্ত্রিতবর্গের সমাগম হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সকলেই আত্মীয়বর্গসমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। ঋষিগণ, নৃপতিগণ, পুরবাসিগণ ও জনপদ-

বাসিগণে যজ্ঞস্থল পরিপূর্ণ হইল। সমাগত জনগণ যজ্ঞসভার শোভা, অভ্যর্থনার শৃঙ্খলা, পরিচর্য্যার পারিপাট্য ও যজ্ঞস্থলে রাশীকৃত অর্থ দেখিয়া, মুক্তকণ্ঠে ধর্ম্মরাজের প্রশংসা করিতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে মহাযজ্ঞের আরম্ভ হইল। যুধিষ্ঠির যেমন সহস্র সহস্র লোকের উপায়নগ্রহণ করিলেন, সেইরূপ মুক্তহস্তে ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিলেন। কেহই প্রার্থনীয় বিষয়লাভে বঞ্চিত হইল না। যে, যে বিষয়ের প্রার্থনা করিতে লাগিল, সে তত্তৎ বিষয় বহুলপরিমাণে প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে রাজসূয় যজ্ঞে সমারোহ ও দানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল।

ভীষ্ম এই মহাযজ্ঞে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচারের ভার গ্রহণ করিয়া, আপনার সমীক্ষ্যকারিতা ও গুণগ্রাহিতার সবিশেষ পরিচয় দিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! আচার্য্য, ঋত্বিক, স্নাতক, নৃপতিপ্রভৃতি গুণশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ অর্ঘ্যগ্রহণের যোগ্য পাত্র। ইঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞভূমিতে অগ্রে অর্ঘ্যদ্বারা তাঁহারই অর্চ্চনা কর। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন আর্য্য! আপনি কোন্ অসাধারণ ব্যক্তিকে অগ্রে অর্ঘ্যপ্রদানের উপযুক্ত বিবেচনা করেন, আজ্ঞা করুন। ভীষ্ম ভগবান্ কৃষ্ণকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন.

বৎস! জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে ভাস্কর যেমন সর্ব্বাতিশায়িনী প্রভাদ্বারা শ্রেষ্ঠতালাভ করিয়াছেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ পরাক্রমে জীবলোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন। সৌরকরসমাগমে পৃথিবী যেমন উদ্‌ভাসিত হয়, বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চালনে জীবহৃদয় যেমন প্রফুল্ল হয়, কৃষ্ণসমাগমে আমাদের সভাও সেইরূপ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। অতএব এই শ্রেষ্ঠ পুরুষকেই অর্ঘ্যপ্রদান করা কর্ত্তব্য। ভীষ্ম এইরূপ কহিলে, যুধিষ্ঠির অর্ঘ্যদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর সহদেব ভীষ্মকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণকে যথাবিধি অর্ঘ্য দিলেন। শ্রীকৃষ্ণও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধান অনুসারে অর্ঘ্যের প্রতিগ্রহ করিলেন। সেই সমৃদ্ধিশালিনী সভায় দ্বারাবতীরাজকে সম্মানিত ও সম্পূজিত হইতে দেখিয়া, চেদিরাজ শিশুপাল সাতিশয় অসূয়াপরতন্ত্র হইয়া উঠিলেন এবং ভীষ্ম, কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করিতে করিতে আসনপরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মপক্ষের রাজগণসমভিব্যাহারে সভা হইতে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। যুধিষ্ঠির প্রীতিস্নিগ্ধ মধুরবচনে তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু শিশুপাল কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ভীষ্ম ও কৃষ্ণের নিন্দা করিয়া, আত্মপ্রাধান্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইলেন।

যুধিষ্ঠিরের প্রণয়গর্ভবচনেও শিশুপালকে শান্ত না

দেখিয়া, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! লোকপূজিত শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা যাঁহার অভিমত নয়, এ বিষয়ে হিতকর বাক্য বলিলেও যে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠে, তাহার অনুনয় করিয়া কি হইবে? অনন্তর তিনি শিশুপালকে কহিলেন, চেদিরাজ! কৃষ্ণের পরাক্রমে পরাভূত না হইয়াছেন, এমন একটি মহীপালও এই রাজসমাজে দৃষ্ট হয়েন না। কৃষ্ণ কেবল আমাদের অর্চ্চনীয় নহেন, ত্রিভুবনেও ইঁহার অর্চ্চনা হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমরা কৃষ্ণকেই অর্ঘ্য দান করিয়াছি। এ বিষয়ে তোমার অসূয়াপ্রকাশ করা উচিত নয়। আমি অনেক স্থানে অনেক লোক দেখিয়াছি, অনেক জ্ঞানবৃদ্ধ সাধু পুরুষের সহিত আলাপ করিয়াছি, সকলেই মুক্তকণ্ঠে কৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। অলোকসাধারণ ক্ষমতা, অনন্যসাধারণ বীরত্ব ও লোকাতিশায়িনী কীর্ত্তিতে কৃষ্ণ সর্ব্বত্র প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন। তিনি বয়সে বালক হইলেও, নিখিল বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী ও সমধিকবিক্রমশালী। মানবলোকে তাঁহার ন্যায় বেদবেদাঙ্গসম্পন্ন, বিনয়শালী, যশস্বী ও তেজস্বী মহাপুরুষ দ্বিতীয় নাই। আমরা কোনরূপ সম্বন্ধের অনুরোধ বা উপকারের প্রত্যাশায়, তাঁহার অর্চ্চনা করি নাই। তদীয় অসামান্য গুণাবলীর সম্মা-

নার্থেই তাঁহাকে অর্ঘ্যদান করিয়াছি। এবিষয়ে আমাদের কোনরূপ পক্ষপাত নাই; কোনরূপ উপরোধপরতন্ত্রতা নাই বা কোনরূপ অভিনিবেশশূন্যতা নাই। আমরা স্থিরচিত্তে গুণাবলীর পর্য্যালোচনা করিয়া, পুরুষপ্রধান কৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া, স্বীকার করিয়াছি। তুমি বালচাপল্যের বশবর্ত্তী হইয়াই, কৃষ্ণের অনন্যসাধারণ গুণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছ না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধর্ম্মের মর্ম্ম যেরূপ বুঝিতে পারেন, অন্যে সেরূপ পারে না। এই মহতী সভায় সমাগত ঋষিগণ, বিপ্রগণ ও মহীপালগণ মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কৃষ্ণ অর্চ্চনীয় বলিয়া বোধ করেন না? কেই বা তাঁহার প্রতি অনাদর-প্রদর্শন করিয়া থাকেন? গুণিসমাজে গুণই পূজার বিষয়, কেবল বয়োবৃদ্ধ হইলেই লোকে পূজনীয় হয় না। শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা যদি ন্যায়সঙ্গত বোধ না হয়, তাহা হইলে তোমার যেরূপ অভিরুচি হয়, কর।

ভীষ্ম সভামধ্যে এইরূপ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন। তাঁহার উদারতা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল, সকলেই পুলকিত হইয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিল। তিনি বয়োবৃদ্ধ হইয়াও, অল্পবয়স্ক ব্যক্তির গুণের যেরূপ মর্য্যাদারক্ষা করিলেন, তাহাতে তদীয় মহানুভাবতার একশেষ প্রদর্শিত হইল। কিন্তু

বিমূঢ় ব্যক্তির কঠোর হৃদয় উহাতে আর্দ্র হইল না। ভীষ্মের বাক্যাবসানে শিশুপাল ও তৎপক্ষীয় ভূপালগণ কোলাহল করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, ক্রোধারক্তনয়নে ও কঠোর-বচনে শ্রীকৃষ্ণের ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির রাজমণ্ডলকে এইরূপ সংক্ষুব্ধ দেখিয়া, সাতিশয় চিন্তিত হইয়া, ভীষ্মকে কহিলেন, আর্য্য! শিশুপাল ও তৎসহ-যোগী রাজগণ উত্তেজিত হইয়াছেন, যাহাতে যজ্ঞের বিঘ্ন ও প্রজালোকের অহিত না হয়, তাহার উপায়বিধান করুন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে অভয় দিয়া কহিলেন, বৎস! উৎকণ্ঠিত হইও না। আরব্ধ যজ্ঞের কোন বিঘ্ন হইবে না। আমাদের অর্চ্চিত কৃষ্ণ স্বয়ং এই উত্তেজনার গতি-রোধ করিবেন। এই অবসরে শিশুপাল বলিয়া উঠি-লেন, ভীষ্মের জীবন এই মহীপালদিগের ইচ্ছাধীন রহিয়াছে। এই কথা শুনিবামাত্র, তেজস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ তেজস্বিতায় অটল হইয়া, জলদগম্ভীরস্বরে শিশুপালকে কহিলেন, চেদিরাজ! তুমি কহিতেছ, আমি এই মহীপাল-দিগের ইচ্ছানুসারে জীবিত রহিয়াছি, কিন্তু আমি ইঁহাদিগকে তৃণতুল্যও মনে করি না। আমার জীবন আত্মশক্তিতে রক্ষিত হইবে। আমি সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে যে পরামর্শ দিয়াছি, তজ্জন্য কেহ

আমার বিরোধী হইলেও, আমি তাঁহার নিকটে মস্তক অবনত করিব না। যত দিন ক্ষত্রিয়শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে বর্ত্তমান থাকিবে, যত দিন মহীয়সী বীরত্বকীর্ত্তি বীরেন্দ্রসমাজের একমাত্র সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে, যত দিন তেজস্বী পুরুষের আত্মাদর ও আত্মসম্মান সর্ব্বাবস্থায় অটলভাবের পরিচয় দিবে, তত দিন ভীষ্ম তেজস্বিতায় বিসর্জ্জন দিয়া, পরপদানত হইবে না।

ভীষ্ম এই বলিয়া নিবৃত্ত হইলে, সেই মহতী সভা কোলাহলময়ী হইয়া উঠিল। শিশুপালপক্ষীয় নরপতিগণ নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ উচ্চ-হাস্য করিয়া উঠিলেন, কেহ কেহ ভীষ্মের কুৎসা করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা কহিলেন, এই দুর্ম্মতি ভীষ্ম ক্ষমাযোগ্য নহে। অতএব ইহাকে পশুর ন্যায় নিহত অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর। তেজস্বী ভীষ্ম ইহা শুনিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে ও গম্ভীরস্বরে সেই নৃপতিদিগকে কহিলেন, রাজগণ! আমি দেখিতেছি, তোমাদের বাক্য শেষ হইবার নহে। উত্তরোত্তর যত কহিবে, ততই কথা চলিবে। তোমরা আমাকে পশুর ন্যায় নিহত বা প্রজ্বলিত পাবকেই দগ্ধ কর, আমি তোমাদের পরাক্রম অতি সামান্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি। আমরা শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়াছি, কৃষ্ণও সম্মুখে উপস্থিত

রহিয়াছেন, যাঁহার মৃত্যুকামনা ও রণকণ্ডুয়ন হইয়া থাকে, তিনি বাসুদেবের সহিত যুদ্ধ করুন।

ভীষ্মের কথা শুনিয়াই, শিশুপাল দ্বন্দ্বযুদ্ধে উদ্যত হইলেন। তিনি কৃষ্ণের অর্চ্চনাদর্শনে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণের সমক্ষে তাঁহার প্রাধান্যস্থাপনবাসনা বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তিনি বিলম্ব না করিয়া, অসিগ্রহণপূর্ব্বক বাসুদেবকে সমরে আহ্বান করিলেন; কিন্তু তাঁহার বাসনা ফলবতী হইল না। তিনি বাসুদেবের পরাক্রমে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। যুধিষ্ঠির অনুজগণদ্বারা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসম্পাদন করাইলেন, এবং তদীয় পুত্রকে চেদিরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

অনন্তর অসীম সমারোহে রাজসূয় যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইল। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মানুরাগে, ধনঞ্জয়ের ধৈর্য্যে, বৃকোদরের পরাক্রমে, নকুলের শুদ্ধভাবে, সহদেবের গুরুশুশ্রূষায়, কৃষ্ণের প্রভুতায়, সর্ব্বোপরি ভীষ্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচারে, মহাযজ্ঞের কোনও অঙ্গহানি হইল না। যজ্ঞান্তে নিখিল রাজমণ্ডল সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট যুধিষ্ঠিরের প্রতি সমুচিত সম্মানপ্রদর্শন করিলেন। এই রূপে রাজসূয় মহাযজ্ঞে রাজমণ্ডলের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। যুধিষ্ঠিরকে সাম্রাজ্যে

প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া, ভীষ্ম সাতিশয় হর্ষলাভ করিলেন। কৃষ্ণের আহ্লাদের সীমা রহিল না। বয়োবৃদ্ধ অতীতবেদীরা কহিতে লাগিলেন, ঈদৃশ সমৃদ্ধিপূর্ণ, ঈদৃশ শৃঙ্খলাসম্পন্ন ও ঈদৃশ সুমারোহযুক্ত মহাযজ্ঞ কখনও তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। এই মহাযজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের চক্রবর্ত্তিত্ব-লাভ সর্ব্বতোভাবে ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। যজ্ঞের সমাপন হইলে, নিমন্ত্রিতগণ, পরিচর্য্যায় পরিতোষিত ও ধনমানে সম্পূজিত হইয়া, বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে তদীয় অনুজগণ স্বাধিকারের সীমা পর্য্যন্ত সকলের অনুগমন করিয়া, রাজ-ধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণ প্রস্থান করিলে, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন বৎস! তোমার অনু-ষ্ঠিত মহাযজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল দেখিয়া, আমি চরিতার্থ হইয়াছি। তুমি সসাগরা পৃথিবীর রাজমণ্ডলকে বশীভূত করিয়া, সম্রাটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন ও ন্যায়ানুসারে সাম্রাজ্যশাসন করিতেছ, বলবতী ধর্ম্মনিষ্ঠায় ভূলোকে ধর্ম্মরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছ। ইহা অপেক্ষা আমার আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে? স্বহস্তরোপিত বৃক্ষ শ্যামল-পত্রাবলীতে শোভিত ও অমৃতময়ফলে অবনত দেখিলে, যেরূপ আহ্লাদের সঞ্চার হয়, তোমার অসামান্য বিনয়-

সহকৃত অভ্যুদয়ে আমার হৃদয় সেইরূপ প্রফুল্ল হইয়াছে। আমি অনুক্ষণ সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাদের কুশলকামনা করিতেছি। ভগবান বাসুদেবের সহায়তায় তোমাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক। তোমার অলোকসাধারণ ক্ষমতায় ও ধর্ম্মনিষ্ঠায়, আমাদের পবিত্র কুল উজ্জ্বল হউক। বহু বৎসর হইল, আমি রাজ্যপরিত্যাগ করিয়াছি, এবং বহু বৎসর অবিকারচিত্তে কুরুরাজের শুশ্রূষা করিয়া, এখন বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। এই সময়ে তোমাকে রাজাধিরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম, ইহাই আমার পরমলাভ। ভীষ্ম এই বলিয়া বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রাদির সহিত হস্তিনাপুরে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও দ্বারাবতীতে গমন করিলেন।

হস্তিনাপুরীতে প্রত্যাগত হইয়া, দুর্য্যোধন বিষণ্ণচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের অতুল্য সমৃদ্ধি, অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ও সর্ব্বিগুলাধিপত্য দেখিয়া, তিনি আবার অসূয়াপরতন্ত্র হইলেন। যুধিষ্ঠির খাণ্ডবপ্রস্থে তাঁহার প্রতি যেরূপ স্নেহপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং যেরূপ সৌভ্রাত্র দেখাইয়া, তাঁহার উপর আত্মীয়ভাবে যজ্ঞীয় কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন, তাহা তিনি ভুলিয়া গেলেন। এখন সেই পরমপ্রীতিময় জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনিষ্ট-

সাধনই তাঁহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়া উঠিল। কিরূপে যুধিষ্ঠিরের ক্ষমতা বিলুপ্ত, সম্পত্তি হস্তগত ও সাম্রাজ্য অধিকারভুক্ত হয়, এখন তিনি অনুক্ষণ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন। এজন্য সুবলনন্দন পণ রাখিয়া, যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। এবিষয় ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের অনুমোদিত হইল। ভীষ্ম দ্যূতক্রীড়ার অনিষ্টকারিতার সম্বন্ধে দুর্য্যোধনকে অনেক উপদেশ দিলেন। বিদুর ও দ্রোণও ভীষ্মের উপদেশের অনুমোদন করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্য্যোধন সে উপদেশের বশবর্ত্তী হইলেন না। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে হস্তিনায় যাইয়া, অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুবলতনয়ের চাতুরীতে প্রথম বারে তাঁহার পরাজয় হইল। তিনি দ্বিতীয় বারেও সুবলকুমারের প্রতারণায় পরাজিত হইলেন। দ্বিতীয় বারে পণ ছিল, দুর্য্যোধনের পক্ষ পরাজিত হইলে, তাঁহারা রাজ্যপরিত্যাগ ও অজিন-পরিধান পূর্ব্বক ছদ্মবেশে দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে বাস করিবেন, তৎপরে তাঁহাদিগকে এক বৎসর কাল কোন জন-সমাকীর্ণ স্থানে অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইবার পূর্ব্বে যদি তাঁহারা পরিজ্ঞাত হয়েন, তাহা হইলে আবার দ্বাদশ বৎসরের জন্য মহারণ্যে প্রবেশ

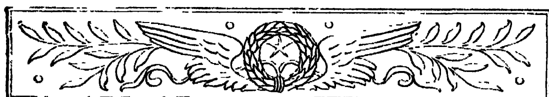
করিবেন। যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলে তাঁহাকেও অনুজগণ ও কৃষ্ণার সহিত ঐরূপ বনবাস ও অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে।

যুধিষ্ঠির দ্যূতে পরাজিত হইয়া, পণানুসারে রাজবেশ পরিত্যাগ করিলেন এবং অজিনপরিধানপূর্ব্বক অনুজগণ ও কৃষ্ণার সহিত ভীষ্মধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতি গুরুজনের চরণ-বন্দনা করিয়া, অরণ্যযাত্রায় উদ্যত হইলেন। ভীষ্ম ও কুন্তী, গদ্গদশ্রুলোচনে তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। পুরবাসিগণ তাঁহাদিগকে অরণ্যবাসে উদ্যত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। বালকবালিকা অশ্রুপূর্ণ-লোচনে তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইল, যুবকযুবতী বিষণ্ণ-বদনে তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল, বর্ষীয়ান্ ও বর্ষীয়সী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাঁহাদের অনুগমন করিল। সমগ্র খাণ্ডবপ্রস্থ ও হস্তিনাপুর যেন দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইয়া, করুণস্বরে তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন ও নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির পুরবাসীদিগকে প্রীতিমধুর বাক্যে কহিলেন, পৌরগণ! আমাদের কোন গুণ না থাকিলেও, আপনারা করুণাবশবর্ত্তী হইয়া গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, ইহাতে আমরা চরিতার্থ হইলাম। আমি ভ্রাতৃগণের সহিত আপনাদিগকে যাহা জানাইতেছি, আপনারা তাহার অন্যথা করিবেন না। হস্তিনাপুরে

পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ধর্ম্মবৎসল বিদুর ও জননী কুন্তী রহিলেন। তাঁহারা শোকসন্তাপে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। আপনারা আমাদের হিতকামনায়, যত্ন-পূর্ব্বক তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। আমি আপনাদের হস্তে আত্মীয়গণের রক্ষার ভার সমর্পণ করিলাম। সম্প্রতি আপনারা আমাদের অনুগমনে নিবৃত্ত হউন, তাহা হইলেই আমি পরিতুষ্ট হইব।

যুধিষ্ঠিরের এইরূপ মধুরবচনে পৌরগণ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে নিবৃত্ত হইল। পাণ্ডবগণও কৃষ্ণার সহিত পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর তীরে গমন করিলেন। অনন্তর, তাঁহারা সেই স্থান হইতে তপোবনবিহারী তাপসের বেশে অরণ্যচারী হইলেন। যুধিষ্ঠিরের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য দুর্য্যোধনের হইল।





সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাণ্ডবদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া, ভীষ্ম আবার গভীর শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়দর্শনে তাঁহার যেরূপ আহ্লাদের সঞ্চার হইয়াছিল, এখন যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবদিগের বনবাসে তাঁহার সেইরূপ বিষাদের আবির্ভাব হইল। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের পাপবুদ্ধিতে শীঘ্র ঘোরতর আত্মবিগ্রহ ঘটিবে। সেই আত্মবিগ্রহে আত্মকুলের বিধ্বংস হইবে। ভীমসেন যেরূপ অসহিষ্ণু, অর্জ্জুন যেরূপ পরাক্রান্ত, তাহাতে তাঁহারা দুর্য্যোধনকৃত অবমাননা সহিতে পারিবেন না। ভীষ্ম এইরূপ দুশ্চিন্তায় সাতিশয় বিষণ্ণচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে পাণ্ডবগণ অতিকষ্টে অরণ্যে অরণ্যে দ্বাদশ বৎসরযাপন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা অপরিজ্ঞাত-ভাবে মৎস্যরাজ্যের অধিপতি বিরাটের ভবনে ত্রয়োদশ

বৎসরযাপনের ইচ্ছা করিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। তাঁহারা দুরারোহ পর্ব্বতের শিখরস্থিত এক প্রকাণ্ড শমীবৃক্ষে আয়ুধসমূহস্থাপন করিয়া ছদ্মবেশে বিরাটভবনে গমন করিলেন, এবং তথায় ভিন্ন ভিন্ন নাম পরিগ্রহপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির কঙ্কনাম-ধারণ করিয়া, রাজা বিরাটের অক্ষক্রীড়ক বয়স্য হইলেন। ভীম বল্লবনামপরিগ্রহপূর্ব্বক সূপকার্য্যের ভারগ্রহণ করিলেন। অর্জ্জুন স্ত্রীবেশধারণপূর্ব্বক বৃহন্নলানামে পরিচয় দিয়া, বিরাটরাজকুমারী উত্তরাকে নৃত্যগীতশিক্ষা দিতে লাগিলেন। নকুল গ্রন্থিকনামে পরিচিত হইয়া, বিরাটের অশ্বপালনভার গ্রহণ করিলেন, সহদেব গোপ-বেশধারণ ও অরিষ্টনেমিনাম পরিগ্রহ করিয়া, গোপালন-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। আর কৃষ্ণা সৈরিন্ধ্রীনামে পরি-চিতা হইয়া, বিরাটমহিষী সুদেষ্ণার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসসময়ে সাধারণের পরিজ্ঞাত হয়েন, এই উদ্দেশ্যে রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদের অনুসন্ধা-নার্থে স্থলপথে ও জলপথে চর প্রেরণ করিয়াছিলেন। চরগণ নানাবেশে নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াও পাণ্ডব-দিগের কোন সংবাদ পাইল না। পাণ্ডবগণ বিরাটনগরে

এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিয়া, এরূপ স্থনিয়মে অবলম্বিত কার্য্যসম্পাদন করিতেছিলেন যে, দুর্য্যোধনের প্রেরিত চরগণ কোন ক্রমে উক্ত গোপনীয় বিষয়ের উদ্ভেদ করিতে পারিল না। তাহারা বিফলমনোরথ হইয়া, হস্তিনায় প্রত্যাগত হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন ভীষ্ম-দ্রোণপ্রভৃতি মন্ত্রিবর্গ ও ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া, সভায় সমাসীন রহিয়াছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া, চরগণের আগমনসংবাদ জানাইল। দুর্য্যোধন তাহা-দিগকে ত্বরায় সভায় আনিতে আদেশ দিলেন। কুরু-রাজের আদেশে চরেরা সভায় উপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিল, মহারাজ! আমরা অপ্রতিহত যত্নসহকারে বিবিধ পাদপরাজিসমাবৃত নানামৃগপরিপূর্ণ দুরবগাহ অরণ্য, উত্তুঙ্গ শৈলশেখর, দুষ্প্রবেশ দুর্গসমূহ, জনসমা-কীর্ণ রাজ্য, বিচিত্রসৌধমালাপরিবৃত রাজধানী প্রভৃতি সকল স্থলেই অনুসন্ধান করিলাম, পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণার সহিত কোন্ পথে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, কোন্ স্থানে কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না। বোধ হয়, তাঁহারা বিজন মহারণ্যে শ্বাপদগণকর্ত্তৃক বিনষ্ট বা অপরিচিত প্রদেশে অরাতিগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। আমরা বিরাটরাজ্যে যাইয়া শুনিলাম, রাজা বিরাটের সেনাপতি, ভবদীয়

পরমশত্রু কীচক গভীর নিশীথে অপরিচিত ও অপরিদৃষ্ট গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। এখন সবিশেষ পর্য্যা-লোচনা করিয়া, য়াহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, অনুমতি করুন।

রাজা দুর্য্যোধন চরদিগের কথা শুনিয়া, কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিলেন, অনন্তর উদ্বিগ্নচিত্তে ভীষ্মপ্রমুখ মন্ত্রিগণকে, এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, নির্দ্ধারণ করিতে কহিলেন। মহামতি ভীষ্ম দুর্য্যোধনের অন্নে প্রতিপালিত হইলেও পাণ্ডবদিগের অহিতকারী ছিলেন না। তিনি দুর্য্যোধনকে কহিলেন, বৎস! যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা আছে, তদ্বিষয়ে মাদৃশ লোকের উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমি তোমার যেরূপ শুভকামনা করি, যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতিরও সেইরূপ মঙ্গল-কামনা করিয়া থাকি। অজ্ঞাতবাসসময়ে পাণ্ডবগণ তোমার পরিজ্ঞাত হউন, আবার তাঁহারা নিবিড় অরণ্যে দ্বাদশ বৎসরযাপন করুন, ইহা আমার কখনও অভিপ্রেত নহে। এ বিষয়ে আমি যাহা কহিতেছি, তাহা ন্যায়-সঙ্গত; ঈর্ষ্যামূলক নহে। অধিকন্তু সত্যব্রত ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সভামধ্যে ন্যায়ানুগত ও যথার্থ উপদেশই দান করিয়া থাকেন, সুতরাং আমি যথার্থ কথা না কহিলে, ধর্ম্ম পরিভ্রষ্ট হইব। তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন আমি তোমায় স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি, যুধিষ্ঠির সত্য, ধৃতি,

ক্ষমা,তেজস্বিতা,সরলতাপ্রভৃতি সদ্‌গুণের অদ্বিতীয় পাত্র। তিনি যে স্থানে অবস্থিতি করিবেন, সে স্থান তদীয় পুণ্য-বলে দোষস্পর্শশূন্য হইবে। সে স্থানের অধিবাসিগণ সদাচরণে ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিবে। যুধিষ্ঠিরের অনন্যসাধারণ ধর্ম্মবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া, তাহারা অনুক্ষণ ধর্ম্মপথে বিচরণ করিবে। ভীষ্ম এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, আচার্য্য দ্রোণপ্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ ও ধর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন বিরাটসেনাপতি কীচকের নিধন-সংবাদে উৎসাহিত হইয়া, কর্ণপ্রভৃতির পরামর্শে ভীষ্ম-দ্রোণপ্রমুখ বীরগণের সহিত বিরাটের গোধনহরণে যাত্রা করিলেন। গোগৃহে কৌরব সৈন্য সমাগত হইলে, বিরাট-কুমার উত্তর সুসজ্জিত সৈন্যসহ গোধনরক্ষার উদ্যত হইলেন। বৃহন্নলাবেশধারী অর্জ্জুন উত্তরের সারথিপদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি যখন বিরাটকুমারকে কৌরব বীরগণের সম্মুখে চিন্তাকুল দেখিলেন,তখন শমীবৃক্ষ হইতে চিরপ্রসিদ্ধ গাণ্ডীব শরাসন ও শায়কসমূহ লইয়া, উত্তরকে সারথি করিয়া, স্বয়ং যুদ্ধে উদ্যত হইলেন। কৌরব-সৈন্য গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনকে সহজেই চিনিতে পারিল। ভীষ্ম অর্জ্জুনের অসামান্য পরাক্রম, প্রফুল্ল মুখমণ্ডল ও

জ্যাযুক্ত গাণ্ডীবে নিশিত শরজালের সমাবেশ দেখিয়া, যুগপৎ আহ্লাদ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। বীরপুরুষ বীরের গুণগ্রাহী ছিলেন। কৌরবসভায়, ভীষ্মদ্রোণ-ব্যতিরিক্ত আর কেহই অর্জ্জুনের বীরত্ব ও অস্ত্রপ্রয়োগ-কৌশলের মর্ম্মপরিগ্রহে সমর্থ ছিলেন না। ভীষ্ম অর্জ্জুনকে যুদ্ধবেশে সমাগত দেখিয়া, আপনাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অজ্ঞাতবাসকালে অর্জ্জুনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে আবার দ্বাদশ বৎসর মহারণ্যে বাস করিতে হইবে, দুর্য্যোধন এই বলিয়া, যখন আহ্লাদ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন ভীষ্ম তাঁহাকে কহিলেন, কুরুরাজ! পাণ্ডবেরা কৃতী, লোভবিহীন ও পরমধার্ম্মিক। তাঁহারা ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইবেন, ইহা, সম্ভব বোধ হয় না। আমি গণনা করিয়া দেখিয়াছি, অজ্ঞাতবাসে তাঁহাদের পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াও, পাঁচ মাস অধিক হইয়াছে। অর্জ্জুন ইহা জানিয়াই যুদ্ধার্থ সমাগত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। পাণ্ডবদিগকে যদি কোন অসদুপায়দ্বারা রাজ্যলাভের অভিলাষ থাকিত, তাহা হইলে সেই কপটদ্যূতক্রীড়ার সময়েই তাঁহারা পরাক্রমপ্রকাশ করিতেন। তাঁহারা অবলীলাক্রমে মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, কিন্তু কখনও অসত্যপথে পদার্পণ করেন

না। ইহা বলিয়া,ভীষ্ম অস্ত্রচালনায় অর্জ্জুনের প্রাধান্যকীর্ত্তন করিলেন। দ্রোণও অর্জ্জুনের প্রাধান্যনির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন ও কর্ণ উহাতে উপেক্ষা করিয়া আত্মপ্রাধান্যপ্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইলেন। ভীষ্ম কুরুরাজের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে রণস্থলে অর্জ্জুনের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে হইল। তিনি ব্যূহরচনা করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সমরে অর্জ্জুনের জয়লাভ হইল। কৌরবগণ, গোধনহরণে অকৃতকার্য্য হইয়া, হস্তি-নায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

রাজা বিরাট উত্তরের নিকটে অর্জ্জুনের পরিচয় ও গোধন রক্ষার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, আহ্লাদিত হইলেন, পরে যখন কৃষ্ণাসমবেত পাণ্ডবগণ তাঁহার পরিচিত হইলেন, তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি অর্জ্জুনের হস্তে স্বীয় কন্যারত্ন সমর্পণের প্রস্তাব করি-লেন। কিন্তু অর্জ্জুন সংবৎসরকাল বিরাটকুমারীর শিক্ষাদানকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি স্বীয় শিষ্যার প্রতি যেরূপ স্নেহপ্রদর্শন করিতেন, শিষ্যাও সম্মানভাজন আচা-র্য্যের প্রতি সেইরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইতেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া অর্জ্জুন উত্তরাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই সৎপ্রস্তাব রাজা

বিরাটের অনুমোদিত হইল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের তনয় অভিমন্যুকে লইয়া, আত্মীয়গণের সহিত বিরাট-রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা দ্রুপদও আত্মীয়-গণ সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিলেন। বিরাটনগরে মহাসমারোহে অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ হইল।

বিবাহোৎসবের অবসানে পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণদ্রুপদপ্রভৃতি আত্মীয়গণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, রাজ্যপুনঃপ্রাপ্তির পরামর্শ করিতে লাগিলেন, উভয় পক্ষে সন্ধিস্থাপনজন্য রাজা দ্রুপদের পুরোহিতকে হস্তিনাপুরে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত হইল। পুরোহিত হস্তিনাপুরে সমাগত হইলে, প্রতিহারী কৌরবসভায় ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! একজন বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বিরাট-নগর হইতে পাণ্ডবদিগের সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন, অনুমতি হইলে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সভায় আনিতে আদেশ দিলেন। প্রতীহারী ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, পাঞ্চালরাজের পুরোহিতকে সঙ্গে করিয়া, পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল। সভাস্থিত কৌরবগণ পুরোহিতের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ব্রাহ্মণ আসনপরিগ্রহপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের কুশলবার্ত্তাবিজ্ঞাপন ও কৌরবদিগের অনাময়জিজ্ঞাসা করিলেন, অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও সভাস্থিত কৌরব-

বর্গের সমক্ষে, কঠোর ভাষায় দুর্য্যোধনের ভর্ৎসনা, পাণ্ডবদিগের গুণগৌরবঘোষণা ও যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রার্থনা করিলেন। ধীরপ্রকৃতি ভীষ্ম ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কহিলেন, ভগবন্! সৌভাগ্যবলে পাণ্ডবগণ সুস্থদেহে কালযাপন করিতেছেন; সৌভাগ্যবলে তাঁহারা ধর্ম্মপথে অবিচলিত রহিয়াছেন; সৌভাগ্যবলেই সংগ্রামাভিলাষ পরিহারপূর্ব্বক সন্ধিপ্রার্থনা করিতেছেন। আপনি যাহা কহিলেন, তাহার যাথার্থ্যবিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনার বাক্য সাতিশয় কঠোর বোধ হইল। বোধ হয়, আপনি ব্রাহ্মণসুলভ স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই, এইরূপ উগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। যাহা হউক, পাণ্ডবগণ যে, অরণ্যবাসে নিপীড়িত, অজ্ঞাতবাসে দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং অধুনা ধর্ম্মতঃ পৈতৃক রাজ্যের অধিকারী হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মহারথ অর্জ্জুন যে, অসামান্য বলশালী, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। অর্জ্জুনের পরাক্রম সহিতে পারে, ত্রিভুবনে এরূপ ব্যক্তি পরিদৃষ্ট হয় না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং দেবরাজও তাঁহার সহিত সংগ্রামে সমর্থ নহেন। ভীষ্ম এই বলিয়া, নিবৃত্ত হইলে, দুরাশয় কর্ণ অর্জ্জুনের প্রশংসাবাদশ্রবণপূর্ব্বক অসহিষ্ণু হইয়া, দুর্য্যোধনের মুখের দিকে চাহিয়া, ভীষ্মের নিন্দা ও ব্রাহ্মণের বাক্যে অনাদরপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু

ধীরপ্রকৃতি ভীষ্ম কর্ণের চাপল্যে ও কঠোর বাক্যে ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। তিনি ধীরভাবে সমাগত পুরোহিতের ন্যায়সঙ্গত বাক্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন, ধীরভাবে তাঁহার উগ্রতার নির্দ্দেশ করিয়া, যথার্থবাদিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এখন ধীরভাবে কর্ণকে কহিলেন, ওহে কর্ণ! তুমি মুখে অহঙ্কার করিতেছ বটে, কিন্তু অর্জ্জুনের অতুল্য বীরত্ব একবার মনে করিয়া দেখ। শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যাহা কহিলেন, যদি আমরা তদনুরূপ অনুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে সংগ্রামে আমাদের নিধন হইবে। আমরা পার্থশরে সমরশায়ী হইব, সন্দেহ নাই।

ধৃতরাষ্ট্র যদিও কর্ণের ভর্ৎসনা ও ভীষ্মের বাক্যের অনুমোদন করিলেন, তথাপি দুর্য্যোধনের অমতে সন্ধিস্থাপন তাঁহারও অভিপ্রেত হইল না। তিনি পাঞ্চালাধিপতির পুরোহিতকে বিদায় দিয়া, আপনার প্রিয় পাত্র সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকটে প্রেরণ করিলেন।

সঞ্জয় বিরাটভবনে উপস্থিত হইলে, যুধিষ্ঠির তাঁহার সাদরসম্ভাষণ করিয়া, অন্ততঃ পাঁচখানি গ্রাম লইয়াও সন্ধিস্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সঞ্জয় হস্তিনাপুরীতে প্রত্যাগত হইয়া, ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত কথা জানাইলেন। কিন্তু পাণ্ডবদিগের সহিত প্রীতিস্থাপন দুর্য্যোধনের অভিমত হইল না। ধৃতরাষ্ট্রও পাঁচখানি ক্ষুদ্র

গ্রামের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, শান্তিস্থাপনে উদ্যত হইলেন না। দুর্য্যোধন সমরের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণ, স্বয়ং পাণ্ডবদিগের দূতপদে নিযুক্ত হইয়া, সন্ধিবন্ধনজন্য হস্তিনাপুরে আসিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, তাঁহার প্রত্যুদ্‌গমন ও সভাজনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের ন্যায় সদাশয়তার পরিচয় দিলেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নানাবিধ বহুমুল্য উপায়ন দিয়া ও আত্মসমৃদ্ধি দেখাইয়া, বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিলেন, এই জন্য বাসুদেবের আগমনপথে নানারত্নশোভিত, সুগন্ধ-পুষ্পদামপরিবৃত ও বিবিধভোজ্যদ্রব্যপরিপূর্ণ, বিচিত্র গৃহাবলীনির্ম্মাণ এবং সুসজ্জিত হয়হস্তীস্থাপনের আদেশ দিলেন। তদীয় আদেশে ধনরত্নাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল।

ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া, সাতিশয় ব্যথিত-হৃদয়ে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! কৃষ্ণের অভ্যর্থনা কর, আর নাই কর, তিনি কখনও ক্রুদ্ধ হইবেন না। তাঁহার ক্ষমতা অলোকসাধারণ, তাঁহার তেজস্বিতা অতুল্য, তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি সর্ব্বাতিশায়িনী। তিনি কখনও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিবেন না। উভয় পক্ষের শান্তিবিধান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি যাহা কহি-

বেন, অসন্দিগ্ধচিত্তে তৎসম্পাদনে যত্নপ্রকাশ করা তোমার কর্ত্তব্য। সেই মহাপুরুষের পরামর্শে পাণ্ডবদিগের সহিত অবিলম্বে সন্ধিস্থাপন কর। পাণ্ডবগণ তোমার পুত্রস্বরূপ; তুমি তাঁহাদের পিতৃস্বরূপ। তাঁহারা বালক, তুমি বৃদ্ধ। তাঁহারা তোমাকে পিতৃতুল্য মনে করেন, তুমিও তাঁহাদিগকে সন্তানসদৃশ মনে কর।

ভীষ্ম এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনে সাতিশয় অনিচ্ছাপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু তিনি কৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে অবরুদ্ধ করিয়া, সসাগরা পৃথিবীশাসনের অভিপ্রায় জানাইলেন। দুর্য্যোধনের এইরূপ দুরভিসন্ধিতে ভীষ্মের প্রকৃতিসিদ্ধ ধীরতাও বিচলিত, প্রশস্ত ললাট আকুঞ্চিত ও নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ভীষ্ম সাতিশয় ক্রোধসহকারে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, রাজন্! তোমার এই কুসন্তানের নিতান্তই মতিভ্রংশ ঘটিয়াছে। সুহৃজ্জনেরা হিতকামনা করিলেও, ইনি সর্ব্বদাই অহিতকামনা করিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তুমিও সুহৃদবর্গের বাক্যে উপেক্ষাপ্রদর্শন করিয়া, এই উৎপথবর্ত্তী পাপাত্মারই অনুবর্ত্তন করিতেছ। তোমায় আর অধিক কি বলিব, দুরাত্মা দুর্য্যোধন যদি কৃষ্ণের অনিষ্টাচরণে উদ্যত হয়, তাহা হইলে সমূলে বিনষ্ট হইবে। এই দুরাত্মার অনর্থকর

বাক্য শ্রবণে কোন ক্রমেই প্রবৃত্তি হয় না। এই বলিয়া, ভীষ্ম ক্রোধভরে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রও দুর্য্যোধনের কঠোর বাক্যে ব্যথিত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! ওরূপ কথা আর মুখে আনিওনা। উহা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। কৃষ্ণ দূত হইয়া আসিতেছেন, বিশেষতঃ তিনি আমাদের আত্মীয় ও প্রিয়; তাঁহাকে নিরুদ্ধ করা কোন ক্রমে বিধেয় নহে। ধৃতরাষ্ট্র এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে কৃষ্ণ কৌরবদিগের সুসজ্জিত রত্নরাজির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, হস্তিনাপুরে সমাগত হইলেন।

ভীষ্ম দুর্য্যোধনের প্রতি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেও কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হইলেন না। তিনি দ্রোণ-প্রভৃতির সহিত কৃষ্ণের প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন। কৃষ্ণ, সমাগত হইয়া, রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক বিনীতভাবে ভীষ্মধৃতরাষ্ট্রদ্রোণপ্রভৃতির অভিবাদন ও বয়ঃক্রমানুসারে অন্যান্য কৌরবদিগের যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিলেন; পরে বিদুরের গৃহে যাইয়া, কুন্তীর চরণে প্রাণিপাত-পূর্ব্বক তাঁহাকে পাণ্ডবদিগের কুশলবার্ত্তা জানাইলেন। কৃষ্ণের অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি না হয়, ভীষ্ম সে বিষয়ে নিরতিশয় যত্নশীল ছিলেন। তিনি আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপকে সঙ্গে লইয়া, বিদুরের গৃহে যাইয়া কৃষ্ণের সম্বর্দ্ধনা

করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহার অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া, সবিশেষ শিষ্টতাসহকারে তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

পর দিবস সুসজ্জিত সভামণ্ডপে ভীষ্মপ্রমুখ কৌরবগণ, দ্রোণপ্রমুখ আচার্য্যগণ ও কর্ণপ্রমুখ সেনাপতিগণ সমবেত হইলেন। পুরবাসিগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইল। কৃষ্ণ সভাগৃহে উপনীত হইলে, ভীষ্মধৃতরাষ্ট্র-প্রভৃতি দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর সকলে যথাস্থানে উপবেশন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ জলদগম্ভীরস্বরে সর্ব্বপ্রথম ধৃতরাষ্ট্রকে পরে দুর্য্যোধনকে সদুপদেশ দিয়া, পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার ন্যায়সঙ্গত বাক্য দুর্য্যোধন ও তৎসদৃশ ক্রূরমতি সভাসদ্‌গণ ব্যতীত সকলেরই অনুমোদিত হইল। তিনি সন্নীতির অনুসারিণী যুক্তির সহিত ভ্রাতৃবিরোধের অনিষ্টকারিতা বুঝাইলেন, এবং আত্মকুলক্ষয়কর সমরের শোচনীয় কুফলসমূহের নির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহার উপদেশগর্ভ বাক্য শুনিয়া, ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে কহিলেন, বৎস! সুহৃদ্‌গণের শান্তিকামনায় মহাত্মা কৃষ্ণ তোমাকে যাহা কহিলেন, তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হও। কদাচ ক্রোধ বা বিদ্বেষের বশীভূত হইও না। কৃষ্ণের উপদেশবাক্যে উপেক্ষা করিলে, কিছুতেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে না। কৃষ্ণ ধর্ম্মসঙ্গত কথাই বলিতে-

ছেন ; তুমি তাঁহার কথায় সম্মত হও ; বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া প্রজাক্ষয় করিওনা। আমরা তোমাকে চিরকাল ন্যায়-সঙ্গত উপদেশ দিয়া আসিতেছি। তুমি তাহাতে ঔদাস্য দেখাইয়া, কর্ণপ্রভৃতির মতানুসারে চলিতেছ। এখন কৃষ্ণের বাক্যে উপেক্ষা করিলে ঘোরতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। তোমার অত্যাচারে কুরুকুলের রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইবেন, তোমার অহঙ্কারে কৌরবগণ আত্মীয়-গণসহ জীবিতভ্রষ্ট হইবেন, তোমার ব্যবহারে তোমার মাতাপিতা গভীর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইয়া নিরন্তর হাহাকার করিবেন। এখন দুরভিসন্ধি পবিত্যাগ করিয়া, ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হও। তুমি যুধিষ্ঠিরের চরণে প্রণাম কর, যুধিষ্ঠির স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া, তোমার প্রীতিবর্দ্ধন করুন। বৃকোদর প্রশান্তচিত্তে তোমার কুশলজিজ্ঞাসা করুন। অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তোমার সম্বর্দ্ধনা করুন, তুমিও তাঁহাদের সহিত প্রীতিসম্ভাষণ কর, দেখিয়া আমরা অনির্ব্বচনীয়আনন্দলাভ করি। তোমার মাতাপিতা প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে কালযাপন করুন। কুরুরাজ্যে শান্তির মঙ্গলময়ী পতাকা উড্ডীয়মান হউক, জনপদে জনপদে শান্তির মহিমা ঘোষিত হউক, তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধপ্রদানপূর্ব্বক প্রশান্তভাবে কালযাপন কর।

বৎস! আমি অবলীলাক্রমে যে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি, তুমি তাহারই জন্য অসঙ্কোচে শোকাবহ ভ্রাতৃবিরোধে প্রবৃত্ত হইতেছ। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমি নিরন্তর কেবল তোমাদেরই শান্তিকামানা করিতেছি। আমি যাহা কহিলাম, আচার্য্য দ্রোণও বিদুরেরও তাহাই অভিমত। বৎস! বৃদ্ধদিগের বাক্য অবশ্যই শুনা উচিত। আমার কথা শুনিয়া আত্মীয়গণের মঙ্গলসাধন কর। নিরর্থক ভ্রাতৃবিরোধে প্রবৃত্ত হওয়া, কোন মতেই বিধেয় নহে।

ভীষ্ম এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, দ্রোণবিদুরপ্রভৃতি দূরদর্শী মন্ত্রিগণ, তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন। পতিপ্রাণা গান্ধারীও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে সভায় সমাগতা হইয়া, পুত্রকে উপদেশ দিলেন। কিন্তু অব্যবস্থিতচিত্ত ও অনাশ্রব দুর্য্যোধন কাহারও উপদেশের বশবর্ত্তী হইলেন না। তিনি অম্লানবদনে ও অসঙ্কুচিত চিত্তে কৃষ্ণকে কহিলেন, আমি যৎকালে পরাধীন ও বালক ছিলাম, পিতা অজ্ঞানতাবশতঃই হউক বা ভয়প্রযুক্তই হউক, তৎকালে আমার রাজ্য পাণ্ডবদিগকে দিয়াছিলেন। এখন আমি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবগণ কখনও তাহা প্রাপ্ত হইবে না। অধিক কি, সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা যতটুকু ভূমি বিদ্ধ হইতে

পারে. পাণ্ডবদিগকে তাহা প্রদত্ত হইবে না। এই বলিয়া, দুর্য্যোধন নীরব হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের বাক্যের অনুমোদন করিলেও, দুর্য্যোধনের অনভিমতে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কৃষ্ণ অকৃতার্থ হইয়া সকলের নিকটে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরসমীপে গমন করিলেন। অবশ্যম্ভাবী মহাযুদ্ধে কুরুকুলের বিনাশদশা উপস্থিত হইল।





অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভীষ্ম অপ্রতিবিধেয় আত্মবিরোধে মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি শান্তির একান্ত পক্ষপাতী ও ভ্রাতৃবিরোধের একান্ত বিদ্বেষী হইয়া, পাণ্ডবদিগের পক্ষসমর্থনে সবিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যখন কৃষ্ণ স্বয়ং দৌত্যগ্রহণ করিয়াছেন, তখন উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইবে। তিনি এই বিশ্বাসপ্রযুক্ত প্রসন্নহৃদয়ে ও সর্ব্বান্তঃকরণে দুর্য্যোধনকে কৃষ্ণের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। যখন কৃষ্ণ সুসজ্জিত সভামণ্ডপে সমুপবিষ্ট কৌরবদিগের সমক্ষে, দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবদিগের প্রাপ্য রাজ্যাংশ দিতে কহিয়াছিলেন, তখন ভীষ্ম তদীয় বাক্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন; যখন দুর্য্যোধন সন্ধিবন্ধনের প্রস্তাবে সাতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া, দুর্ম্মতি দুঃশাসনের বাক্যে গুরুজনের প্রতি অনাদরপ্রদর্শনপূর্ব্বক সভা হইতে প্রস্থান

করিয়াছিলেন, তখন ভীষ্ম ভ্রাতৃবিরোধে সর্ব্বনাশ হইবে বলিয়া, তাঁহাকে শান্ত করিতে যত্নশীল হইয়াছিলেন; যখন শোকাকুলা কুন্তী কৃষ্ণের সমক্ষে কহিয়াছিলেন, আমার সন্তানগণ যেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে অণুমাত্রও বিচলিত না হয়, সময়ে অরাতিনিপাতের জন্যই তাহাদের জন্ম হইয়াছে; তখনও ভীষ্ম ভীমের লোকাতীত বাহুবল, অর্জ্জুনের অসামান্য পরাক্রম ও পাণ্ডবদিগের বৈরনির্য্যাতনসঙ্কল্পের উল্লেখ করিয়া, দুর্য্যোধনকে শান্তিস্থাপনের পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশে কোন ফল হইল না। দুর্য্যোধন কাহারও কথা না শুনিয়া, সমরের আয়োজন করিলেন। এদিকে পাণ্ডবগণও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, যুদ্ধের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবিলম্বে উভয়পক্ষের মিত্র ও আত্মীয় ভূপতিগণ, স্ব স্ব সৈনিকদল লইয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়পক্ষ সংগৃহীত সৈন্যের বিভাগ ও সেনাপতির নির্দ্ধারণ করিলেন। সুবিস্তৃত কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সৈন্যসমাগম হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে সেই বিশালপ্রান্তরে উভয় পক্ষের বিশাল সৈনিকদল পরস্পরের পরাক্রমস্পর্দ্ধী হইয়া উঠিল।

দুর্য্যোধন সর্ব্বপ্রথম ভীষ্মকে সেনাপতি করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ভীষ্ম কুরুরাজের আজ্ঞাবহ ছিলেন, সুতরাং তদীয় প্রস্তাবে অসম্মতিপ্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি

এখন দুর্য্যোধনের কথায় কৌরবসৈন্যের অধ্যক্ষতাগ্রহণ-পূর্ব্বক যুদ্ধের সময়নির্দ্দেশ ও নিয়মাবলীর নির্দ্ধারণ করিলেন। তাঁহার যেরূপ অসাধারণ পরাক্রম, সেইরূপ অসামান্য ধর্ম্মশীলতা ছিল। যুদ্ধে কোনক্রমে অধর্ম্মের প্রশ্রয় না হয়, তজ্জন্য তিনি যুদ্ধের প্রারম্ভে আত্মপক্ষ ও প্রতিপক্ষের সেনাপতিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, নিয়ম করিলেন, সমযোগ্য ব্যক্তিরাই পরস্পর ন্যায়যুদ্ধে অগ্রসর হইবে, যুদ্ধে কেহই কোনরূপ প্রতারণা করিতে পারিবে না, আরব্ধ যুদ্ধের নিবৃত্তি হইলে, আবার পরস্পরের মধ্যে প্রীতি স্থাপিত হইবে। উভয়পক্ষে এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইলে, অর্জ্জুন যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথিপদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া, পুরোভাগে যখন পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য্যদ্রোণপ্রভৃতি গুরুজনকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে গভীর বিষাদের সঞ্চার হইল; ললাটরেখা আকুঞ্চিত ও প্রসন্ন মুখমণ্ডল মলিন হইয়া উঠিল। তিনি বিষণ্ণ হইয়া, কাতরভাবে কৃষ্ণকে কহিলেন, মিত্র! আমার সম্মুখে পলিতকেশ বৃদ্ধ পিতামহ অবস্থিতি করিতেছেন, পরমগুরু দ্রোণ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইঁহাদের দর্শনে, আমার শরীর অবসন্ন, মুখ বিশুষ্ক ও হস্ত শিথিল হইতেছে। গাণ্ডীব শিথিল মুষ্টি হইতে স্খলনোন্মুখ

হইতেছে। হৃদয় যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে। শৈশবে আমি যখন ধূলিক্রোড়ায় আসক্ত ছিলাম, তখন পিতামহ একদা আমাকে ক্রোড়ে লইয়া, আদর করিতেছিলেন, তাঁহার বাহুদ্বয় আমার দেহস্থিত ধূলিতে সমাবৃত হইয়াছিল। আমি আধ আধ কথায় তাঁহাকে পিতা বলিয়া, সম্বোধন করিয়াছিলাম। তিনি ঈষৎ হাসিয়া, গভীর স্নেহভরে আমার মুখচুম্বনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, বৎস! আমি তোমার পিতার পিতা। এখন কি করিয়া, সেই পরম-পূজনীয়, অতিবৃদ্ধ পিতামহের প্রতি শরনিক্ষেপ করিব? তাঁহার সেই প্রশান্ত ভাব, সেই অনির্ব্বচনীয়স্নেহসংকৃত প্রীতি, সেই নিরুপম বাৎসল্য মনে করিয়া, আমি যাতনায় কাতর হইতেছি। আমার হৃদয় অবসন্ন, মস্তক বিঘূর্ণিত ও নেত্রদ্বয় নিস্প্রভ হইতেছে। আমি আর জয়শ্রী, রাজ্য বা সুখের আশা করি না। যাঁহাদের নিমিত্ত রাজ্য, যাঁহাদের নিমিত্ত সম্পত্তি, যাঁহাদের নিমিত্ত সুখ, তাঁহারাই যখন যুদ্ধে দেহপাতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন আমার বিপুলরাজ্যে প্রয়োজন কি? অপরিমিত সম্পত্তির আবশ্যকতা কি? সুখেরই বা সার্থকতা কি? তাঁহারা আমার নিধনে অগ্রসর হইলেও, আমি তাঁহাদের প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে পারিব না। এই সসাগরা পৃথিবী দুর্য্যোধনের হউক। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পরমসুখে কালযাপন করুন,

তাঁহাদের ভোগাভিলাষ পূর্ণ হউক, আমি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই। ধনঞ্জয় এই বলিয়া শরাসনপরিত্যাগপূর্ব্বক বিষণ্নবদনে ও শোকাকুলচিত্তে রথপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপ শোকবিমুগ্ধ দেখিয়া কহিলেন, বয়স্য! তুমি বিষয়নিস্পৃহ বিজ্ঞ জনের ন্যায় কথা কহিতেছ, কিন্তু তোমার এই বাক্য ক্ষত্রিয়োচিত নহে। তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ক্ষত্রিয়োচিত নিয়মানুসারে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছ, এখন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপালন করাই তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য। আত্মীয়ই হউন, বা বন্ধুই হউন, বয়োজ্যেষ্ঠই হউন, বা বয়ঃকনিষ্ঠই হউন, যিনি ন্যায়যুদ্ধে অগ্রসর হইবেন, তাঁহার সহিত ন্যায়ানুসারে প্রতিযুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিলে, ক্ষত্রিয়কে লোকান্তরে নিরয়গামী হইতে হয়। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া, আত্মধর্ম্মে উপেক্ষা করিও না; গাণ্ডীবগ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। বীরেন্দ্রসমাজে তোমার পূজা হউক; তুমি সমরে বিজয়লক্ষ্মীলাভ পূর্ব্বক সুরগণের অর্চ্চনীয় হও। কৃষ্ণ এই বলিয়া, অর্জ্জুনকে যুদ্ধোন্মুখ করিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির অস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষ্মের নিকটে উপস্থিত হইয়া, বিনীতভাবে তদীয় পাদবন্দনা করিয়া কহি-

লেন, আর্য্য! আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব, প্রসন্নচিত্তে অনুমতিপ্রদান ও আশীর্ব্বাদ করুন। ভীষ্ম প্রীতি-বিস্ফারিতনেত্রে আলিঙ্গন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! তুমি অনুজ্ঞাগ্রহণার্থ আমার নিকটে না আসিলে, আমি সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইতাম; এক্ষণে তোমার আগমনে নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম; অনুমতি করিতেছি, তুমি অসঙ্কুচিতচিত্তে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপালন কর। মানুষ অন্নের দাস। আমি যৌবনে রাজ্যপরিত্যাগ করিয়া কুরুরাজের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছি, এক্ষণে আমার বার্দ্ধক্যদশা উপস্থিত হইয়াছে। এতদিন যাঁহাদের অন্নে জীবনধারণ করিলাম. এখন তাঁহাদের আদেশপালন করা আমার কর্ত্তব্য। তোমরা ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, উভয় পক্ষই আমার সমক্ষে তুল্য। কিন্তু আমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের অন্নগ্রহণ করিতেছি, সুতরাং প্রতিপালক প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী না হইলে, ধর্ম্মভ্রষ্ট হইব। ভীষ্ম এই বলিয়া, নিবৃত্ত হইলেন, যুধিষ্ঠিরও তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া, বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন।

অনন্তর উভয়পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইলে, তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ভীষ্ম নয় দিন, অতুল্যবিক্রমে ও অসামান্যতেজস্বিতাসহকারে যুদ্ধ করিলেন। নয় দিন, পাণ্ডবদিগের কেহই বর্ষীয়ান্ বীরপুরুষের ক্ষমতা-

নাশে সমর্থ হইলেন না। বীরপ্রবর বার্দ্ধক্যেও যেন যৌবনসুলভ তেজস্বিতায় পূর্ণ হইয়া, অলোকসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। এদিকে নব-যৌবনসম্পন্ন পার্থও অসামান্য ক্ষিপ্রকারিতার সহিত শরনিক্ষেপপূর্ব্বক বিপক্ষদিগকে আকুল করিয়া তুলি-লেন। রথের ঘর্ঘরশব্দে, অশ্বসমূহের হ্রেষাধ্বনিতে, করিকুলের বৃংহিতনাদে, সমরমত্ত সৈনিকদিগের ভৈরব রবে রণভূমি ভীষণ হইল। অশ্বক্ষুরের সঞ্চালনে ও রথচক্রের নিষ্পেষণে ধূলিপটল উত্থিত হইয়া, চারিদিক আচ্ছন্ন করিল। সেই অন্ধকারময় স্থলে আত্মপর নির্দ্ধারণ করা একান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। সমরভূমি সৈনিক-পুরুষগণের ও গজাশ্বের বিচ্ছিন্নদেহনিঃসৃত রুধির-প্রবাহে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে সন্ধ্যারাগ রঞ্জিত গগনতলের-সদৃশ হইল।

ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্মের জন্য উভয় পক্ষের কেহই এই মহাযুদ্ধে ধর্ম্মসঙ্গত নিয়ম হইতে বিচ্যুত হইল না, কেহই বিপক্ষের পরাজয়সাধন জন্য অন্যায়রূপে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিল না। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজা-রোহীর সহিত, অশ্বারূঢ় অশ্বারূঢ়ের সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা অনুসারে যুদ্ধ করিতে লাগিল। যে ব্যক্তি সৈনিকদল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, কেহ তাহার

প্রতি অস্ত্রাঘাত করিল না। ক্ষীণশস্ত্র ও ভয়বিহ্বল ব্যক্তি অস্ত্রপ্রয়োগের বিষয়ীভূত হইল না। যে ব্যক্তি বর্ম্মশূন্য বা সমরে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, অথবা যে ব্যক্তি শরণাগত কিংবা অপরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, বিপক্ষগণ তাহার প্রতি অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হইল না। বীরপুরুষগণ প্রতিপক্ষকে অগ্রে সতর্ক করিয়া, তাহার সহিত ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিতে লাগিল। মহামতি ভীষ্মের প্রতিষ্ঠিত নিয়মে কুরুক্ষেত্রে কৌরবপক্ষ ও পাণ্ডবদলের বীর পুরুষেরা এই রূপে ধর্ম্মের সম্মানরক্ষা করিল। দারপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া, যিনি এক সময়ে পিতৃভক্তি ও সত্যপ্রতিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়া, যিনি পরাধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক অপূর্ব্ব মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, বিষয়ভোগে নিস্পৃহ হইয়া, যিনি অসামান্য আত্মসংযমে জীবলোকের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন, এখন তিনি পূর্ব্ববৎ ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়া কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ধর্ম্মের প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠা করিলেন।

বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের অসামান্য পরাক্রমে পাণ্ডবপক্ষের অনেকে নিহত হইল। পরিশেষে অর্জ্জুন কৃষ্ণের পরামর্শে, দ্রুপদতনয় শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, ভীষ্মের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষ্ম স্ত্রী বা ক্লীবের প্রতি কখনও অস্ত্রক্ষেপ করিতেন না। তিনি

শিখণ্ডীর প্রতি শরনিক্ষেপে বিমুখ হইলেও, শিখণ্ডী তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। এদিকে অর্জ্জুনও নিশিত শরজালবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষ্ম শিখণ্ডীর শরে আহত হইলেও, তাঁহার প্রতি বাণনিক্ষেপ করিলেন না। তিনি অর্জ্জুনকেই লক্ষ্য করিয়া, শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষের লোকোত্তর চরিত এইরূপ পবিত্রভাবে পূর্ণ ছিল। শিখণ্ডী মুহুর্মুহুঃ তাঁহার প্রতি শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন. কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ, বৃদ্ধ পুরুষ বীরধর্ম্মের অবমাননা করিলেন না, অন্তিমকালেও প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিত হইলেন না। তিনি শিখণ্ডীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, অর্জ্জুনকেই প্রবলপরাক্রমে আক্রমণ করিলেন। ক্রমে অর্জ্জুন ও শিখণ্ডীর নিশিত শায়কসমূহে তাঁহার সর্ব্বশরীর সমাকীর্ণ হইল। তিনি পুনঃ পুনঃ শরাঘাতে কাতর হইলেন। তাঁহার শরীরের অঙ্গুলিপরিমিত স্থানও অস্ত্রপাতশূন্য রহিল না। ভীষ্ম এইরূপ অবিশ্রান্ত অস্ত্রাঘাতে, ক্রমে পরিশ্রান্ত ও হতোৎসাহ হইলেন। তাঁহার দেহ অবসন্ন, নেত্রদ্বয় নিমীলিত ও নিশ্বাস নিরুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। তিনি সায়ংকালে রথ হইতে পতিত হইলেন। ভীষ্ম রথ হইতে পতিত হইয়াও, ভূমিস্পর্শ করিলেন না। তিনি শরজালে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন যে, সেই

সকল শরই ধরাতলে তাঁহার শয্যাস্থানীয় হইল। ভীষ্ম এই শরশয্যায় শয়ান হইয়া, উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

ভীষ্মকে রথ হইতে পতিত দেখিয়া, কৌরবগণ বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। অবিলম্বে উভয় পক্ষে যুদ্ধের নিবৃত্তি হইল। অনন্তর পাণ্ডবগণ ও দুর্য্যোধনপ্রভৃতি কৌরববর্গ অস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষ্মের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং গলদশ্রুলোচনে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভীষ্ম তাঁহাদিগকে সমীপাগত জানিয়া, প্রসন্নবদনে সকলের কুশলজিজ্ঞাসাপূর্ব্বক দুর্য্যোধন ও তদীয় ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, বৎসগণ! এখন আমার মস্তক অতিশয় লম্বমান হইতেছে, অতএব আমায় উপাধানপ্রদান কর। ইহা শুনিয়া দুর্য্যোধন কোমল ও উৎকৃষ্ট উপাধানসমূহ আনিয়া দিলেন। ভীষ্ম তৎসমুদয় গ্রহণ না করিয়া, সহাস্যবদনে কহিলেন, বৎস! এসকল উপাধান, ঈদৃশী শয্যার উপযুক্ত নহে। অনন্তর তিনি অর্জ্জুনের দিকে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন। অর্জ্জুন তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, আর্য্য! আপনার ভৃত্য অর্জ্জুন উপস্থিত রহিয়াছে, কি করিতে হইবে, আজ্ঞা

করুন। ভীষ্ম তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! আমার মস্তক নিরবলম্ব রহিয়াছে। তুমি ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অভিজ্ঞ, আমায় উপযুক্ত উপাধানদান কর। ইহা শুনিয়া, অর্জ্জুন ভীষ্মের চরণে প্রণামপূর্ব্বক গাণ্ডীব-শরাসনে শরত্রয়যোজনা করিলেন, এবং ঐ তিন শরের দ্বারা ভীষ্মের মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত শরত্রয় ভীষ্মের উপাধানস্বরূপ হইল। ভীষ্ম যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অর্জ্জুন তদনুরূপ কার্য্য করিলেন।

ভীষ্ম অর্জ্জুনের কার্য্যে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার শয্যার অনুরূপ উপাধানের আহরণ করিয়াছ। সমরক্ষেত্রে, এইরূপ শয্যায় এইরূপ উপাধানে মস্তক রাখিয়া, শয়ন করাই ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য। অনন্তর তিনি পার্শ্বস্থিত মহীপালদিগকে বলিলেন, রাজগণ! দেখ, বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়, আমায় কেমন উপাধান দিয়াছেন। সূর্য্যের উত্তরায়ণ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি এই শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকিব। দিবাকরের উত্তরায়ণে আমার প্রাণবিয়োগ হইবে। তোমরা শত্রুতাপরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধে বিরত হও। ভীষ্ম এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর ক্ষতপ্রতীকারকোবিদ ও শল্যোদ্ধরণকুশল চিকিৎসকগণ

দুর্য্যোধনের আদেশে সর্ব্বপ্রকার উপকরণ লইয়া, ভীষ্মের নিকটে সমাগত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাদিগকে দেখিয়া, দুর্য্যোধনকে কহিলেন, বৎস! চিকিৎসকদিগকে অর্থদ্বারা পরিতোষিত করিয়া, বিদায় দাও। আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-বিহিত পরমগতি লাভ করিয়াছি; আমার এরূপ অবস্থায় চিকিৎসকের প্রয়োজন নাই। আমাকে এই সমস্ত শরের সহিত দগ্ধ করিতে হইবে। ভীষ্মের বাক্যে দুর্য্যোধন, চিকিৎসকদিগকে যথোচিত অর্থ দিয়া, বিদায় করিলেন। ক্ষত্রিয় বীরগণ ভীষ্মের অমানুষী কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও মহীয়সী তেজস্বিতা দেখিয়া, বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। অনন্তর কৌরববর্গ ও পাণ্ডবগণ শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের চরণে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে যথোপযুক্ত রক্ষক রাখিয়া, স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, কৌরব, পাণ্ডব ও অন্যান্য ভূপালগণ ভীষ্মের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে কালিমার সঞ্চার নাই, নেত্রদ্বয়ে অপ্রসন্নভাবের বিকাশ নাই, ললাটফলকে বিষম অন্তর্দাহসূচক ভ্রূকুটিভঙ্গী নাই; তিনি সেই বীর-শয্যায় প্রশান্তভাবে সমাধিস্থ রহিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ প্রশান্তভাব ও যোগতৎপরতা দেখিয়া,

সমাগত বীরগণ বিস্ময়সহকারে তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। দুর্য্যোধনপ্রভৃতি কৌরবগণ ভীষ্মের নিমিত্ত নানাবিধ সুখাদ্য দ্রব্য ও সুপেয় বারি সঙ্গে আনিয়াছিলেন; ভীষ্ম তৎসমুদয় দেখিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, বৎসগণ! আমি শরতল্পশায়ী হইয়া, মানবলোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি। এখন মানবোচিত ভোগসকল গ্রহণ করিতে পারি না। এই বলিয়া, তিনি অর্জ্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার শরজালে সমাবৃত হইয়াছি, আমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ ও মুখ শুষ্ক হইতেছে। এই অবস্থায় তুমিই আমার উপযুক্ত পানীয়ের আহরণে সমর্থ; অতএব সুশীতল পানীয় দিয়া, আমার তৃপ্তিসাধন কর। মহারথ অর্জ্জুন যে আজ্ঞা বলিয়া, ভীষ্মের চরণে প্রণামপূর্ব্বক গাণ্ডীবশরাসনে শরসন্ধান করিলেন, এবং অপূর্ব্বতেজস্বিতাসহকারে ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথ্বীতল বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অবিলম্বে সেই শরবিদীর্ণ ভূগর্ভ হইতে সুশীতল ও সুস্বাদ জলধারা উদ্গত হইয়া, ভীষ্মের মুখে পতিত হইতে লাগিল। অপরাপর বীরগণ অর্জ্জুনের এই অসামান্য কার্য্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহাদের নেত্র বিস্ফারিত, সর্ব্বশরীর

রোমাঞ্চিত ও হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহারা লোকাতীতক্ষমতাসম্পন্ন অর্জ্জুনকে দেবরাজ ইন্দ্রের সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম সেই অমৃতোপম শীতল বারিধারায় তৃপ্তি-লাভ করিয়া, অর্জ্জুনকে কহিলেন, বৎস! তুমি লোকাতীতক্ষমতাপ্রদর্শনপূর্ব্বক অন্তিম সময়ে সুশীতল জলদানে, আমার তৃষ্ণাশান্তি করিলে, ঈদৃশ কার্য্য তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়। আমি তোমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার শ্রেয়োলাভ হউক। আমি দুর্য্যোধনকে শান্তিস্থাপনজন্য বারংবার উপদেশ দিয়াছিলাম। ধর্ম্মবৎসল বিদুর, আচার্য্য দ্রোণ, শাস্ত্রনিষ্ঠ বাসুদেব, সুশীল সঞ্জয়ও সেইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহাতে শ্রদ্ধাপ্রকাশ করেন নাই। তিনি বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধদিগের উপদেশে উপেক্ষা করিয়া, যে যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, সেই যুদ্ধেই তাঁহার পরাজয় হইবে।

ভীষ্মের বাক্যে দুর্য্যোধন গভীরবিষাদগ্রস্ত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া কহিলেন, বৎস! আমার কথায় দুঃখিত হইও না। আমি চিরকাল তোমার হিত-কামনা করিয়াছি, চিরকাল তোমার কার্য্যসাধনে যত্ন-প্রকাশ করিয়াছি, চিরকাল তোমার রাজশ্রী দীর্ঘস্থায়িনী

করিতে চেষ্টা করিয়াছি। নিরবচ্ছিন্ন কুরুকুলের সেবা-তেই আমার জীবন পর্য্যবসিত হইয়াছে। আমি রাজা-ধিরাজতনয় হইয়াও, অবিকারচিত্তে যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত তোমাদের সেবকপদে নিয়োজিত রহিয়াছি। অব-লম্বিত ব্রতপালনে আমার কখনও ঔদাস্য হয় নাই। আমি যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলাম, যে কর্ম্ম-সাধনে নিয়োজিত রহিয়াছিলাম, যে তপস্যায় আত্ম-সংযত হইয়াছিলাম, আজ আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ, সেই কর্ম্ম সম্পন্ন ও সেই তপস্যা পরিসমাপ্ত হইল। তুমি আমার বাক্যে অশ্রদ্ধা করিলেও, আমি তোমার আদেশা-নুবর্ত্তী হইয়া, তোমারই কার্য্যে দেহপাত করিলাম। মহারথ পার্থ যে সুশীতল জলধারার উৎপত্তি করিলেন, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিলে। জগতে আর কেহ এরূপ কার্য্যসাধনে সমর্থ নহেন। যে বীরশ্রেষ্ঠের এরূপ লোকা-তীত ক্ষমতা, তাঁহাকে তুমি যুদ্ধে কখনও পরাজিত করিতে পারিবে না। বৎস! আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধ সেবকের কথায় উপেক্ষা করিও না। এখন ক্রোধপরিত্যাগ-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত প্রীতিস্থাপন কর। যুধিষ্ঠির রাজ্যার্দ্ধ প্রাপ্ত হইয়া, প্রসন্নচিত্তে খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করুন। তুমি স্বজনদ্রোহী হইয়া, অপকীর্ত্তিসংগ্রহ করিও না। ধনঞ্জয় এপর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই যুদ্ধের

অবসান হউক। পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে এবং বন্ধু বন্ধুকে প্রাপ্ত হইয়া প্রীতিলাভ করুন। ভীষ্মের মৃত্যুতেই এই ঘোরতর সমরানলে শান্তিসলিল প্রক্ষিপ্ত ও পৃথিবী শান্তিময় হউক। ভীষ্ম এই বলিয়া, মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক সমাহিতচিত্ত হইলেন। কিন্তু যেরূপ মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধে অভিরুচি হয় না, সেইরূপ ভীষ্মের হিতকর বাক্যে দুর্য্যোধনের শ্রদ্ধা হইল না।

অনন্তর কর্ণ অশ্রুপূর্ণনয়নে ভীষ্মের পদতলে পতিত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, আর্য্য! যে আপনার বাক্যে নিরন্তর উপেক্ষাপ্রদর্শন ও পাণ্ডবদিগের প্রতি বিদ্বেষপ্রকাশ করিত, আপনি পাণ্ডবগণের গুণকীর্ত্তন করিলে, যে অসহিষ্ণু হইয়া আপনার নিন্দাবাদে ব্যাপৃত থাকিত, যাহাকে আপনি বিদ্বেষভাবে দেখিতেন এবং যাহার অসহিষ্ণুতায় আপনি নিরন্তর অশান্তিভোগ করিতেন, সেই দুর্ম্মতি রাধেয় আপনার চরণপ্রান্তে নিপতিত রহিয়াছে। ভীষ্ম এই বাক্যশ্রবণ পূর্ব্বক, ধীরে ধীরে নেত্রদ্বয়ের উন্মীলন করিলেন, এবং কর্ণকে সস্নেহবচনে কহিলেন, বৎস! তোমার প্রতি আমার বিদ্বেষ নাই। তুমি বিনা কারণে পাণ্ডবদিগের নিন্দাবাদ করিতে, এই নিমিত্ত আমি অনেকবার তিরস্কার করিয়াছি। কেবল কুলভেদভয়েই তোমাকে সদুপদেশ দিতাম। আমি তোমার অসামান্য

শৌর্য্য, মহীয়সী দানশীলতা ও অচলা ব্রাহ্মণভক্তির বিষয় অবগত আছি। এখন পূর্ব্বতন বিষয় বিস্মৃত হইয়া, পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন কর। যাহা হইবার, হইয়াছে, আর কুলক্ষয়কর আত্মবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইও না। আমাকে দিয়াই, তোমাদের শত্রুতা পর্য্যবসিত হউক। অন্তিম সময়েও শান্তিস্থাপনে, ভীষ্মের এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া, কর্ণ বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, আর্য্য! আমি দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্যভোগ করিতেছি, সুতরাং কায়-মনোবাক্যে দুর্য্যোধনেরই প্রিয় কার্য্যসাধন করিব। বাসুদেব যেমন পাণ্ডুদিগের হিতসাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, আমিও সেইরূপ দুর্য্যোধনের প্রীতিকর কার্য্যসম্পাদনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। দুর্য্যোধন যে পথে যাইবেন, আমাকেও সেই পথে যাইতে হইবে। আমি অকৃতজ্ঞতা-দূষিত হইয়া, জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না। যুদ্ধই ক্ষত্রিয়দিগের একমাত্র ধর্ম্ম। আমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। আপনি প্রসন্নচিত্তে অনুমতি করুন। আপনার অনুজ্ঞা লইয়া, যুদ্ধ করি, ইহাই আমার মানস। আর আমি ক্রোধনিবন্ধন বা চাপল্যপ্রযুক্ত আপনার সহিত যে প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি, তদ্বিষয়ে ক্ষমাপ্রদর্শন করুন।

ভীষ্ম কর্ণের কথা শুনিয়া কহিলেন, বৎস! যদি নিদারুণ শত্রুতার পরিহারে অসমর্থ হও, যদি দুর্য্যোধ

নের অভিমতেরই অনুমোদন কর, তাহা হইলে, অনুমতি করিতেছি, স্বর্গকাম হইয়া যুদ্ধ কর। ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়দিগের প্রিয় কর্ম্ম আর কিছুই নাই। তুমি ন্যায়ানুসারে দুর্য্যোধনের কার্য্যসম্পাদনপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়োচিত লোকলাভ কর। বৎস! আমি সত্য কহিতেছি, শান্তিস্থাপনের নিমিত্ত অনেক দিন সবিশেষ যত্ন করিলাম, অন্তিম কালেও এবিষয়ে দুর্য্যোধনকে যথাশক্তি উপদেশ দিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। এই বলিয়া, ভীষ্ম নিমীলিতনেত্রে সমাধিস্থ হইলেন। আর তাঁহার চেতনার সঞ্চার হইল না। বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষসিংহ পবিত্র বীরশয্যায় যোগাশ্রয়পূর্ব্বক অনন্তপদের ধ্যান করিতে করিতে, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

এইরূপে ভীষ্ম মানবলীলার সংবরণ করিলেন। তাঁহার ন্যায় পিতৃভক্ত, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ধর্ম্মনিষ্ঠা মহাপুরুষ কখনও ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হয়েন নাই। তিনি ভূলোকে অসামান্য পিতৃভক্তি, অলৌকিক সত্যপরায়ণতা ও অপূর্ব্ব ধর্ম্মশীলতা দেখাইবার জন্যই, বোধ হয়, জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার লোকাতীত কার্য্যপরম্পরা সর্ব্বসময়ে ও সর্ব্বস্থলে সকলের শিক্ষার বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। তিনি পিতার পরিতোষ-

সাধন জন্য রাজ্যপরিত্যাগ করিয়া, পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, দারপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া, সত্যপ্রতিজ্ঞতার সম্মানরক্ষা করিয়াছেন, এবং অনন্যসাধারণবীরত্বসম্পন্ন হইয়াও, অপরের আনুগত্যস্বীকারপূর্ব্বক বীতস্পৃহতা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও চিত্তসংযমের একশেষ দেখাইয়াছেন। একাধারে ঈদৃশ অসাধারণ গুণসমূহের সমাবেশ কখন কাহারও দৃষ্টিপথবর্ত্তী বা শ্রুতিবিষয়বর্ত্তী হয় নাই। তাঁহার ন্যায় রাজাধিরাজতনয় তাঁহার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে অসামান্য ক্ষমতাশালী ও তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়া, কেহ বোধ হয়, তাঁহার মত আজীবন পরসেবায় কালযাপন করেন নাই। বীরপুরুষ রণস্থলে বিজয়িনী শক্তির বিকাশ করিয়া, বীরেন্দ্রবর্গের বরণীয় হইতে পারেন, প্রতিভাশালী প্রতিভার পরিচয় দিয়া সর্ব্বত্র প্রশংসালাভ করিতে পারেন, গবেষণাকুশল পণ্ডিত কোন অভিনব তত্ত্বের উদ্ভাবন করিয়া, সহৃদয়গণের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে পারেন, কিন্তু ভক্তিপরায়ণতায়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠায়, সর্ব্বোপরি স্বার্থত্যাগের মহিমায়, কেহই এই চিরকৌমারব্রতধারী মহাপুরুষের সমান হইতে পারেন না। বহু সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, বহু রাজ্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, বহু লোকের উৎপত্তি ও বিলয় হইয়াছে; আজ পর্য্যন্ত এই মহাপুরুষের মহীয়সী কীর্ত্তি বিলুপ্ত হয় নাই।

অপূর্ব্ব আত্মসংযমে, অলৌকিক পিতৃভক্তিতে, অলোক-সামান্য বীরত্বে ও অসাধারণ পরহিতব্রতে, পৃথিবীর কোন ব্যক্তি বোধ হয়, কোন সময়ে এই মহিমান্বিত ব্রহ্মচারীর গৌরবস্পর্দ্ধী হইতে পারেন নাই, এবং বোধ হয়, পৃথিবীর কোন দেশে কোন সময়ে ভীষ্মের ন্যায় পুরুষসিংহের আবির্ভাব হয় নাই।

